লর্ড ব্যাডেন পাওয়েল

স্কাউটমাস্টার সহায়িকা

অনুবাদ : মাহবুবুল আলম

লর্ড ব্যাডেন পাওয়েল

স্কাউটমাস্টার সহায়িকা

[AIDS TO SCOUTMASTERSHIP বইয়ের অনুবাদ]

অনুবাদ

প্রফেসর মাহবুবুল আলম

বি সি এস শিক্ষা (অব)

সাবেক সম্পাদক, রোভার অঞ্চল

সাবেক জাতীয় কমিশনার (প্রশিক্ষণ)

বাংলাদেশ স্কাউটস

খান ব্রাদার্স অ্যান্ড কোম্পানি

৯ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

ISBN 984-408-106-8

প্রকাশকাল
একুশে বইমেলা ২০০৭
উপলক্ষে প্রকাশিত

কে এম ফিরোজ খান, খান ব্রাদার্স অ্যান্ড কোম্পানি
৯ বাংলাবাজার (২য় তলা) ঢাকা ১১০০ কর্তৃক প্রকাশিত
সালমানি প্রেস নয়াবাজার ঢাকা ১১০০ থেকে মুদ্রিত

স্বত্ব
সংরক্ষিত

বর্ণবিন্যাস
বর্ণনা কম্পিউটারস ৬৮-৬৯ প্যারীদাস রোড
বাংলাবাজার ঢাকা ১১০০

প্রচ্ছদ
লর্ড ব্যাডেন পাওয়েল রচিত
Aids to Scoutmastership
বইয়ের প্রচ্ছদ অবলম্বনে
সমর মজুমদার

মূল্য : সত্তর টাকা মাত্র

অনুবাদকের কথা

'স্কাউটমাস্টার সহায়িকা' বইটি স্কাউট আন্দোলনের প্রবর্তক লর্ড ব্যাডেন পাওয়েলের লেখা বিখ্যাত বই Aids to Scoutmastership এর বাংলা অনুবাদ।

স্কাউট আন্দোলনের বিভিন্ন শাখা—কাব স্কাউট, বয় স্কাউট ও রোভার স্কাউট দল পরিচালনার জন্য যাঁরা ইউনিট লিডার বা দলনেতার দায়িত্ব পালন করেন মূলত তাঁদের জন্য বইটি লেখা। স্কাউট আন্দোলন শুরু থেকে দীর্ঘদিন পর্যন্ত যেকোনো ধরনের দলের পরিচালককে 'স্কাউটমাস্টার' বলা হত। স্কাউটমাস্টারের দায়িত্ব ছিল স্কাউট দল পরিচালনা করা—সেসব দল বলতে কাব স্কাউট দল, বয় স্কাউট দল ও রোভার স্কাউট দল বোঝাত। এখন তাঁরা কাব স্কাউট নেতা, বয় স্কাউট নেতা ও রোভার স্কাউট নেতা নামে পরিচিত। সে কারণে স্কাউটমাস্টার সহায়িকা বইটি সকল নেতা অর্থাৎ কাব স্কাউট, বয় স্কাউট ও রোভার স্কাউট নেতাদের জন্য লেখা।

স্কাউটিং শিশু কিশোর যুবসমাজের জন্য যেমন চরিত্রগঠনের আনন্দময় কর্মসূচি, তেমনি এর সঙ্গে সম্পৃক্ত বড়দের জন্য অনাবিল উপভোগ্য কার্যক্রম বলে বিবেচনার যোগ্য। একটি ছোট মানবসন্তান কিকরে যথার্থ মানুষ হয়ে ওঠে তা খুব কাছে থেকে প্রত্যক্ষ করেন দলনেতা। তবে সেই আনন্দময় অনুভূতির সঙ্গে যুক্ত হয়ে আছে দায়িত্ববোধ। দলনেতার সুষ্ঠু দায়িত্ব পালনের ওপরই নির্ভর করে স্কাউটিংয়ের সাফল্য—দেশের জন্য আগামী দিনের নাগরিক তৈরি করা।

দলের পরিচালকদের কর্তব্যপালনে সহায়তা করার জন্য Aids to Scoutmastership বইটি লেখা। লর্ড ব্যাডেন পাওয়েল তাঁর নিজের জীবনের দীর্ঘ অভিজ্ঞতা ও তাঁর বিচক্ষণতার ফলস্বরূপ বইটি রচনা করেছেন। বালকদের নিয়ে স্কাউটিং করতে গেলে কিভাবে দল পরিচালনা করতে হবে সেসব কথা খুব সুন্দর ভাবে এ বইয়ে তুলে ধরেছেন। দল পরিচালনা বলতে তিনি প্রত্যেকটি বালককে স্বতন্ত্রভাবে যথাযোগ্য বিকশিত করে তোলার কথা ভেবেছেন। প্রত্যেক স্কাউটের মধ্যে কিভাবে যোগ্যতার সবগুণের অনুপ্রবেশ ঘটানো যায় সে প্রসঙ্গে তিনি দিকনির্দেশনা দিয়েছেন। স্কাউটিং যে একটি আনন্দময় কার্যক্রম সেকথা তিনি সবসময় মনে রেখেছেন। ফলে তাঁর বক্তব্য হয়েছে সুচিন্তিত ও উপভোগ্য।

লর্ড ব্যাডেন পাওয়েল দলনেতাদের দায়িত্ব সম্পর্কে খুঁটিনাটি না বলে কেবল মূল কথাগুলো বলে গেছেন। সে ইঙ্গিতময় পথ ধরে দলনেতারা তাঁদের দায়িত্ব পালনে তৎপর হবেন এমন প্রত্যাশা করা স্বাভাবিক।

বইটিতে একটি শিশুকে কিকরে নানা যোগ্যতা ও গুণে গুণান্বিত করে বড় করে তুলতে হবে সেকথা বলা হয়েছে। তবে একথাগুলো কেবল স্কাউট নেতাদের বেলায়ই সীমাবদ্ধ নয়, স্কাউটিংয়ের সঙ্গে যাঁরা সম্পৃক্ত—সবার জন্যই বইটি বিশেষ উপকারী বলে মনে হবে। সকল রকম স্কাউটার এবং রোভার স্কাউট দলের সদস্যরা যাঁরা সহকারী দলনেতা হিসেবে কাব স্কাউট ও বয় স্কাউট দলের সঙ্গে সম্পৃক্ত হন তাঁদের জন্যও বইটির উপযোগিতা রয়েছে। শিশুদের বিকাশের সঙ্গে জড়িত থাকেন অভিভাবক তথা পিতামাতা ও শিক্ষকগণ। শিশুদের প্রতি তাঁদের দায়িত্ব পালনেও বইটি সহায়তা করবে।

লর্ড ব্যাডেন পাওয়েল শিশু মনস্তত্ত্ব সম্পর্কে গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করেছেন। তিনি নিজে পরীক্ষানিরীক্ষা করে শিশু কিশোর যুবসমাজের জন্য শতবর্ষ আগে যে জীবন ও চরিত্র গঠনের আন্দোলন প্রবর্তন করে গেছেন তা আরও বহুদিন মানব জাতির কল্যাণে নিয়োজিত থাকবে বলে ধারণা করা যায়। তাঁর অন্য বইগুলোর মত বর্তমান বইটিও মানব জাতির কল্যাণে কাজে আসবে।

স্কাউটমাস্টার সহায়িকা বইটি আমাদের দেশে শিশু কিশোর যুবসমাজের কাজে আসুক-এটা সবার কাছে আমাদের কামনা।

মাহবুবুল আলম

সৌরভ
১৩/১ বর্ধন বাড়ি
মীরপুর, ঢাকা-১২১৮

মুখবন্ধ

লর্ড রাউএলেন, চীফ স্কাউট

'এইডস টু স্কাউটমাস্টারশিপ' নামটি খুবই সাধারণ, কিন্তু কী বিস্ময়ে পরিপূর্ণ না বইটি। আন্তর্জাতিক প্রধান কার্যালয়ে আমাদের সামনে নানারকম নতুন সমস্যা তুলে ধরা হয়। সেসব আসে আধুনিক পরিস্থিতি থেকে। যেমন স্কাউটারের অপ্রতুলতা ও অন্যান্য সমস্যা। আমরা সেসব মোকাবিলা করার চেষ্টা করি।

তবে সেসব কোনোটাই নতুন নয়। আমরা এ বই পড়ি এবং বারবার পড়ি আর প্রশ্নের ঠিকঠিক জবাব পেয়ে যাই। আমি প্রায়ই ভাবি, আমাদের অনেক লেখা আছে, আছে অনেক নির্দেশপত্র। এই বইয়ে এবং 'স্কাউটিং ফর বয়েজ' বইয়ে আমাদের যা দরকার তার সবই আছে। আর বাকিটা আছে, বিপির কথায়,—'স্কাউটমাস্টারের সাধারণ বুদ্ধির মধ্যে।'

এই বইটি পড়ুন। তারপর আবার পড়ুন। আমি জানি, আপনার অভিজ্ঞতা যত দীর্ঘই হোক অথবা আপনার সফলতা যত বড়ই হোক, আরও ভালভাবে দায়িত্ব পালনে এই বইটি আপনাকে সহায়তা করবেই।

রাউএলেন
চীফ স্কাউট

লেখকের ভূমিকা

এ বইয়ের আকার দেখে ভয় পাবেন না।

স্কাউটিং কোনো দুর্বোধ্য বা জটিল বিজ্ঞান নয়, বরং আপনি যদি ঠিকভাবে নিতে পারেন তাহলে তা হল আমোদের খেলা। সেই সঙ্গে তা হল শিক্ষণীয় এবং (ক্ষমার মত) যে দান করে তার জন্য যেমন, তেমনি যে গ্রহণ করে তার জন্যও উপকারী।

'স্কাউটিং' কথাটি ছেলে বা মেয়েদের জন্য খেলার মাধ্যমে নাগরিকত্ব শেখানোর অন্যতম পদ্ধতি বোঝায়। মেয়েরা গুরুত্বপূর্ণ মানব সম্প্রদায়, কারণ জাতির মায়েরা যখন উত্তম নাগরিক ও চরিত্রবান হন, তখন তাঁরা দেখেন যে, তাঁদের সন্তানদের যেন এসব গুণের ঘাটতি হতে না পারে। তাই ছেলেমেয়ে সবার জন্য প্রশিক্ষণ দরকার এবং বয় স্কাউট ও গার্ল গাইড আন্দোলনের মাধ্যমে তা দেওয়া যায়। উভয়ের জন্য নীতি একই। কেবল খুটিনাটি দিক থেকে তা আলাদা।

এ এস এম হাচিনসন তাঁর একটি উপন্যাসে পরামর্শ দান করেছেন যে, যুবসমাজের জন্য দরকার পরিবেশ। স্কাউটিং ও গাইডিংয়ে তাদের দেওয়ার মত পরিবেশ আছে। সে পরিবেশ বিধাতা সবার জন্য দান করেছেন। তা হল মুক্তাঙ্গন, সুখ ও উপযোগিতা।

অবশ্য স্কাউটমাস্টার বালকদের এর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছেন। প্রসঙ্গক্রমে তিনি নিজেও এ ধরনের সুখ ও উপযোগিতার অংশ লাভ করেন। সম্ভবত তিনি দায়িত্ব নেবার সময় যা অনুমান করেছিলেন পরে আরও বেশি কাজ করছেন বলে দেখতে পান। কারণ তিনি নিজে মানুষ ও স্রষ্টার জন্য জীবনধর্মী সেবা দান করছেন।

পরিপূর্ণ জ্ঞানলাভের পদক্ষেপ হিসেবে এ বইটিকে বিবেচনা করলে বইটি আপনাকে নিরাশ করবে।

আমি কেবল বলতে চাই, আমরা যে পথ সাফল্যজনক বলে দেখেছি তা এবং তার কারণ দেখানোর পরামর্শ দিয়ে থাকি। কেউ যদি এদের উদ্দেশ্য অনুধাবন করতে পারেন তাহলে তিনি আরও আন্তরিকতার সঙ্গে আমাদের পরামর্শ অনুসরণ করবেন।

তাই এই সব পৃষ্ঠার বেশির ভাগেই পদক্ষেপগুলোর বিস্তারিত আলোচনা না করে কেবল এদের উদ্দেশ্যগুলো আলোচিত হবে। বাকিটা শিক্ষার্থীরা নিজেদের উদ্ভাবনী দক্ষতা অনুসারে এবং সে যে স্থানীয় পরিস্থিতিতে কাজ করছে তার সঙ্গে সমন্বয় করে পূরণ করতে পারবে।

ব্যাডেন পাওয়েল অব গিলওয়েল

সূচিপত্র

মুখবন্ধ ৭
লেখকের ভূমিকা ৯
বিশ্বভ্রাতৃত্ব সংস্করণের ভূমিকা ১৫

প্রথম ভাগ

বালকদের কিভাবে প্রশিক্ষণ দিতে হয় ১৭

স্কাউটমাস্টার ১৯
- তাঁর গুণাবলি ১৯
- তাঁর কর্তব্য ২১
- আন্দোলনের প্রতি আনুগত্য ২১
- তাঁর পুরস্কার ২২

বালক ২৪
- বালকের প্রকৃতি ২৪
- পরিবেশ ও লোভ ২৭
- স্কাউট দলের প্রধান কার্যালয় ও শিবির ২৯
- আমাদের বালকদের কিভাবে ধরতে হবে ২৯

স্কাউটিং ৩১
- স্কাউটিং হল সহজ-সরল ৩২
- স্কাউটিংয়ের লক্ষ্য ৩২
- স্কাউট প্রশিক্ষণের চার শাখা ৩৩
- স্কাউটিংয়ের কার্যাবলি ৩৫
- স্কাউটিং চেতনা ৩৭

উপদল পদ্ধতি ৩৯
- উপদল নেতা পরিষদ-কোর্ট অব অনার ৩৯
- উপদল পদ্ধতির গুরুত্ব ৪০
- স্কাউট পোশাক ৪১
- স্কাউটমাস্টারের ভূমিকা ৪১

দ্বিতীয় ভাগ

নাগরিকত্বের জন্য স্কাউটিং ৪৩

১. চরিত্র ৪৫
- চরিত্রের গুরুত্ব ৪৫
- দল কেন ৩২ সংখ্যা অতিক্রম করবে না ৪৫
- বীরধর্ম ও ন্যায়বিচার ৪৭
- শৃঙ্খলা ৪৯
- সম্মানবোধ ৪৯

সূচিপত্র

আত্মনির্ভরশীলতা ৫০
জীবন উপভোগ ৫২
দৃষ্টিভঙ্গির উন্নয়ন ঃ শ্রদ্ধাবোধ ৫৫
আনুগত্য ৫৯

২. স্বাস্থ্য ও শক্তি ৬০
স্বাস্থ্যের গুরুত্ব ৬০
পরিকল্পিত খেলা ৬২
শারীরিক ব্যায়াম ৬৩
যোগ্য হওয়া ৬৪
ড্রিল ৬৪
বহিরাঙ্গণ ৬৬
শিবিরজীবন ৬৭
সাঁতার, নৌচালনা, সংকেত ৬৯
ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য ৭০
পরিচ্ছন্নতা ৭০
খাবার ৭০
সংযম ৭১
ধূমপান না করা ৭৩
টানা রশিতে হাঁটা ৭৩
প্রতিবন্ধী স্কাউটিং ৭৪

৩. হাতের কাজ ও দক্ষতা ৭৫
হাতের কাজ ও শখ ৭৫
পাইওনিয়ারিং-প্রথম পদক্ষেপ ৭৬
পারদর্শিতা ব্যাজ ৭৬
বুদ্ধিমত্তা ৭৮
আত্মপ্রকাশ ৭৫
শখ থেকে পেশা ৮১
স্কাউটমাস্টারের ভূমিকা ৮১
চাকরি ৮২

৪. অপরের প্রতি সেবা ৮৩
স্বার্থপরতা ৮৩
স্বার্থপরতা নির্মূল ৮৪
সমাজের সেবা ৮৫
ভবিষ্যতের ফল ৮৬

উপসংহার ৮৭

১৯১৪ সালের অগাস্ট মাসে কোপেনহেগেনে অনুষ্ঠিত দ্বিবার্ষিক আন্তর্জাতিক স্কাউট কনফারেন্সে

গৃহীত সিদ্ধান্ত

বয় স্কাউট আন্তর্জাতিক কনফারেন্স ঘোষণা করছে যে, বয় স্কাউট আন্দোলন হচ্ছে জাতীয়, আন্তর্জাতিক ও সর্বজনীন বৈশিষ্ট্যের আন্দোলন। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে প্রত্যেক জাতি ও সারা বিশ্বকে শারীরিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিকভাবে সমর্থ যুবসমাজ দিয়ে সমৃদ্ধ করা।

এটা জাতীয়, এর লক্ষ্য জাতীয় সংগঠনের মাধ্যমে উপকারী ও স্বাস্থ্যবান নাগরিক গড়ে তোলা।

এটা আন্তর্জাতিক, এটা স্কাউট বন্ধুত্বের মধ্যে কোনো জাতিগত বাধা অনুমোদন করে না।

এটা সর্বজনীন, এতে প্রত্যেক জাতি, শ্রেণী ও ধর্ম নির্বিশেষে সকল স্কাউটের মধ্যে সর্বজনীন ভ্রাতৃত্বের ওপর জোর দেয়। স্কাউট আন্দোলনের দুর্বল হওয়ার কোনো প্রবণতা নেই, বরং অপরপক্ষে ব্যক্তিগত ধর্মীয় বিশ্বাসকে শক্তিশালী করে। স্কাউট আইন আশা করে যে, প্রত্যেক স্কাউট সত্যিকারভাবে ও আন্তরিকতার সঙ্গে তার নিজ ধর্ম পালন করবে এবং আন্দোলনের নীতি হল মিশ্র জনসমাবেশে কোনো রকম সাম্প্রদায়িক প্রচারণা চালানো নিষেধ।

বিশ্বভ্রাতৃত্ব সংস্করণের ভূমিকা

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের কিছু আগে ব্যাডেন পাওয়েল স্কাউটমাস্টারদের জন্য একটি পাঠক্রম প্রণয়ন করেন এবং তা নিয়ে একটি প্রশিক্ষণ কর্মসূচির আয়োজন করেন। এ কাজে নিজের সুবিধার জন্য তিনি স্কাউটিংয়ের মাধ্যমে বালকদের প্রশিক্ষণের লক্ষ্যে অনেকগুলো লেখা তৈরি করেন। যুদ্ধের পরে সেসব লেখা বই আকারে প্রকাশের জন্য তাঁকে পরামর্শ দেওয়া হয়। তিনি যুদ্ধ থেকে লাভ করা অভিজ্ঞতার আলোকে লেখাগুলো পরিমার্জনা করলেন। কারণ যুদ্ধটা ছিল অনেক দিক থেকে স্কাউট প্রশিক্ষণের পরীক্ষা। ফলে ১৯২০ সালে প্রকাশিত হল 'এইডস টু স্কাউটমাস্টারশিপ' বইটি।

একই বছরে বিশ্ব স্কাউট ভ্রাতৃত্বের প্রবর্তন ও সম্প্রসারণের জন্য লন্ডনে প্রথম বিশ্ব স্কাউট জাম্বুরি অনুষ্ঠিত হয়। সেই জাম্বুরিতেই ব্যাডেন পাওয়েল স্বতঃস্ফূর্তভাবে বিশ্বের 'প্রধান স্কাউট' ঘোষিত হন। তাঁর পাওয়া অন্য সকল সম্মাননার চেয়ে এটা ছিল বেশি সম্মানের।

দশ বছর পরে 'এইডস টু স্কাউটমাস্টারশিপ' পরিমার্জিত সংস্করণ প্রকাশিত হয়। চীফ স্কাউট তাঁর সঙ্গে সহযোগিতা করার জন্য আমাকে আহবান করেন। তখন আমি ছিলাম গিলওয়েল পার্কের শিবির প্রধান। আমার আনন্দময় কর্তব্য ছিল এ বইয়ের উপদেশ ও নির্দেশনাগুলো স্কাউটমাস্টারদের প্রশিক্ষণে বাস্তবায়িত করা। তখন প্রধান স্কাউট ও গিলওয়েল পার্কের মধ্যে একটা ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বিদ্যমান ছিল। ১৯২৯ সালে স্কাউটিংয়ে কামিং অব এজ এবং তৃতীয় বিশ্ব স্কাউট জাম্বুরিতে, যুক্তরাজ্য কর্তৃক প্রধান স্কাউটকে সম্মাননা প্রদান করা হয়। আন্তর্জাতিক বয় স্কাউট কনফারেন্সের সুপারিশ অনুসারে তিনি লর্ড ব্যাডেন পাওয়েল অব গিলওয়েল' উপাধি গ্রহণ করেন। তখন থেকে গিলওয়েল পার্ক আন্তর্জাতিক স্কাউট প্রশিক্ষণ কেন্দ্র হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে। কমিটির সদস্যগণ এবং প্রধান স্কাউট নিজে বিশ্ব স্কাউট ভ্রাতৃত্বের জন্য এই রাজকীয় স্বীকৃতি প্রত্যাশা করেছিলেন।

উভয় সংস্করণের প্রধান বিষয়গুলো প্রধান স্কাউট কর্তৃক উদ্ভাবিত একটি তালিকা ভিত্তি করে রূপ দেওয়া হয়েছে। এতে নাগরিকত্বের গুণাবলি ও স্কাউটিং কার্যাবলি বিশ্লেষণ করা হয়েছে। অভ্যাসবশত ব্যাডেন পাওয়েল এসব বিষয় যথাসম্ভব সহজে বোঝার জন্য অনবরত পরিমার্জনা করতেন। এই অব্যাহত পরিমার্জনার একটি ফল ছিল স্কাউট প্রশিক্ষণ পরিকল্পনা বিশ্লেষণকারী তালিকাটি খুবই সহজবোধ্য করা হয়। সেটি তাঁর আত্মজীবনী 'লেসনস ফ্রম দি ভার্সিটি অব লাইফ' গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

'এইডস টু স্কাউটমাস্টারশিপ' বইয়ের বিশ্বভ্রাতৃত্ব সংস্করণে এই বিশ্লেষণ অনুসরণ করা হয়েছে। এর সমন্বয়ের জন্য আগের সংস্করণ দুটোর বিষয়বস্তু কিছুটা পুনর্বিন্যাস করা হয়েছে এবং ব্যাডেন পাওয়েলের অন্যান্য লেখা থেকে কিছু অংশ নিয়ে কয়েকটি অনুচ্ছেদের মাধ্যমে কিছু শূন্যতা পূরণ করা হয়েছে। নতুন সংস্করণের এই প্রয়োজনীয়তা বিবেচনা করে বইটিকে সমকালীন ইংরেজি শিক্ষা ব্যবস্থার প্রেক্ষিতে জাতীয় থেকে আন্তর্জাতিক মানে উন্নীত করা হয়েছে। অবশ্য এর জন্য সাময়িক ও প্রাসঙ্গিক বিষয়ের কোনোটাই বাদ দেওয়া হয়নি। সম্পাদকীয় কাজটি খুবই দক্ষতার সঙ্গে সমাধা করেছেন আমেরিকা বয় স্কাউটের সম্পাদকীয় কর্মকর্তা উইলিয়াম হিলকোর্ট। তাঁর কাজে তিনি বিপির আদর্শকে অধ্যবসায়ে ও সগর্বে অনুসরণ করেছেন।

লেডি ব্যাডেন পাওয়েলের কাছে আমরা বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ, তিনি এই বিশ্বভ্রাতৃত্ব সংস্করণের অনুমতি ও উৎসাহ দান করেছেন। আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, সারা বিশ্ব জুড়ে চাহিদা হল খেলা হিসেবে স্কাউটিংয়ের সহজ ও মূল ধারণায় ফিরে পাক। তাতে বালকেরা বড়দের সামান্যতম সাহায্য ছাড়াই নিজের উন্নয়ন সাধন করতে পারবে। আমরা যারা এর নেতার উঁচুপদে নিজেদের নির্বাচন করেছি আমরা যদি দৈনন্দিন জীবনে এবং আমাদের সকল স্কাউট কাজে বালকদের মনে রাখি, তাহলে আমাদের কাজ আরও ভালভাবে করতে পারব এবং আরও ভাল ফলাফল লাভ করতে পারব।

এই প্রত্যাশা নিয়েই 'এইডস টু স্কাউটমাস্টারশিপ' বইটির বর্তমান সংস্করণ তৈরি করা হল। আমরা আশা করি স্কাউট আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা যেভাবে প্রত্যক্ষ করেছিলেন সেই সত্যিকার স্কাউট চেতনা উদ্দীপ্ত করে তুলবে। আমাদের কামনা যে, সারা বিশ্ব জুড়ে স্কাউটমাস্টারগণকে আমাদের আন্দোলনের উদ্দেশ্য ও পদ্ধতি অনুধাবন করতে এই বইটি সহায়তা করবে।

পরিচালক
আন্তর্জাতিক বয় স্কাউট সংস্থা

প্রথম ভাগ

বালকদের কিভাবে প্রশিক্ষণ দিতে হয়

স্কাউটমাস্টার
বালক
স্কাউটিং

স্কাউটমাস্টার বড়ভাইয়ের মত বালকদের নির্দেশনা দান করেন।

স্কাউটমাস্টার

যাঁরা স্কাউটমাস্টার হতে চান, তাঁদের প্রতি উৎসাহের প্রথম কথা হল, স্কাউটমাস্টার হওয়ার জন্য সবকিছুই জানতে হবে, এমন ভুল ধারণার সঙ্গে আমি ভিন্নমত পোষণ করি। আসলে ব্যাপারটা তেমন কিছুই নয়।

স্কাউটমাস্টারকে হতে হবে বালকের মত মন নিয়ে সাধারণ একজন মানুষ। অর্থাৎ—

১. তাঁর মধ্যে অবশ্যই থাকবে বালকসুলভ অনুভূতি। তাঁকে প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে নিজকে অবশ্যই বালকদের মধ্যে সমপর্যায়ে জায়গা করে নিতে হবে।

২. তাঁকে অবশ্যই বালক জীবনের বিভিন্ন বয়সের চাহিদা, দৃষ্টিভঙ্গি ও আশা-আকাঙ্ক্ষা অনুধাবন করতে হবে।

৩. তিনি দলীয়ভাবে আচরণ না করে প্রত্যেক বালকের সঙ্গে অবশ্যই আলাদা আলাদাভাবে আচরণ করবেন।

৪. সর্বোত্তম ফললাভের জন্য তিনি প্রত্যেক বালকের মধ্যে যৌথ সহযোগিতায় উদ্বুদ্ধ করার চেষ্টা করবেন। প্রথম বিষয়টির ব্যাপারে স্কাউটমাস্টারকে স্কুলমাস্টারও হতে হবে না, কর্মকর্তাও হতে হবে না, ধর্মনেতা বা দীক্ষাদাতাও হওয়ার দরকার নেই। যা দরকার তা হল, মুক্তাঙ্গনের আনন্দ উপভোগের যোগ্যতা, বালকদের আশা-আকাঙ্ক্ষার জগতে অনুপ্রবেশ এবং অপর লোকজনকে খুঁজে বের করা—যাঁরা বালকদের ইচ্ছার জগতের নির্দেশনা দান করবেন। সে কাজ হতে পারে সংকেত দান বা অংকন, প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ বা অভিযাত্রা।

স্কাউটমাস্টারকে বড়ভাইয়ের সমপর্যায়ে স্থান গ্রহণ করতে হবে। অর্থাৎ, তাঁকে বিভিন্ন বিষয় দেখতে হবে বালকের দৃষ্টিতে। সঠিক পথে বালককে পরিচালনা করতে হবে এবং নির্দেশনা আর উৎসাহ প্রদান করতে হবে। সত্যিকারের বড় ভাইয়ের মত তাঁকে পারিবারিক ঐতিহ্যের অনুধাবন করতে হবে এবং লক্ষ রাখতে হবে যাতে তা রক্ষিত হয়। প্রয়োজনবোধে তাঁকে দৃঢ়তা দেখাতে হবে। এটাই সবকিছু। এই আন্দোলন আনন্দময় ভ্রাতৃত্ববোধ, এখানে সবকিছুই আনন্দের। কারণ, স্কাউটিংয়ের যে খেলা আপনি খেলছেন তাতে অপরের জন্য অনেক বড়কিছু করছেন। আপনি স্বার্থপরতা বিকাশের বিরুদ্ধে লড়াই করছেন।

দ্বিতীয় বিষয়টি সম্পর্কে অনেক বইপত্র আছে, যেখানে কিশোর জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ের আলোচনা আছে।

তৃতীয়ত, স্কাউটমাস্টারের কাজ। এটাই খুব কৌতূহলের বিষয়। এতে আছে প্রত্যেক বালককে আকর্ষণ করে এনে তার মধ্যে কি আছে তা খুঁজে বের করা। তারপর তার মধ্যে ভাল যাকিছু পাওয়া যায় তার বিকাশ সাধন করা এবং মন্দ যাকিছু তা বের করে দেওয়া। সবচেয়ে মন্দ চরিত্রের মধ্যেও শতকরা পাঁচ ভাগ ভাল কিছু থাকে। এটা খুঁজে বের করাই আনন্দের। তারপর তাকে শতকরা আশি বা নব্বই ভাগে উন্নীত করা। এটাই কিশোর মনের জন্য নির্দেশনার পরিবর্তে শিক্ষা।

চতুর্থত, স্কাউট প্রশিক্ষণে উপদল বা দল পদ্ধতিতে ব্যক্তিগত শিক্ষার সম্মিলিত প্রকাশ ঘটে। সকল বালকের মধ্যেই এ শিক্ষার অভ্যাস গড়ে ওঠে।

উপদল পদ্ধতি যদি সঠিকভাবে প্রয়োগ করা যায় তাহলে তার মধ্যে উত্তম চরিত্র গঠনের গুরুত্ব ফুটে ওঠে। এতে প্রত্যেক বালক লক্ষ করে যে উপদলের মঙ্গলের জন্য তার ব্যক্তিগত দায়দায়িত্ব রয়েছে। এতে প্রত্যেক উপদল তার দলের প্রতি কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন হয়। এভাবে স্কাউটমাস্টার স্কাউটদের মধ্যে কেবল নির্দেশনাই পৌছান না, বরং নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গিরও বিকাশ ঘটান। এর মাধ্যমেই স্কাউটেরা নিজেরাই ক্রমান্বয়ে জানতে পারে যে, তাদের দলের কাজের ব্যাপারে তাদেরও বেশ কিছু বলার আছে। এই উপদল পদ্ধতির মাধ্যমে দল ও তার সকল স্কাউটের মধ্যে প্রকৃত সহযোগিতা গড়ে ওঠে।

স্কাউটমাস্টারের কর্তব্য

বালকেরা তাদের প্রশিক্ষণের সাফল্যের জন্য বহুলাংশে স্কাউটমাস্টারের নিজের ব্যক্তিগত উদাহরণের ওপর নির্ভর করে। বালকদের কাছে নেতা বা বড়ভাই হয়ে ওঠা সহজ ব্যাপার। আমাদের ধারণা সঙ্গত যে, যখন আমরা বড় হয়ে উঠি তখন ভুলে যাই যে বালকদের নেতার প্রতি কেমন শ্রদ্ধা বিরাজমান ছিল। স্কাউটমাস্টার যখন শ্রদ্ধেয় নেতা হিসেবে দলের বালকদের কাছে বিবেচিত হন তখন তাদের উন্নয়নের চাবিকাঠি তাঁর হাতে আসে। কিন্তু সেই সঙ্গে তিনি নিজের ওপর মহান দায়িত্ব আনয়ন করেন। বালকেরা তখন তাঁর চরিত্রের ছোটখাট ভালমন্দ দিকও খুব দ্রুত বুঝে ফেলতে পারে। তাঁর আচার আচরণ তারা অনুসরণ করে, তিনি যে পরিমাণ সৌজন্য দেখান, তাঁর বিরক্তি, তাঁর উৎফুল্ল মনোভাব অথবা তাঁর অধৈর্যের ভ্রূকুটি, আত্ম-শৃঙ্খলা অথবা তাঁর সাময়িক নৈতিক ত্রুটি-সবই যে কেবল তারা লক্ষ করে তা নয়, তারা তা অনুসরণও করে।

অতএব, স্কাউট আইন ও আনুষঙ্গিক বিষয়গুলো যদি স্কাউটদের দিয়ে অনুসরণ করাতে চান তাহলে স্কাউটমাস্টার খুব সতর্কতার সঙ্গে তাঁর নিজ জীবনের সকল ক্ষেত্রে এসবের বাস্তবায়ন করবেন। বালকেরা খুব কমই নির্দেশনার কথা অনুসরণ করে, বরং তাঁর দৃষ্টান্ত অনুকরণ করে বেশি।

স্কাউটমাস্টারের কাজ হল গলফ খেলার মত। আপনি যদি 'চাপ' প্রয়োগ করেন তাতে কোনো ফল লাভ হয় না। হালকাভাবে দোলা দিলেই তা লাভ হতে পারে। কিন্তু আপনাকে দোলা দিতেই হবে। এক জায়গায় স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকায় কোনো লাভ নেই। ব্যাপারটা এদিক বা ওদিক, হয় এগিয়ে যান নয় ঢিলা দিন। চলুন আমরা এগিয়ে যাই-হাসিমুখে।

আন্দোলনের প্রতি আনুগত্য

স্কাউটমাস্টারকে মনে রাখতে হবে, বালকদের প্রতি তাঁর কর্তব্যের বাইরেও সামগ্রিকভাবে আন্দোলনের প্রতি তাঁর দায়িত্ব রয়েছে। উত্তম নাগরিক হিসেবে বালকদের গড়ে তোলার পেছনে আমাদের কিছুটা লক্ষ্য দেশের কল্যাণ। তাতে পৌরুষদীপ্ত বিশ্বাসী নাগরিকের জাতি গড়ে উঠবে যারা নিজেদের মধ্যে থাকবে সৌহার্দ্যপূর্ণ ও একতাবদ্ধ এবং বাইরে পূর্ণ থাকবে প্রতিবেশীদের সঙ্গে শান্তির সম্পর্কযুক্ত।

আত্মত্যাগ ও শৃঙ্খলা শিক্ষাদানের জন্য নিজেদের দৃষ্টান্ত স্থাপনের মাধ্যমে দায়িত্ব গ্রহণ করে স্কাউটমাস্টারেরা অবশ্যই ক্ষুদ্র স্বার্থের উর্ধ্বে উঠবেন এবং সামগ্রিক নীতি নির্ধারণে ব্যক্তিগত দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশের ব্যাপারে অবশ্যই উদার মনের অধিকারী হবেন। তাঁরা বালকদের শিক্ষা দেবেন নিয়মতান্ত্রিক ভূমিকা পালনের জন্য। তাঁদের অবস্থান হবে দেয়ালের একেকটি ইটের মত। স্কাউটমাস্টারেরা নিজেদের দৃষ্টান্ত দিয়ে তা

শেখাবেন। প্রত্যেকের কাজের নির্দিষ্ট ক্ষেত্র বরাদ্দ করা আছে। সেক্ষেত্রে যত বেশি মনোযোগ দেওয়া হবে তাঁর স্কাউটেরা তাঁর প্রশিক্ষণে তত সফল হবে। আন্দোলনের উচ্চতর লক্ষ্যের দিকে তাকাতে পারলেই কেবল তা সম্ভব। এখনকার অবস্থা বিবেচনা করেই সে অনুপাতে দশ বছর পরের পরিস্থিতি ভাবতে হবে।

কোনো লোক নিজের বিবেক দিয়ে প্রয়োজনীয় কাজটি করতে না পারলে তার সঠিক কাজটি হবে সরাসরি তাঁর কমিশনার বা প্রধান কার্যালয়কে অবহিত করা। তাঁর সমস্যার সমাধান না হলে তিনি দায়িত্ব ছেড়ে দিতে পারেন। চোখ খোলা রেখেই তিনি প্রথম কাজে জড়িত হন। পরে তিনি যদি দেখেন যে ব্যাপারটি তাঁর অনুকূলে নয়, তখন তা তাঁর কাছে সঠিক বলে বিবেচিত হয় না। তখন তিনি অভিযোগ করেন যে, এটা নির্বাহী কর্মকর্তাদের ত্রুটি।

সৌভাগ্যবশত, আমাদের আন্দোলনের বিকেন্দ্রীকরণ ও স্থানীয় কর্তৃপক্ষকে স্বাধীনভাবে চলার সুযোগ দেওয়ায় আমরা লালফিতার দৌরাত্ম্য থেকে রেহাই পেতে পারি, যা অন্যান্য বহু সংগঠনের জন্যও অভিযোগের কারণ হয়ে ওঠে।

আমরা আরও ভাগ্যবান যে, আমরা এমন একদল স্কাউটমাস্টার পাচ্ছি, যাঁরা সামগ্রিকভাবে তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গি এবং আন্দোলনের প্রতি তাঁদের আনুগত্যের ব্যাপারে উদার মনোভাবের অধিকারী।

স্কাউটমাস্টারের পুরস্কার

একবার এক লোক নিজেকে দুনিয়ার সবচেয়ে সুখী মানুষ বলে আমার কাছে বড়াই করছিলেন। আমি তাঁকে একজনের কথা বলতে বাধ্য হলাম, যিনি এর চেয়েও সুখী। সে মানুষটি আমি নিজে।

আপনি ভাববেন না, আমাদের এই দুজনের কেউই এই সুখ অর্জনের জন্য কোনো বাধার সম্মুখীন হই নি। বরং তা ছিল উল্টো। সাফল্যের সঙ্গে বিপদাপদ মোকাবেলার মধ্যে আছে পরিতৃপ্তি। বিপদের জ্বালা-যন্ত্রণাই সেসব উত্তরণের আনন্দকে পরিপূর্ণতা দান করে।

আপনি আশা করবেন না যে, আপনার জীবন হবে ফুল বিছানো। এমন হলে সেখানে কৌতুক করার কিছু নেই।

তাই স্কাউটদের নিয়ে কাজ করার সময় আপনি নিশ্চয়ই নৈরাশ্য আর অসুবিধার সম্মুখীন হবেন। ধৈর্যশীল হন। ধৈর্য ধারণ না করে মাদকাসক্তি বা অন্যায়ের মাধ্যমে কাজ করতে গিয়ে অনেকেই তাদের কাজ বা জীবন ধ্বংস করে ফেলেছে। আপনাকে যন্ত্রণাদায়ক সমালোচনা আর লালফিতার বন্ধনের মুখে ধৈর্য ধারণ করতে হবে। আপনার পুরস্কার অবশ্যই আসবে।

আত্মস্বার্থ বিসর্জন দিয়ে নিজ দায়িত্ব পালন এবং বালকদের চরিত্র উন্নয়নের মধ্যে যে তৃপ্তি আছে, তা তাঁদের দেয় জীবনের ভিন্ন মর্যাদা। এতে যে পুরস্কার লাভ

হয়, তা লিখে বোঝানো যায় না। আমাদের যুবসমাজকে দ্রুত ধ্বংস করে দিতে পারে এমন মন্দ কাজ প্রতিরোধ করার জন্য যদি কেউ দায়িত্ব গ্রহণ করেন, তাহলে তাঁর অবস্থান যা-ই হোক না কেন, তিনি তাঁর দেশের জন্য কিছু করতে পেরেছেন বলে পরিতৃপ্তি লাভ করবেন।

এই চেতনায় স্কাউটমাস্টার ও কমিশনার, কমিটি সদস্য, শিক্ষাদাতা, সংগঠক ও কার্যনির্বাহী সচিব-এক কথায় যাঁদের 'স্কাউটার' বলা হয়—তাঁরা সবাই স্কাউট আন্দোলনে কাজ করে থাকেন।

সংগঠন ও স্কাউট আন্দোলন সম্প্রসারণের কৃতিত্ব এ স্বেচ্ছাসেবী কর্মীবাহিনীর। অধিকাংশ জাতির মধ্যে তা অস্পষ্ট থাকলেও, এখানেই নিহিত আছে দেশপ্রেমের চেতনার উল্লেখযোগ্য সাক্ষ্য। এইসব মানুষ কোনো পুরস্কার বা প্রশংসার আশা না করে বালকদের প্রশিক্ষণ, সংগঠনের কাজে সময় ও শক্তি ব্যয় করছেন, অনেকে নিজের অর্থও ব্যয় করে থাকেন। তাঁরা তাঁদের দেশ ও বালকদের প্রতি ভালবাসার জন্যই এসব করেন।

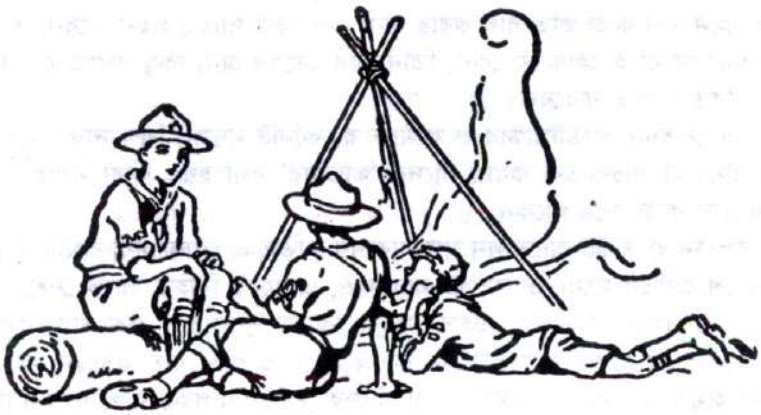

স্কাউট পরিবারের সদস্য : কাব স্কাউট, বয় স্কাউট ও রোভার স্কাউট

বালক

আপনার বালকদের প্রশিক্ষণে সাফল্যের দিকে প্রথম পদক্ষেপ হল, বালকদের সম্পর্কে সাধারণভাবে কিছু জানা এবং তারপর বিশেষ বালক সম্পর্কে অবহিত হওয়া।

ড. সেলিবে লন্ডনে নৈতিক সমিতিতে এক ভাষণে বলেছিলেন, 'সফল শিক্ষকের জন্য প্রথম প্রয়োজন বালকের স্বভাব সম্পর্কে জ্ঞান। বালক বা বালিকা পুরুষ বা মহিলার ছোট সংস্করণ নয়। শিক্ষক লিখতে পারেন এমন এক টুকরা সাদা কাগজও নয়। বরং প্রত্যেক শিশুর নিজের বিশেষ কৌতূহল আছে, আছে তার অনভিজ্ঞতা, মনের কুশলী সহায়তা, উৎসাহ প্রদান এবং গঠন, সংশোধন এমনকি প্রয়োজনবোধে শাসন করে রাখা।'

তবে আপনি যখন নিজে ছোট ছিলেন তখন আপনার ধ্যানধারণা কেমন ছিল, তা যতদূর সম্ভব মনে করতে পারাই উত্তম। এতে তাদের অনুভূতি ও আশা আকাঙ্ক্ষা সম্পর্কে অনেক ভাল বুঝতে পারবেন।

বালকের নিম্নলিখিত গুণাবলি বিবেচনার বিষয় হতে পারে ঃ

রসবোধ ঃ প্রত্যেক বালক যে স্বভাবতই রসিকতাপ্রিয় একথা অবশ্যই মনে রাখতে হবে। এর একটা হালকা দিক থাকতে পারে, কিন্তু সে সবসময় কৌতুকের প্রশংসা করে এবং কোনো বিষয়ের হাস্যকর দিকটি দেখে। বালকদের সঙ্গে কাজ করে এমন কর্মীকে এটা তার কাজের আনন্দময় ও উজ্জ্বল দিকটি দেখিয়ে দেয়। সে যদি বালকদের সঙ্গে কৌতুকে অংশগ্রহণ করে তাহলে সে শিক্ষকের বদলে উৎফুল্ল সহচর হয়ে উঠতে পারে।

সাহস ঃ সাধারণ বালক মোটামুটি নিজেকে চালিয়ে নিতে পারে। সে প্রকৃতিগতভাবে অসন্তুষ্ট নয়। তবে যখন তার মধ্যে আত্মসম্মান থাকে না এবং যখন সে অসন্তুষ্ট লোকদের দলে পড়ে যায় তখন সেও তা হতে পারে।

আস্থা ঃ সাধারণত কোনো বালক তার নিজের শক্তির ওপর পুরোপুরি আস্থাবান থাকে। তাই তাকে শিশুর মত ব্যবহার করা, কাজ করতে বলা বা কিভাবে করতে হবে তা নির্দেশ করা সে পছন্দ করে না। অনেক সময় সে নিজেই চেষ্টা করবে। এতে সে বিপর্যয়ের দিকে নিয়ে যেতে পারে। কিন্তু এই ভুল করার জন্যই কোনো অভিজ্ঞতা লাভ করে এবং তার চরিত্র গঠন করতে পারে।

তীক্ষ্ণতা ঃ সাধারণ কোনো বালক সুইয়ের মত ধারালো থাকে। তাকে পর্যবেক্ষণ, কোনো বিষয় লক্ষ করে তার অর্থ বের করা এবং আনুষঙ্গিক বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া সহজ কাজ।

উত্তেজনার প্রতি অনুরাগ ঃ শহুরে বালক সাধারণত তার গ্রামীণ ভাইদের চেয়ে শহরের দৃশ্য দেখে কম উত্তেজিত হয়। সেসব দৃশ্য হতে পারে 'দমকল বাহিনীর গাড়ির ছুটে চলা' অথবা 'দুই প্রতিবেশীর মধ্যে ঝগড়া'। সে পরিবর্তন পছন্দ করে বলে কোনো কাজে এক বা দুমাসের বেশি লেগে থাকতে পারে না।

প্রতিক্রিয়াশীলতা ঃ যখন কোনো বালক দেখে যে, কেউ তার প্রতি খুব আগ্রহ দেখাচ্ছে তখন সে তার প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে এবং তাকে অনুসরণ করে। এখান থেকে স্কাউটমাস্টারকে সাহায্য করার জন্য প্রবল শক্তি হিসেবে ভক্তি প্রদর্শন শুরু হয়।

আনুগত্য ঃ বালক চরিত্রের এই বৈশিষ্ট্য অবশ্যই সীমাহীন আশার প্রেরণা দেয়। বালকেরা সাধারণত পরস্পরের অনুগত বন্ধু হয়ে থাকে এবং এতে কোনো বালকের মধ্যে অনেকটা প্রকৃতিগতভাবে বন্ধুত্বের ভাব আসে। এটা অন্যতম কর্তব্য বলে সে বোঝে। বাইরের দিক থেকে তাকে স্বার্থপর মনে হতে পারে, কিন্তু সাধারণ নিয়ম অনুসারে সে আড়ালে পরের জন্য সাহায্য করতে খুবই ইচ্ছুক। সেখানেই আমাদের স্কাউট প্রশিক্ষণের কাজ করার উত্তম ক্ষেত্র।

কেউ যদি বালকদের এসব গুণ বিবেচনা ও পর্যালোচনা করেন তাহলে তিনি তাদের নানাধরনের রুচির প্রেক্ষিতে প্রশিক্ষণ দানে ভাল অবস্থানে থাকবেন। এ ধরনের পর্যালোচনা প্রশিক্ষণকে সফল করার জন্য প্রথম পদক্ষেপ। আনন্দের বিষয়, আমি মাত্র এক সপ্তাহে বিভিন্ন কেন্দ্রের তিনজন বালকের সান্নিধ্যে এসেছিলাম। আমাকে জানানো হয়েছিল, স্কাউটিংয়ের প্রভাবে আসার আগে তারা ছিল তারুণ্য ও গুণ্ডামির পটভূমিকায় সংশোধনের অযোগ্য। তাদের নিজ নিজ স্কাউটমাস্টার প্রতিটি ক্ষেত্রে ভাল দিকগুলো খুঁজে বের করে খারাপ দিকগুলোকে নিচে চাপা দিয়েছেন। এ খারাপ দিকগুলো দূর হওয়ায় বালকদের বিশেষ মানসিকতার উপযুক্ত কাজে নিয়োজিত করা হল। এই তিনজন এখন বেশ বড়সড় বালক ; তাদের প্রত্যেকেই বিস্ময়কর কাজ করছে। তারা পুরানো স্বভাব থেকে সম্পূর্ণ বদলে গিয়ে এখন চরিত্রবান হয়ে উঠেছে। এই একটিমাত্র সাফল্যের জন্য দল গঠনের পরিশ্রম সার্থক হয়ে ওঠে।

মি. ক্যাসন 'শিক্ষক জগৎ' সাময়িকীতে প্রকৃতির জটিল নিদর্শন এই বালক সম্পর্কে লিখেছেন ;

'আমি আমার নিজের অভিজ্ঞতা যাচাই করে বলব যে, বালকদের নিজের একটা জগৎ আছে। এ জগৎ তারা নিজেরাই তৈরি করেছে। এ জগতে কোনো শিক্ষক বা পুস্তক

প্রবেশ করে নি। বালকের জগতে নিজের ঘটনাবলি, মান, নীতি, গালগল্প ও জনমত বিরাজমান। 'বালকেরা শিক্ষক ও পিতামাতা ছাড়াও নিজেদের জগতের প্রতি অনুগত

মনে রাখতে হবে যে, বালক স্কাউট দলে যোগ দিয়ে ঠিকভাবে স্কাউটিং শুরু করতে চায়। তাই শুরুতেই প্রাথমিক ব্যাখ্যার নামে তার আগ্রহে বাধা দিবেন না। খেলাধুলা ও স্কাউট কার্যাবলির মাধ্যমে তার চাহিদা মিটান এবং প্রাথমিক ব্যাখ্যা না দিয়ে ধীরে ধীরে তাকে এগিয়ে নিয়ে যান।

থাকে। তারা তাদের নিজেদের নীতি মেনে চলে। এ নীতি যদিও বাড়ি বা বিদ্যালয়ের শ্রেণীকক্ষে শেখানো নীতি থেকে আলাদা। তারা পারলে নিজেদের নীতির কাছে মিথ্যা বিবেচিত হওয়ার চেয়ে বুঝতে অক্ষম বয়স্কদের হাতে শহীদ হতে খুশি।

'উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, শিক্ষকের নীতি নীরবতা, নিরাপত্তা ও শালীনতার পক্ষে থাকে। বালকদের নীতি হল সম্পূর্ণভাবে বিপরীত। সেটা কোলাহল, ঝুঁকি ও উত্তেজনার পক্ষে।'

'কৌতুক, ঝগড়া আর খাওয়া—এই তিনটি হল বালকের জগতের অপরিহার্য বিষয়। এগুলো হল মৌলিক বিষয়। এগুলো সম্পর্কেই বালকদের আগ্রহ বেশি এবং এগুলো শিক্ষক বা পাঠ্য বইয়ের সঙ্গে সম্পৃক্ত নয়।'

বালকের রাজ্যের জনমত অনুসারে ঘরের টেবিলে দৈনিক চার ঘণ্টা বসে থাকা সময় ও দিনের আলোর মারাত্মক অপচয়। কেউ কি কোনো বালককে—বিশেষত স্বাভাবিক স্বাস্থ্যবান বালককে জানেন যে তার পিতার কাছে একটি টেবিল কেনার প্রার্থনা জানিয়েছে? অথবা কেউ কি কখনও এমন বালককে জেনেছেন, যে বাইরে যাওয়ার জন্য পাগল, সে বৈঠকখানায় বসে থাকার অনুমতি লাভের জন্য মায়ের কাছে ধর্ণা দেয়?

'নিশ্চয়ই না। বালক টেবিলে বসে থাকার জীব নয়। সে ঘরে বসে থাকার প্রাণীও নয়। সে শান্তিবাদীও নয়, আবার 'নিরাপত্তাই প্রথম' এমতে বিশ্বাসী নয়। সে বইয়ের পোকা যেমন নয়, তেমনি দার্শনিকও নয়। 'সে একজন বালক। বিধাতা তাকে আশীর্বাদ করুন। তার মধ্যে কানায় কানায় ভরা আছে কৌতুক, লড়াই, ক্ষুধা, বেপরোয়া ঝঞ্ঝাট, গোলমাল, পর্যবেক্ষণ আর উত্তেজনা। এসব না থাকলে সে হবে অস্বাভাবিক প্রকৃতির।

'শিক্ষকদের নীতি আর ছেলেমেয়েদের নীতির মধ্যে একটা লড়াই চলতে দিন। এতে বালকেরা অতীতের মত ভবিষ্যতেও জিতবে।

'কেউ কেউ হয়ত আত্মসমর্পণ করে বৃত্তিলাভের সুযোগ নেবে। কিন্তু বেশির ভাগই বিদ্রোহের ওপর জোর দেবে এবং তারাই জাতির সবচেয়ে সমর্থ ও মহৎ মানুষ হিসেবে বড় হয়ে উঠবে।

'ইতিহাসের বিষয় হিসেবে একথা কি সত্য নয় যে, হাজার পণ্যের আবিষ্কারের অধিকারী এডিশনকে তাঁর স্কুল শিক্ষক 'খুব বেশি বোকা বলে শিক্ষাদানের অযোগ্য' মন্তব্য করে বাড়িতে ফেরত পাঠিয়েছিলেন।

'একথা কি সত্য নয়, বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের প্রতিষ্ঠাতা নিউটন ও ডারউইন উভয়েই তাঁদের স্কুল শিক্ষক কর্তৃক বুদ্ধিহীন বলে বিবেচিত হয়েছিলেন।

'এমন শত শত উদাহরণ কি পাওয়া যায় না, যেখানে শ্রেণীকক্ষের অকর্মণ্য বালক পরবর্তী জীবনে উপকারী ও খ্যাতিমান মানুষে পরিণত হয়েছে ? এ থেকে কি এ কথা প্রমাণিত হয় না যে, বর্তমান শিক্ষা পদ্ধতি বালকদের প্রবণতার বিকাশে ব্যর্থ হয়েছে ?

'বালকদের প্রতি কি বালকদের মত আচরণ করা সম্ভব নয় ? আমরা কি ব্যাকরণ, ইতিহাস, ভূগোল ও গণিতকে বালকদের জগতের প্রয়োজন অনুসারে রূপান্তর করতে পারি না ? আমরা কি পারি না আমাদের বয়স্কদের জ্ঞান বাল্যকালের ভাষায় ব্যাখ্যা করতে ?

'আসলে নিজের বিচারনীতি, অভিজ্ঞতা ও অভিযাত্রার সংরক্ষণের ব্যাপারে বালকরাই কি সঠিক নয় ?

'যেভাবে তার করা উচিত, সে কি সেভাবেই শেখার আগে কাজ শুরু করে দেয় না ? সে কি আসলেই একজন বিস্ময়কর ক্ষুদে কর্মী নয়, যে বুদ্ধিমান নেতৃত্বের অভাবে নিজে নিজেই কাজ করে ফেলে ?

'এ ব্যাপারে কি আরও ভাল হয় না, যদি শিক্ষকগণ কিছু সময়ের জন্য ছাত্র হয়ে যান এবং তাঁরা তাঁদের চমৎকার বাল্যজীবনের পর্যালোচনা করেন যা এখন তাঁরা অন্যরকম করে উপস্থাপন বা চাপা দিতে মিছামিছি চেষ্টা করছেন।

'স্রোত যখন তার সঠিক পথেই চলছে, তখন কেন সে স্রোতকে ঠেলে রাখা ?

'আমাদের ভুল পদ্ধতিকে কি এখন সত্যের সঙ্গে সমন্বিত করার সময় নয় ? বাল্যকালের বিস্ময়কর শক্তি, সাহস ও উদ্যোগের মধ্যে আনন্দের পরিবর্তে কেন আমরা জোর করে বেদনার সুরে বলব, বালকেরা বালকই হয়ে থাকবে ? একজন সত্যিকার শিক্ষকের কাছে সমাজসেবার পথে বালকদের স্বভাবের বন্য শক্তিকে আনন্দের সঙ্গে পরিচালিত করার চেয়ে কোন কাজ বেশি মহৎ ও উপযোগী বিবেচিত হতে পারে ?'

পরিবেশ ও লোভ

আমি যেমন বলেছি, সাফল্যের প্রথম পদক্ষেপ হল বালককে জানা, তেমনি দ্বিতীয় পদক্ষেপ হল তার বাসস্থানকে জানা। আপনি যখনই জানবেন, স্কাউটদের কাছ থেকে বালকটি দূরে অবস্থান করার সময় কোন পরিবেশে সে থাকে, তখনই আপনি যথার্থই বলতে পারবেন কি ধরনের প্রভাব তার ওপর ফেলতে হবে।

যেখানে বালকের পিতামাতার সহানুভূতি ও সমর্থন লাভ করা যায়, যেখানে স্কাউট দলের কাজ ও স্কাউট আন্দোলনের লক্ষ্যের প্রতি পুরাপুরি অংশগ্রহণের মাধ্যমে পিতামাতা জড়িত হন, সেখানে স্কাউটমাস্টারের দায়িত্ব তুলনামূলকভাবে হালকা হয়ে যায়।

মাঝে মধ্যে বাড়ির কিছু প্রতিকূল প্রভাব কাটিয়ে উঠতে হয়। এর বাইরে বালকের জন্য আরও কিছু প্রলোভন থাকে, যা মোকাবেলা করার জন্য বালকের প্রশিক্ষককে অবশ্যই তৈরি থাকতে হয়। কিন্তু তিনি যদি আগেই সাবধান থাকেন, তাহলে বালকের ওপর তাঁর প্রভাব কার্যকর না হওয়ার কোনো কারণ হয়ত বের করতে পারবেন। এভাবেই তাদের চরিত্র সর্বোত্তম উপায়ে গড়ে উঠতে পারে।

অন্যতম শক্তিশালী লোভ হল চলচ্চিত্র। বালকদের আকর্ষণ করার মত প্রচুর বৈশিষ্ট্য চলচ্চিত্রের রয়েছে। কিছু লোক এটা বন্ধ করার জন্য অনবরত মাথা খাটাচ্ছে। কিন্তু এটা বন্ধ করা সবার অভিপ্রেত হলেও তা বন্ধ করা খুবই কঠিন। বরং আমাদের স্বার্থে ছায়াছবিকে সবচেয়ে সুবিধামত কাজে কিভাবে লাগানো যায়, সেটাই দেখার বিষয়। কারও স্বার্থে কোনো সমস্যা মোকাবেলার জন্য চলচ্চিত্রকে এদিক ওদিক করার নীতির ভিত্তিতে আমাদের দেখতে হবে চলচ্চিত্রের কোনো মূল্য আছে কিনা। তারপর বালকদের প্রশিক্ষণের জন্য তা কাজে লাগানো উচিত। এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, যদি ঠিকমত তত্ত্বাবধান করা না হয়, তাহলে সে পরামর্শ হবে মন্দের জন্য জোরালো উপকরণ। কিন্তু ঠিকমত যাচাই নিশ্চিত করার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে এবং অনবরত তা চলতে থাকবে। তবে এটা যেমন অমঙ্গলের কারণ হতে পারে, তেমনি মঙ্গলের কারণও হতে পারে। এখন প্রাকৃতিক ইতিহাস ও প্রকৃতি পর্যবেক্ষণের ওপর ছায়াছবি রয়েছে। এগুলো প্রকৃতির বিবর্তন সম্পর্কে শিশুকে তার নিজের পর্যবেক্ষণের চেয়ে অনেক উন্নত ধারণা দিতে পারে। সেটা অবশ্যই সে বিষয়ের ওপর যেকোনো পাঠের চেয়ে অনেক বেশি ভাল। চোখে দেখেও ইতিহাস শিক্ষা দেওয়া যায়। দুঃখ ও বীরত্বের অনেক ধরনের নাটক আছে। আরও আছে আসল কৌতুক, রঙ্গরস ও হাস্যরসের বিষয়। এদের অনেকগুলোই নিন্দা ও ব্যঙ্গের মাধ্যমে অমঙ্গল আনে। এতে সন্দেহ নেই যে, চোখের দেখার এসব শিক্ষা 'সিনেমা প্যালেসে' শিশুদের নিজেদের জড়িত হওয়া ও আকর্ষণ অনুভবের মাধ্যমে চমৎকার ফললাভের জন্য প্রয়োগ করা চলে। আমাদের এও মনে রাখতে হবে যে, বিদ্যালয় ও চলচ্চিত্রের এমন ধরনের প্রভাব রয়েছে যা এখন তাদের ভাল দিকে নিয়ে যাচ্ছে। আমরা স্কাউটিংয়ে তা সমভাবে করতে না পারলেও আমাদের উদ্যোগের ব্যাপারে প্রেরণা হিসেবে কাজে লাগাতে পারি। অন্য কোনো প্রতিপক্ষের আকর্ষণ যা-ই থাকুক না কেন, বালকদের আগ্রহ সৃষ্টি করার জন্য আমাদের স্কাউটিংকে যথেষ্ট আকর্ষণীয় করে তুলতে হবে।

কিশোর বয়সে ধূমপান এবং স্বাস্থ্যের জন্য এর মারাত্মক ক্ষতি, জুয়াখেলা ও তা থেকে উদ্ভূত সকল অসৎকর্ম, মদ্যপানের দোষ, মেয়েদের নিয়ে ঘোরাফেরা, অপরিচ্ছন্নতা ইত্যাদি ব্যাপারে স্কাউটমাস্টারই বালকদের সাধারণ পরিবেশ সম্পর্কে জানেন বলে সংশোধন করতে পারেন।

নিষেধাজ্ঞা জারি করে বা শাস্তি দিয়ে তা বন্ধ করা যাবে না, কিন্তু পরিণতিতে মঙ্গলজনক এমন কিছু সমান আকর্ষণীয় বিকল্পের মাধ্যমে তা করা যাবে।

কিশোর অপরাধ আপনাআপনি বালকদের মধ্যে জন্মায় না, জন্মায় ব্যক্তিগত স্বভাব অনুসারে প্রধানত তার মধ্যে নিহিত অভিযাত্রার চেতনা বা তার নিজের বোকামি অথবা শৃঙ্খলার অভাবে। মিথ্যাবাদিতা বালকদের মধ্যে লক্ষণীয় অপর একটি খুবই মারাত্মক দোষ। দুর্ভাগ্যবশত, এটা সারা বিশ্ব জুড়ে বিরাজমান একটি রোগ। আপনি বিশেষভাবে অসভ্য মানবগোষ্ঠীর মধ্যে যেমন দেখতে পাবেন, তেমনি সভ্য দেশেও দেখতে পাবেন। সত্য কথা বলা এবং এর পরিণতি মানুষের উৎকর্ষ বিধান করে তাকে নির্ভরযোগ্য কর্তৃপক্ষ হিসেবে রূপ দেয়।

এটা তার চরিত্রে ও জাতির চরিত্রে স্বাতন্ত্র্য দান করে। তাই বালকদের মধ্যে সম্মানবোধ ও সত্য বলার চেতনা বিকাশের জন্য সম্ভাব্য সবকিছু করার দায়িত্ব আমাদের ওপর বর্তায়।

স্কাউট দলের প্রধান কার্যালয় ও শিবির

মন্দ পরিবেশের প্রধান প্রতিষেধক হল স্বভাবত-এর ভাল কিছু বিকল্প এবং সবচেয়ে ভাল করা যায় স্কাউট দলের প্রধান কার্যালয় ও স্কাউট শিবিরের মাধ্যমে। প্রধান কার্যালয় বলতে আমি বিদ্যালয় ভবনে অনুষ্ঠানের জন্য ধার করা বিশাল হল ঘরে সপ্তাহে একবার করে আধ ঘণ্টার শরীরচর্চা বোঝাই না। যদিও প্রায়ই সেখানে বালকদের নিয়ে কাজ করা তাঁদের লক্ষ্য বলে মনে হয়ে থাকে। কিন্তু আসল জায়গাটা এমন হবে যাকে বালকেরা নিজেদের জায়গা বলে মনে করবে। এটা ভাঁড়ার ঘর বা চিলেকোঠাও হতে পারে। জায়গাটি এমন হবে যেখানে প্রতি বিকেলে তারা দরকার হলে আশ্রয় নিতে পারে এবং জায়গাটিকে যেন তারা কাজ ও বিনোদন, বিচিত্র কর্মসূচির প্রাচুর্য এবং উজ্জ্বল ও সুখকর আবহাওয়ার উপযোগী মনে করে। যদি একজন স্কাউটমাস্টার কেবলমাত্র এটুকুর ব্যবস্থা করতে পারেন, তাহলে তিনি তাঁর বালকদের জন্য সঠিক পরিবেশের সুযোগ দিয়ে অতি উত্তম কাজ করবেন। এটা হবে অন্য জ্ঞানীরা বালকদের মনে ও চরিত্রে যে বিষ ঢুকিয়ে দেয়, তা থেকে রেহাই পাওয়ার সর্বোত্তম প্রতিষেধক।

তারপর তাঁবুবাস (যা সহজে ও ঘন ঘন ব্যবস্থা করা উচিত) প্রধান কার্যালয়ের চেয়ে আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষেধক। সেখানে খোলা ও মৃদুমন্দ বাতাস, তাঁবুর নিচে, মাঠে, তাঁবু জলসার চারদিকে ক্রমাগত সাহচর্যের বন্ধুত্বে বালকদের মধ্যে সর্বোত্তম চেতনার নিঃশ্বাস পড়বে। আর স্কাউটমাস্টারকে তাঁর বালকদের ধরে রাখা এবং তাদের ওপর তাঁর নিজের ব্যক্তিত্বের প্রভাব ফেলার অন্য যেকোনো উপায়ের চেয়ে সর্বোত্তম সুযোগ দেবে।

আমাদের বালকদের কিভাবে ধরতে হবে

বালকদের উত্তম প্রভাবের আওতায় আনার জন্য কোনো লোকের চেষ্টার কাজটিকে আমি জেলেদের মাছ ধরার ইচ্ছার মত মনে করি।

যদি কোনো জেলে তার বড়শিতে নিজের পছন্দমত খাবারের টোপ দিয়ে মাছ ধরতে চায় তাহলে সম্ভবত খুব বেশি মাছ সে ধরতে পারবে না। লাজুক প্রকৃতির

বা খেলা পছন্দ করে এমন মাছ তো নয়ই। তাই সে মাছের পছন্দসই খাবারের টোপ ব্যবহার করে।

বালকদের ব্যাপারটাও তাই। আপনি যদি আপনার বিবেচনা মত উচ্চমানের বিষয় শিক্ষা দিতে চান তাহলে আপনি তাদের ধরতে পারবেন না। অতি ভাল মানুষ তাদের চেতনাকে আতঙ্কিত করে তুলবে মাত্র। আপনি এদেরই ধরতে চেয়েছিলেন। একমাত্র উপায় হল এমন কিছু তুলে ধরা যা আসলেই আকৃষ্ট ও আগ্রহী করে। আমি মনে করি আপনি বুঝবেন যে, স্কাউটিং তা করে।

আপনি পরে তাদেরকে কি হতে আশা করেন তা নিয়ে অনুশীলন করতে পারেন।

বালকদের ধরতে হলে আপনি তাদের বন্ধু হবেন। কিন্তু আপনার প্রতি তাদের লাজুক ভাব দূর না হওয়া পর্যন্ত আপনি ভিত্তিলাভের জন্য প্রথমে খুব তাড়াহুড়া করবেন না। সি এফ ডি হাউ তাঁর 'বুক অব দি চাইল্ড' বইয়ের নিচের গল্পটিতে সঠিক পথের খোঁজ দিয়েছেন ঃ

স্কাউটমাস্টার যা করেন তাঁর বালকেরাও তাই করে। স্কাউটমাস্টার তাঁর স্কাউটদের মধ্যে প্রতিফলিত হন। স্কাউটমাস্টারের আত্মত্যাগ ও দেশপ্রেম দেখে স্কাউটেরা নিজের থেকে আত্মত্যাগ ও দেশপ্রেমের সেবাকাজে অনুপ্রাণিত হয়।

'এক লোক তাঁর প্রতিদিনের হাঁটার সময় কোনো এক নোংরা রাস্তায় কালিঝুলি মাখা মুখ আর শীর্ণ অঙ্গের খুব ছোট এক বালককে কলার খোসা নিয়ে নালার মধ্যে খেলতে দেখলেন। লোকটি তার দিকে তাকিয়ে একটু মাথা নাড়লেন। তখন বালকটি ভয়ে পালিয়ে গেল। পরদিন লোকটি আবার তাকে দেখে মাথা নাড়লেন।

এবার বালকটির মনে হল ভয়ের কিছু নেই এবং লোকটির দিকে সে তাকাল। পরের দিন ছোট বালকটি স্থিরদৃষ্টিতে তাঁকে দেখতে থাকল। তার পরের দিন লোকটি যখন সে পথ দিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন সে জোরে বলে উঠল, হেই। যথাসময়ে লোকটির শুভেচ্ছার জবাবে ছেলেটি হেসে সাড়া দিল-এখন সে তা আশা করতে শুরু করেছে। সব শেষে এই পরম বিজয় শেষ হল, যখন সেই জীর্ণশীর্ণ বালকটি রাস্তার মোড়ে অপেক্ষা করে তার নোংরা হাত দিয়ে লোকটির আঙুল চেপে ধরল। রাস্তাটি ছিল নিরানন্দ, কিন্তু লোকটির সারা জীবনের মধ্যে এই জায়গাটিই সকল উজ্জ্বল জায়গার অন্যতম মনে হল।'

প্রাণশক্তিতে পূর্ণ বহিরাঙ্গণে বসবাসই স্কাউটচেতনার চাবিকাঠি।

স্কাউটিং

স্কাউটিং বালকদের নেতৃত্বে বালকদের জন্য খেলা। এতে বড়ভাইয়েরা ছোট ভাইদের দিতে পারে স্বাস্থ্যকর পরিবেশ এবং সুস্থ কার্যাবলির জন্য তাদের উৎসাহিত করতে পারে, যাতে তারা অর্জন করবে উন্নত নাগরিকত্ব।

এর সবচেয়ে জোরালো আবেদন হল প্রকৃতিপাঠ ও বনকলার মাধ্যমে। স্কাউটিং ব্যক্তিকে নিয়ে কাজ করে, দল নিয়ে নয়। এটি বুদ্ধিমত্তা বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে সত্যিকারের শারীরিক ও পবিত্র নৈতিক গুণাবলির বিকাশ ঘটায়।

প্রথমে এসব লক্ষ্য অর্জনের জন্য স্কাউটিংয়ের ব্যবহার হত। এখন অভিজ্ঞতা থেকে আমরা জানি যে, সঠিকভাবে পরিচালনা করলে সেসব গুণ অর্জিত হয়।

সম্ভবত, স্কাউটিংয়ের লক্ষ্য ও পদ্ধতির সর্বোত্তম ব্যাখ্যাকারী হলেন নিউইয়র্কের কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের টিচার্স কলেজের ডীন জেমস ই রাসেল। তিনি এভাবে লিখেছেন ঃ

'বয় স্কাউটদের কর্মসূচি হল বালকদের আকারে ছোট করে কেটে আনা বড়দের কাজ। এটা বালকদের কাছে আবেদন করে কেবল বালক বলে নয়, বরং সে বয়সে বেড়ে উঠছে সে কারণে। স্কাউট কর্মসূচি বালকদের এমন কিছু করতে বলে না, যা বড়রা করে না। কিন্তু যে জায়গায় সে আছে সেখান থেকে যে জায়গায় তাকে যেতে হবে সেখানে পৌছানো পর্যন্ত ধাপে ধাপে তাকে নিয়ে যায়।

'স্কাউটিংয়ের শিক্ষাক্রম নয়, বরং এর পদ্ধতিই সবচেয়ে আকর্ষণীয় বৈশিষ্ট্য। সঠিক কাজ করার দিকে বালকদের পরিচালিত করা এবং সঠিক অভ্যাস সৃষ্টির জন্য নিয়মবদ্ধ পরিকল্পনা হিসেবে এটি প্রায় আদর্শ। এটা করতে হলে দুটি জিনিস

বিবেচনায় আসে ঃ এক, অভ্যাস হল নির্দিষ্ট, অপরটি হল—এতে বিবিধ গুণ, যেমন আত্মনিয়ন্ত্রণ, আত্মনির্ভরতা ও আত্মনির্দেশনা প্রভৃতি সূচনার সুযোগ এনে দেয়।

'স্কাউটিংয়ের উদ্যোগের উন্নয়নে কেবল বালকদের কর্মসূচির ওপর নির্ভর করে না, বরং তা প্রশাসন ব্যবস্থা চমৎকারভাবে কাজে লাগায়। প্রশাসনিক ব্যবস্থায় কোনো কঠিন আবরণের পদ্ধতি ভেঙে বেরিয়ে আসার চমৎকার সুযোগ দেওয়া হয়েছে। এটা ঘটে উপদলে ও দলে। এটা বালকদের দলে একত্রে কাজ করার শিক্ষা দেয়। একটা সাধারণ লক্ষ্যের জন্য সহযোগিতামূলক উদ্যোগের ব্যবস্থা করে। এর মধ্যে এটাই হল গণতান্ত্রিক দিক।

'আপনার স্কাউটদের স্বাস্থ্যবান ও আনন্দময় হতে উৎসাহিত করে এবং পুরস্কার লাভের জন্য পবিত্রতার ভান করার লালসা না দেখিয়ে প্রথম পদক্ষেপে ভাল কাজ করবে, সেই সঙ্গে উন্নয়নের লক্ষ্যে সমাজের সেবা করবে। এসব ছাড়াও আপনি তাদের দক্ষতা, শৃঙ্খলা বা জ্ঞানের ব্যাপারে উৎসাহিত করে তাদের জন্য আরও কাজ করতে পারেন। কারণ আপনি শেখাচ্ছেন 'কিভাবে বাঁচতে পারা যায়' নয়, বরং কিভাবে বাঁচতে হবে।'

স্কাউটিং হল সহজ-সরল

কোনো বহিরাগতের কাছে স্কাউটিং প্রথম দৃষ্টিতে অবশ্যই খুব জটিল ব্যাপার বলে মনে হবে। অনেক লোক হয়ত স্কাউটমাস্টার হতে চাইবেন না। কারণ, তাঁর মনে হবে বালকদের শিক্ষাদানের জন্য অগণিত ও বিচিত্র বিষয় তাঁকে জানতে হবে। কিন্তু কেউ যদি নিম্নলিখিত বিষয়গুলো অনুধাবন করেন, তাহলে তেমন হওয়ার প্রয়োজন পড়বে না ঃ

১. স্কাউটিংয়ের লক্ষ্য খুব সহজ-সরল।
২. বালকদের আকৃষ্ট করে এমন কাজ নিজে নিজে শেখার জন্য স্কাউটমাস্টার তাকে আকাঙ্ক্ষা ও ইচ্ছা জাগ্রত করার পরামর্শ দান করবেন। তিনি নিজের অভিজ্ঞতা দিয়ে এসব কাজ ঠিকভাবে করার জন্য বালকদের প্ররোচিত করতে পারেন।
৩. স্কাউটমাস্টার তাঁর উপদল নেতার মাধ্যমে কাজ করবেন।

স্কাউটিংয়ের লক্ষ্য

স্কাউট প্রশিক্ষণের লক্ষ্য আমাদের ভবিষ্যৎ নাগরিকদের মান, বিশেষত চরিত্র ও স্বাস্থ্যের উন্নয়ন সাধন ; সেবার মাধ্যমে স্বার্থকে বদলানো, বালকদের ব্যক্তিগতভাবে নৈতিক ও দৈহিক দিক থেকে যোগ্য করে তোলা। এই যোগ্যতার উদ্দেশ্য সঙ্গী মানুষের সেবা।

সংক্ষেপে নাগরিকত্বের সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে, 'সমাজের প্রতি সক্রিয় আনুগত্য।' স্বাধীন দেশে তা সহজ এবং তা অস্বাভাবিকও নয়, যদি নিজেকে কেউ সুনাগরিক হিসেবে বিবেচনা করে আইন মান্যকারী মানুষ হয়, নিজের কাজ নিজে করে এবং রাজনীতি, খেলা ও কাজে নিজের পছন্দের প্রকাশ ঘটায়, জাতির কল্যাণের সকল ভাবনা অপরের ওপর চাপায়। এটি নিষ্ক্রিয় নাগরিকত্ব। কিন্তু নিষ্ক্রিয় নাগরিকত্ব বিশ্বে স্বাধীনতা, ন্যায়বিচার ও মর্যাদার উৎকর্ষ তুলে ধরার জন্য যথেষ্ট নয়। কেবল সক্রিয় নাগরিকত্বই তা পারে।

স্কাউট প্রশিক্ষণের চার শাখা

সক্রিয় নাগরিকত্ব প্রশিক্ষণের লক্ষ্য অর্জনের জন্য আমরা নিম্নলিখিত চারটি শাখা নির্ধারণ করেছি। সেগুলো উত্তম নাগরিক তৈরি করার জন্য আবশ্যক। আমরা এসবের প্রভাব বাইরে থেকে চাপিয়ে না দিয়ে ভেতর থেকে সঞ্চার করি।

চরিত্র ঃ চরিত্রের ব্যাপারে আমরা শিক্ষা দিই উপদল পদ্ধতি, স্কাউট আইন, স্কাউট বিদ্যা, বনকলা, উপদল-নেতার দায়িত্ব, দলীয় খেলা এবং শিবিরবাসের দক্ষতার মাধ্যমে। এর মধ্যে আছে স্রষ্টাকে তাঁর কাজের মাধ্যমে জানা, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য উপভোগ করা এবং উদ্ভিদ বা প্রাণীর ভালবাসার সাহায্যে বাইরের জগতের জীবন সম্পর্কে পরিচিত হয়ে ওঠা।

স্বাস্থ্য ও শক্তি ঃ খেলা, ব্যায়াম এবং ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য ও খাবারের জ্ঞানের মাধ্যমে তা অর্জিত হয়।

হাতের কাজ ও দক্ষতা ঃ অভ্যন্তরীণ কার্যাবলির মাধ্যমে হয় সাময়িকভাবে। কিন্তু বিশেষভাবে পাইওনিয়ারিং, সেতু তৈরি, তাঁবু-অভিযান, শিল্পের মাধ্যমে আত্মপ্রকাশ এসবই দক্ষ কর্মী তৈরির জন্য।

অপরের সেবা ঃ দৈনন্দিন জীবনে পরোপকার করার মাধ্যমে ধর্মীয় কাজ করা,—এতে খুব ছোট ছোট কাজ করার সঙ্গে সঙ্গে সমাজসেবা, দুর্ঘটনা, জীবন রক্ষার কাজ।

এই চার শাখার বিস্তারিত বিবরণ পরবর্তী পর্যায়ে দেওয়া হল এবং এই বইয়ের দ্বিতীয় ভাগে তা বর্ণিত হয়েছে।

নাগরিকত্ব প্রশিক্ষণের জন্য স্কাউট পরিকল্পনার বিশ্লেষণ

১। চরিত্র

নির্ধারিত গুণ	চর্চার মাধ্যম
নাগরিক	উপদল-কাজ
নির্মল খেলা	দলীয় খেলা
অন্যের অধিকারে	কোর্ট অব অনার
সম্মান	(উপদল নেতা পরিষদ)
শৃঙ্খলা	
নেতৃত্ব	স্কাউট আইন ও প্রতিজ্ঞা
দায়িত্ব	
নৈতিকতা	স্কাউট কার্যাবলি
সম্মান	প্রকৃতি উপভোগ
আত্মনির্ভরতা	প্রকৃতিবিদ্যা
সাহস	ও পাঠ
উপভোগের যোগ্যাতা	জ্যোর্তিবিদ্যা
উন্নত চিন্তা	প্রাণীর প্রতি দয়া
ধর্ম	অপরের সেবা
শ্রদ্ধাবোধ	
আত্মসম্মান	
আনুগত্য	

২। স্বাস্থ্য ও শক্তি

নির্ধারিত গুণ	চর্চার মাধ্যম
স্বাস্থ্য	নিজের স্বাস্থ্য সম্পকে
	দায়িত্ব
	স্বাস্থ্য বিধি
	মেজাজ
	সংযম
	তাঁবুবাস
শক্তি	দৈহিক উন্নতি
	খেলাধুলা
	সাঁতার
	পরিভ্রমণ
	পাহাড়ে ওঠা ও
	প্রাকৃতিক কার্যাবলি

৩. হাতের কাজ ও দক্ষতা

নির্ধারিত গুণ	চর্চার মাধ্যম
কারিগরি দক্ষতা	স্কাউট কলা
	তাঁবু অভিযান
আবিষ্কারকরণ	পাইওনিয়ারিং
	ব্যাজের পুরস্কার,
	হস্তশিল্পের নমুনায়
বুদ্ধিবৃত্তি	
পর্যবেক্ষণ	শখ
অনুমান	বনকলা
আত্মপ্রকাশ	চিহ্ন অনুসরণ

৪. অপরের প্রতি সেরা

নির্ধারিত গুণ	চর্চার মাধ্যম
স্বার্থহীনতা	স্কাউট আইন ও প্রতিজ্ঞা
নাগরিক দায়িত্ব	পরোপকার
দেশাত্মবোধ	প্রাথমিক প্রতিবিধান
	জীবনরক্ষা
দেশের সেবা	অগ্নিনির্বাপক
	দুর্ঘটনা প্রতিরোধকারী
মানবতার সেবা	হাসপাতাল সহকারী
	অন্যান্য সমাজ
স্রষ্টার সেবা	সেবামূলক কাজ

স্কাউটিংয়ের কার্যাবলি

স্কাউটিং কথাটি বনবাসী, অভিযাত্রী, শিকারি, নাবিক, বৈমানিক, অগ্রগামী ও সীমান্তরক্ষীর কাজ ও গুণাবলি বোঝায়।

বালকদের এসব বিষয় শেখাতে আমরা খেলা ও অনুশীলনের একটা পদ্ধতি প্রয়োগ করি। সেটা তাদের আশা ও প্রবৃত্তি মেটায় এবং একই সময়ে তা শিক্ষামূলকও। বালকদের দৃষ্টিতে স্কাউটিং তাদেরকে বন্ধুত্বের দলে অন্তর্ভুক্ত করে। সেটা তাদের খেলা, ঝামেলা বা আলসেমির প্রকৃতিগত সংগঠন। এটা তাদের দেয় একটা চটপটে পোশাক আর নানা উপকরণ ; এটা তাদের কল্পনা ও রোমান্সকে উদ্বুদ্ধ করে এবং তা তাদের মুক্তাঙ্গনের জীবনে সক্রিয়ভাবে নিয়োজিত করে।

পিতামাতার দৃষ্টিতে স্কাউটিং দেয় দৈহিক স্বাস্থ্য ও উন্নতি, শিক্ষা দেয় শক্তি, সম্ভাবনা ও হস্তশিল্প। বালকদের মধ্যে আনে শৃঙ্খলা, সাহস, বীরত্ব ও দেশপ্রেম। এক কথায়, তা গঠন করে 'চরিত্র', যা বালকদের জীবন গঠনের জন্য অন্য যেকোনো কিছুর চেয়ে বেশি প্রয়োজনীয়।

স্কাউটিং হল ঘরের বাইরে আমোদের খেলা। এতে ছোট ও বড় বালকেরা একসঙ্গে ছোটভাই বা বড়ভাইয়ের মত অভিযাত্রায় যেতে পারে, স্বাস্থ্য ও সুখ লাভ করতে পারে, হাতের কাজ ও পরোপকার করতে পারে।

স্কাউট প্রশিক্ষণ উঁচু-নিচু, ধনী-গরিব সকল শ্রেণীর বালককে আকর্ষণ করে ; এমনকি শারীরিক দিক থেকে পঙ্গু, মূক-বধির ও দৃষ্টিহীনকেও ধরে আনে। এটা শেখার জন্য আকাঙ্ক্ষাকে উদ্দীপ্ত করে। স্কাউটিং যে নীতিতে কাজ করে, তা হল বালকদের ধ্যানধারণা পর্যালোচনা করা এবং বালককে নির্দেশ দানের পরিবর্তে নিজের থেকে শিক্ষা গ্রহণে উৎসাহিত করা।

স্কাউটিং নানা ধরনের শখ ও হস্তশিল্পে দক্ষতার জন্য কাজের মাধ্যমে কারিগরি প্রশিক্ষণের শুভ সূচনা করে। এটা প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর স্কাউট-ব্যাজের অতিরিক্ত। এতে তাদের যোগ্যতা বর্ণিত হয় সাঁতার, অগ্রযাত্রা, রান্না, বনবাসী ও অন্যান্য পৌরুষ ও কাজের বিষয়ে। প্রাথমিক পর্যায়ে এত বেশি বিষয়ে জড়িত করার উদ্দেশ্য হল নানা ধরনের কাজে হাত দেওয়ার ইচ্ছায় সব ধরনের বালক যেন অংশ নিতে পারে। এর ফলে

স্কাউটমাস্টার খুব তাড়াতাড়ি বিশেষ বালকের বিশেষ আগ্রহ চিহ্নিত ক-তে পারেন এবং সে অনুসারে তাদের উৎসাহিত করতে পারেন। বালকদের ব্যক্তিগত চ-ত্র বিকাশে এবং সফল জীবনযাত্রা শুরু করার জন্য এটাই সর্বোত্তম পথ।

তাছাড়া, ব্যক্তিগত দৈহিক উন্নতি ও স্বাস্থ্যের জন্য -লকের নিজের দায়িত্ববোধকে আমরা উৎসাহিত করি। আমরা তার মর্যাদার ও-র বিশ্বাস রাখি এবং সে প্রতিদিন কারও না কারও উপকার করবে বলেও আশা -খি।

স্কাউটমাস্টার যদি নিজে কিছুটা বালক হয়ে উঠতে পারে- এবং বালকের দৃষ্টিতে দেখতে পারেন আর তিনি যদি কল্পনাপ্রবণ হন তাহলে -নি বালকদের নতুনত্বের তৃষ্ণা মেটানোর জন্য বৈচিত্র্যপূর্ণ নতুন কার্যাবলি -বিষ্কার করতে পারেন। মঞ্চের ব্যাপারেই লক্ষ করুন। যদি কর্তৃপক্ষ দেখে- যে, নাটকটি জনগণকে আকর্ষণ করতে পারছে না, তখন শেষ পর্যন্ত চলবে -ল তাঁরা জোর করেন না। বরং তা প্রত্যাহার করে নতুন আকর্ষণীয় নাটক অভিন- করান।

বালকেরা হাঁসের নোংরা পুরানো ডোবায় অভিযান চালাতে পা-। স্কাউটমাস্টার যদি বালকের মত হন তাহলে তিনিও তা দেখতে পারেন। নতুন ধ-ণা বের করার জন্য বিপুল ব্যয় বা উপকরণের দরকার পড়ে না ; বালকেরা নিজে-ই অনেক সময় পরামর্শ দিয়ে সাহায্য করতে পারে।

স্কাউটমাস্টার মস্তিষ্ক বাঁচানোর জন্য কান ব্যবহারের মাধ্যম -লকদের কাছে আবেদন করতে পারেন।

এমন কার্যাবলি আবিষ্কারের আরও উপায় র-য়েছে। যুদ্ধের সম- সৈনিক স্কাউট যখন রাতে শত্রুর গতিবিধি সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করতে যায়, তখন সে- -া করে প্রধানত কানে শোনার মাধ্যমে। এমনিভাবে, স্কাউটমাস্টার তাঁর বালকদের -ণতা ও চরিত্র সম্পর্কে যখন অজ্ঞ থাকেন, তখন তিনি কানে শুনে তা অনেকাংশে জ-তে পারেন।

কানে শোনার মাধ্যমে তিনি প্রত্যেক বালকের চরিত্রের ভেতর নি-ড়ভাবে দেখতে পারবেন এবং কিভাবে সবচেয়ে ভাল উপায়ে কাজ করতে পারবে- তাও বুঝবেন। উপদল পরিষদের বিতর্কে অথবা তাঁবুজলসার কথাবার্তায় আপনি যি- কান দেন এবং যদি আপনার বিশেষ পেশায় পর্যবেক্ষণ করেন, তাহলে আপনি কথা -ল যা জানবেন, তার চেয়ে বালকদের কাছ থেকে অনেক বেশি তথ্য লাভ করতে পার-বেন।

স্কাউটদের পিতামাতার সঙ্গে সাক্ষাতের সময়ও আপনি স্কাউটিংয়ের গুরুত্ব সম্পর্কে আপনার ধারণা চাপিয়ে দেবেন না। বরং বালকদের প্রশিক্ষণ সম্প-ে তাঁদের ধারণা এবং স্কাউটিং থেকে তাঁরা কি চান অথবা কোথায় তাঁদের সমস্যা, তা জেনে নিন।

সাধারণভাবে বলতে চাই, ধারণার অভাবে আপনি যা হওয়া উচি- মনে করেন তা বালকদের ওপর চাপিয়ে দেবেন না। বরং তাদের কাছ থেকে শুনে বা জি-জ্ঞেস করে জেনে নিন কোন কোন কাজ তাদের কাছে সবচেয়ে বেশি আবেদনশীল এবং তা-ন আপনি দেখুন সেসব কতদূর কাজ করে-অর্থাৎ, সেগুলো বালকদের কাছে কতটুকু ক-াণকর হয়।

যেখানে কোনো দল আনন্দের হাসি প্রতিধ্বনিত করে এবং প্রতিযোগিতায় সাফল্য উপভোগ করে, আবার নতুন অভিযাত্রার সতেজ উত্তেজ- অনুভব করে, সেখানে একঘেয়েমীর বিরক্তিতে কোনো সদস্য হারিয়ে যাবে না।

স্কাউট চেতনা

আন্দোলনের চেতনা হল গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য এবং বনকলা ও প্রকৃতিবিদ্যার রোমান্স হল এই চেতনা প্রকাশের চাবিকাঠি।

এমন বালক বা উঠতি বয়সের লোক কে আছে যে, এই বস্তুতান্ত্রিক যুগেও বন আর খোলা পথের ডাকে আকর্ষণ অনুভব করে না ?

হতে পারে, এটা আদিম প্রবৃত্তি—কিন্তু যেভাবেই হোক, তা আছে। সেই চাবি দিয়ে একটি বিশাল দরজা খোলা যায়—যদি সেখানে প্রাণের জন্য সতেজ বাতাস আর সূর্যের আলো আনতে হয়। নইলে সব ফ্যাকাশে হয়ে যায়।

কিন্তু সাধারণত স্কাউটিং এর চেয়েও বেশি করতে পারে। বন্য জীবনের বীরেরা, সীমান্তরক্ষীরা, অভিযাত্রীরা, সাগর পরিভ্রমণকারীরা, আকাশের বৈমানিকেরা বালকদের কাছে আকর্ষণ সৃষ্টিকারী।

এসব বালককে যেখানে নিয়ে যাবে তারা সেখানেই যাবে। তারা যখন পৌরুষ ও সাহস, অভিযাত্রা ও উদ্যোগ, যোগ্যতা ও দক্ষতা, অপরের জন্য আনন্দময় আত্মত্যাগের গান গাইবে তখন তারা সুরে সুরে নাচবে। এতে বালকদের দেহ ও মনের সংযোগ ঘটবে।

যে বালক রাস্তা দিয়ে নিচের দিকে যাচ্ছে তাকে লক্ষ করুন। তার চোখ অনেক দূরে দেখছে। তার দৃষ্টি কি বৃক্ষহীন তৃণভূমির ওপর অথবা ধূসর সাগরের ওপর ? কোনোভাবেই তা সেখানে নয়। আমি কি তা জানি না ?

আপনি কি কখনও কেনসিংটন বাগানে মহিষদের ঘোরাফেরা করতে দেখেন নি ? আপনি কি অ্যালবার্ট মেমোরিয়ালের ছায়ার নিচে সিয়াক্স লজ থেকে ধোঁয়া বের হয়ে আসা দেখতে পাবেন না ? আমি বহুবার সেখানে এসব দেখেছি।

স্কাউটিংয়ের মাধ্যমে কোনো বালকের এখন বনবাসীর মহান ভ্রাতৃত্বের একজন হয়ে সীমান্তের বেহালাবাদকের পোশাক পরার সুযোগ রয়েছে। সে চিহ্ন অনুসরণ করতে পারে, সে সংকেত দিতে পারে, সে আগুন জ্বালাতে পারে, সে তার কুটির তৈরি করতে পারে এবং সে তার খাবার রাঁধতে পারে। সে অগ্রগামী ও শিবিরকলার অনেক কাজে হাত লাগাতে পারে। তার দল বালকদের স্বাভাবিক দল। সে দল নিজেদের বালকনেতা দ্বারা পরিচালিত।

বালকদের দৃষ্টি মাঠ আর তারা পার হয়ে যায়। স্কাউটিংয়ে তারা রেড ইন্ডিয়ান, পাইওনিয়ার ও বনবাসীদের সমগোত্র মনে করে।

সে হতে পারে দলের একজন, কিন্তু সেখানে আছে তার নিজস্ব পরিচিতি। সে মুক্তাঙ্গনের মাধ্যমে জীবনের আনন্দকে জানতে পারে। এর একটি আধ্যাত্মিক দিকও আছে।

বনভূমি পরিভ্রমণের প্রাকৃতিক জ্ঞানরসে চুমুক দেওয়ার মাধ্যমে তার ছোট্ট আত্মা বড় হয়ে ওঠে এবং চারদিকে তাকায়। মুক্তাঙ্গনের শ্রেষ্ঠত্ব পর্যবেক্ষণ এবং বিস্ময়কর বিশ্বের বিস্ময় অনুধাবনের জন্য বিদ্যালয়কে ছাড়িয়ে যায়। এর সামনে যে সৌন্দর্য আছে তার প্রশংসা দিনের পর দিন মনের মধ্যে উন্মোচন করে। এটা শহুরে যুবকদের জানিয়ে দেয় যে, শহরের চিমনির আড়ালে আছে তারার মেলা এবং সিনেমা হলের ছাদের অনেক ওপরে সূর্যাস্তকালে মেঘপুঞ্জ তাদের সৌন্দর্যের গৌরব ঘোষণা করে।

প্রকৃতির পর্যালোচনা মহান স্রষ্টার কাজের অতি ক্ষুদ্র অংশ হিসেবে অসীমতা ও ঐতিহাসিকতার প্রশ্নকে সামগ্রিক সময়ের মধ্যে আনয়ন করে। এর মধ্যে যৌনতা ও প্রজনন সম্মানজনক ভূমিকা পালন করে।

স্কাউটকলা এমন একটি উপায় যার মাধ্যমে ভয়ঙ্কর সন্ত্রাসীকেও উন্নততর চিন্তা ও স্রষ্টায় বিশ্বাসের আওতায় আনা যায় এবং স্কাউটের বাধ্যবাধকতার মধ্যে নিয়ে এসে প্রতিদিন পরোপকারে নিয়োজিত করা যায়। এটা স্রষ্টা ও প্রতিবেশীর প্রতি কর্তব্য পালনের ভিত্তি গড়ে তোলে। এর ওপরই পিতামাতা বা ধর্ম উপদেষ্টা খুব সহজেই তাঁদের আশানুরূপ বিশ্বাস গড়ে তুলতে পারেন।

'মানবে বালক সকল কিছুই—পরিয়ে পোশাক শুধু
রাখাল বালক সাজান তারে, নয়ত যদু মধু।
কুচকাওয়াজে করুন তারে চটপটে তার ভাব
সবই মানবে যাই না বলুন থাক বা না থাক চাপ।

মানবে কি সে এমনিভাবে আঁচড় দিলে পিঠে
হয়ত তখন সাজবে সে বীর, নয়ত সাধু বটে।'

বাইরের আবরণ থেকে নয়, ভেতর থেকে চেতনা এসে এই কাজ করায়। আপনি বালককে যখন কাছে পান তখন প্রত্যেকের মধ্যেই এই চেতনা থাকে—শুধু তা আবিষ্কার করতে হবে এবং তাকে আলোকে আনতে হবে।

স্কাউট প্রতিজ্ঞা যতদূর সম্ভব বাস্তবায়িত করতে হবে। স্কাউট আইন হল বন্ধনের শৃঙ্খল-শক্তি এবং তা একশ ভাগের মধ্যে নিরানব্বই ভাগই কাজ করে। বালককে 'করো না' বলে চালানো যায় না, বরং 'কর' বলে চালাতে হয়। স্কাউট আইন তৈরি করা হয়েছে তার কাজ পরিচালনার জন্য-তার দোষ চাপা দেওয়ার জন্য নয়। এটা স্কাউটের মধ্যে ভাল কি আছে এবং কি আশা করা যায়, তা বুঝিয়ে দেয়।

উপদল পদ্ধতি

উপদল পদ্ধতি এমন একটি প্রয়োজনীয় বৈশিষ্ট্য, যা অন্য যেকোনো সংগঠন থেকে স্কাউট প্রশিক্ষণকে পৃথক করে। যেখানে এই পদ্ধতি সঠিকভাবে প্রয়োগ করা হয়, সেখানে সাফল্য অনিবার্য। এটা নিজে নিজে কাজ করতে পারে না।

বালকদের উপদল ছয় থেকে আটজন দিয়ে গঠিত হয়। তাদের পৃথক দল হিসেবে এক একজন দায়িত্ববান নেতা দ্বারা প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। উত্তম দল গঠনের এটাই হল চাবিকাঠি।

কাজ, খেলা, শৃঙ্খলা বা কর্তব্য সবকিছুর জন্য সবসময় উপদল হল স্কাউটিংয়ের একক।

চরিত্রের শিক্ষার একটি মূল্যবান পদক্ষেপ হল ব্যক্তির ওপর দায়িত্ব প্রদান। দলকে নির্দেশদানের জন্য একজন দায়িত্ববান উপদল-নেতা নিয়োগের মাধ্যমে আশু ফললাভ হয়। উপদলের প্রত্যেক বালককে ধরে রাখা এবং তার উন্নতি তার ওপর নির্ভর করে। একে বড় কাঠামো মনে হয়, কিন্তু বাস্তবে এটাই কাজ করে।

বিভিন্ন উপদলের মধ্যে মূল্যায়ন ও প্রতিযোগিতার মাধ্যমে আপনি সন্তোষজনক উপদল চেতনার সৃষ্টি করুন। এটা বালকদের মধ্যে উন্মাদনার সুর সৃষ্টি করবে এবং সবদিক থেকে যোগ্যতার উচ্চতর মানের উন্নয়ন ঘটাবে। উপদলের প্রতিটি বালক বুঝতে পারে যে, সে নিজে উপদলের একজন দায়িত্ববান অংশ এবং তার ভূমিকা পালনের সামর্থ্যের ওপর কিছুটা নির্ভর করে তার দলের সম্মান।

উপদল নেতা পরিষদ—কোর্ট অব অনার

উপদল নেতা পরিষদ ও কোর্ট অব অনার উপদল পদ্ধতির একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। এটি একটি স্থায়ী কমিটি। স্কাউটিংয়ের নির্দেশনায় দলের প্রশাসনিক ও শৃঙ্খলা বিষয়ে কাজ করে থাকে। এটা সদস্যদের মধ্যে আত্মমর্যাদা, স্বাধীনতার আদর্শ, সেই সঙ্গে দায়িত্ববোধ ও কর্তৃপক্ষের প্রতি শ্রদ্ধাবোধের বিকাশ ঘটায় এবং বালকদের মধ্যে এর পদ্ধতিগত চর্চার ফলে ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগতভাবে ভবিষ্যৎ নাগরিকের মূল্যবান অভ্যাস গড়ে তোলে।

উপদল নেতা পরিষদ রুটিন কাজ এবং দলের বিনোদন, খেলাধুলা ইত্যাদি বিষয়ে ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব পালন করে। অনেক সময় এই পরিষদে দ্বিতীয় ব্যক্তিকে (সহকারী উপদল নেতা) সদস্য হিসেবেও গ্রহণ করলে সুবিধা হয়। তাদের সাহায্য

গ্রহণের ফলে কমিটির পদ্ধতি ও কাজে তাদের অভিজ্ঞতা অর্জিত হয়। অপর পক্ষে কোর্ট অব অনার গঠিত হয় শুধু উপদল নেতাদের নিয়ে। কোর্ট অব অনার নাম থেকেই বোঝা যায় যে, এর বিশেষ উদ্দেশ্য আছে, যেমন-শৃঙ্খলা ও পুরস্কারের বিষয় বিবেচনা।

উপদশ পদ্ধতির গুরুত্ব

স্কাউটমাস্টার উপদল পদ্ধতির যে অসাধারণ মূল্য স্বীকার করেন, তা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এটা দলের স্থায়ী জীবনীশক্তি ও সাফল্যের জন্য সর্বোত্তম জামানত। এটা স্কাউটমাস্টারের কাঁধের ছোটখাট রুটিন কাজের অনেকটা বোঝা গ্রহণ করে।

তবে প্রথম ও প্রধান বিষয় ঃ উপদল হল ব্যক্তিচরিত্র গঠনের শিক্ষালয়। এটি উপদল নেতাকে দায়িত্ব ও নেতৃত্বের গুণাবলি চর্চার সুযোগ দেয়। স্কাউটদের দেয় সবার স্বার্থে নিজের অধীনতা, সহযোগিতা ও উত্তম বন্ধুত্বের দলীয় চেতনায় জড়িত হয়ে আত্মত্যাগ ও আত্মসংযমের সুযোগ।

এই পদ্ধতি থেকে প্রথম শ্রেণীর ফলাফল আশা করলে আপনাকে বালকদের যথার্থ স্বাধীনভাবে দায়িত্ব দিতে হবে। যদি আপনি আংশিক দায়িত্ব দেন তাহলে আংশিক ফল পাবেন। এর প্রধান উদ্দেশ্য বালকদের দায়িত্ব দিয়ে স্কাউটমাস্টারের ঝামেলা কমানো ; বরং এটাই চরিত্র গঠনের সর্বোত্তম উপায়।

যে স্কাউটমাস্টার সাফল্যের আশা করেন তিনি উপদল ব্যবস্থা ও তার পদ্ধতি সম্পর্কে যা লেখা হয়েছে, তা কেবল পর্যালোচনাই করবেন না, বরং তিনি যে পরামর্শ পাঠ করছেন, তা অবশ্যই চর্চা করবেন। কাজ করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ, তবে উপদল নেতা ও স্কাউটদের ক্রমাগত চর্চার দ্বারা অভিজ্ঞতা অর্জন করতে হবে। তিনি যত বেশি কাজ করতে দেবেন, তারা তত বেশি সাড়া দেবে, তারা তত বেশি সামর্থ্য ও চরিত্রগুণ অর্জন করবে।

সে দলেই সবচেয়ে ভাল অগ্রগতি হয়, যেখানে উপদলনেতার হাতে ক্ষমতা ও দায়িত্ব যথাযথভাবে অর্পণ করা হয়। স্কাউট প্রশিক্ষণে এটাই সফলতার গোপন কথা।

স্কাউট পোশাক

আমি প্রায়ই বলেছি, 'স্কাউট যতক্ষণ কাজে মনোযোগী থাকে এবং স্কাউট আইন মেনে চলে ততক্ষণ সে স্কাউট পোশাক পরল কিনা, তা আমি মোটেই গ্রাহ্য করি না। কিন্তু একথা সত্য যে, খুব কম স্কাউটই পোশাক কেনার সামর্থ্য থাকলে পোশাক না পরে থাকে না। স্কাউট চেতনাই তাকে এমন করতে উদ্দীপ্ত করে।

সাধারণত একই নিয়ম স্কাউট আন্দোলন যাঁরা পরিচালনা করেন, সেই স্কাউটমাস্টার ও কমিশনারগণের বেলায় প্রযোজ্য। তাঁরা যদি পছন্দ না করেন তাহলে তা পরার জন্য তাঁদের কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। একই সময়ে তাঁরা যে অবস্থানে আছেন তাতে নিজেদের কথা না ভেবে অন্যদের কথা ভাবতে হয়। ব্যক্তিগতভাবে আমি স্কাউট পোশাক পরি। এমন কি একটিমাত্র উপদল পরিদর্শনের সময়ও পরি। কারণ আমি নিশ্চিত যে, এতে বালকদের নৈতিক চেতনা বাড়ায়। তারা যখন দেখে যে একজন বয়স্ক লোকের কাছে তা অমর্যাদার নয়, তখন তাদের নিজের সম্পর্কে ধারণা উন্নত হয়। যখন তারা দেখে যে, অন্য লোকেরা খুবই গুরুত্বসহকারে তাদের বিবেচনা করে, তাদের সঙ্গে একই ভ্রাতৃত্ববোধে উদ্বুদ্ধ হয়, তখন নিজেদের সম্পর্কে ধারণার উন্নতি ঘটে।

পোশাকে চটপটে ও নির্ভুল থাকা হয়ত খুব সামান্য ব্যাপার মনে হতে পারে; কিন্তু আত্মমর্যাদা বাড়ানোর ক্ষেত্রে এর মূল্য আছে। আর যারা শুধু চোখে দেখে বিচার করে এমন বহিরাগতদের কাছে আন্দোলনের সম্মান বৃদ্ধির জন্য তা মূল্যবান উপায়।

এটা অনেকটা উদাহরণের ব্যাপার। আমাকে একটি ঢিলেঢালা স্কাউট দল দেখান। তখন আমি একজন ঢিলা পোশাকের স্কাউটমাস্টার খুঁজে পাব। যখন আপনি স্কাউট পোশাক পরেন এবং আপনার টুপি ঠিক করেন তখন নিজেই ব্যাপারটা ভেবে দেখুন। আপনি আপনার বালকদের সামনে আদর্শ এবং আপনার উজ্জ্বল ব্যক্তিত্ব তাদের মধ্যে প্রতিফলিত হয়।

স্কাউটমাস্টারের ভূমিকা

স্কাউটিংয়ের নীতি সঠিক পথেই চলছে। এসবের প্রয়োগের সাফল্য নির্ভর করে স্কাউটমাস্টার এবং তিনি কেমনভাবে তা প্রয়োগ করেন তার ওপর। আমার বর্তমান বিষয় এ ব্যাপারে স্কাউটমাস্টারকে বিশেষভাবে সাহায্য করার উদ্যোগ। প্রথমত, স্কাউট প্রশিক্ষণের বিষয় দেখানোর মাধ্যমে এবং দ্বিতীয়ত, তিনি কিভাবে তা পরিচালনা করবেন, সে পদ্ধতি সম্পর্কে পরামর্শদানের মাধ্যমে।

অনেক স্কাউটমাস্টার হয়ত আশা করেন যে, আমার সবকিছু বিস্তারিতভাবে প্রদান করা উচিত। কিন্তু বাস্তবে তা অসম্ভব। কারণ কোনো বিশেষ দল বা এক ধরনের বালক বা বিশেষ স্থানে যা মানাবে, তা এক মাইলের মধ্যেই হয়ত মানাবে

না। আর স্কাউটিং ছড়িয়ে আছে সারা বিশ্ব জুড়ে এবং সম্পূর্ণ ভিন্ন অবস্থায়। তবু কেউ কিছুটা হলেও সাধারণ পরামর্শ দিতে পারেন এবং স্কাউটমাস্টারগণ তা প্রয়োগ করে ভালভাবে বিচার করতে পারবেন কোনটির বিস্তারিত রূপ তাদের নিজের দলের জন্য সাফল্য বয়ে আনতে পারে।

কিন্তু বিস্তারিত পর্যায়ে যাওয়ার আগে আমি আর একবার পুনরাবৃত্তি করতে চাই। দায়িত্বের কাল্পনিক বিশালতা দেখে আতঙ্কিত হবেন না। আপনি যখন একবার এর লক্ষ্য দেখবেন তখন তা দূর হয়ে যাবে। তখন আপনি তা সবসময় আপনার সামনে রাখবেন এবং সমন্বয় করার জন্য বিস্তারিত প্রয়োগ করবেন।

শেষ কথা, 'আমাদের সর্বোচ্চ আদর্শ আসলেই অর্জন করা হয়েছে কিনা, তা তেমন বড় ব্যাপার নয়—তবে তা উঁচু হতে হবে।' কখনও কখনও চমৎকার সম্ভাবনা মুছে দেওয়ার জন্য সমস্যা দেখা দিতে পারে। কিন্তু স্মরণ রাখা আনন্দের যে, সেসব সাধারণ, তা আনুপাতিক হারে কম এবং তাদের মোকাবেলা করলে তা মিলিয়ে যায়। একটি প্রাচীন নিগ্রো কবিতা নিশ্চয়ই ভাল লাগবে ঃ

রেলের লাইনে দাঁড়িয়ে দেখ অনেক দূরে শেষে
রেল দুটি যে এক হয়েছে কেমনে গেছে মিশে
ভাববে তুমি কেমন করে রেলগাড়িটা যাবে
দুটি রেল যে মাথায় জোড়া দেখতে যখন পাবে।

যখন তুমি চড়বে গাড়ি দেখবে আগুপিছু
ইনজিনিয়ার ঠাণ্ডা মাথায় গড়েছে সব কিছু
আরাম করে ছুটবে তুমি দেখবে চারিদিক
বুঝবে রেলের জোড়া নেইকো পথ চলেছে ঠিক।

এমনি করে আমরা যখন দূর ভবিষ্যৎ দেখি
মনে হয় যে আঁধার বনে পথ হারালো একি
কিন্তু দেখব পথের মাথায় পৌঁছে গিয়ে সোজা
এমনি প্রসার পাশাপাশি দশ গাধা নেয় বোঝা॥

(স্যাটারডে মর্নিং পোস্ট)

দ্বিতীয় ভাগ

নাগরিকত্বের জন্য স্কাউটিং

চরিত্র
স্বাস্থ্য ও শক্তি
হাতের কাজ ও দক্ষতা
অপরের সেবা

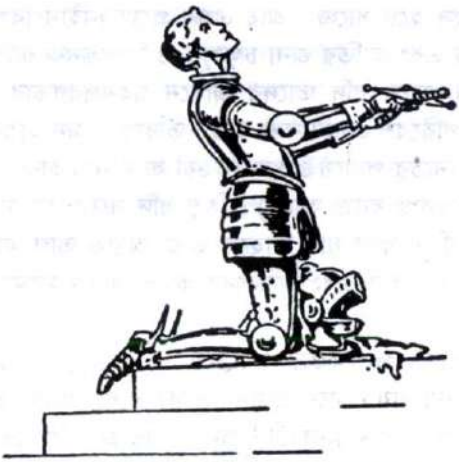

নাইটদের নীতি এখনও ভদ্রলোকের নীতি।

১. চরিত্র

'জাতির সাফল্যের জন্য তার সেনাবাহিনীর শক্তির কাছে ততটুকু ঋণী নয়, যতটুকু ঋণী তার নাগরিকদের চরিত্রের পরিমাণের কাছে।'

'জীবনে সফলকাম হতে হলে মানুষের জন্য পাণ্ডিত্যের চেয়ে চরিত্রের বেশি দরকার।'

তাই জাতির জন্যই হোক কি ব্যক্তির জন্যই হোক চরিত্রের গুরুত্ব হল সবার আগে। কিন্তু চরিত্র দিয়ে যদি মানুষের জীবন গঠন করতে হয়, তাহলে জীবন শুরু করার আগেই, যখন সে বালক মাত্র এবং গ্রহণপ্রবণ তখনই তার উন্নয়ন করতে হবে। চরিত্র কোনো বালকের মধ্যে ঢুকিয়ে দেওয়া যায় না। তার মধ্যে এর বীজ নিহিত আছেই, দরকার কেবল তা বের করে আনা আর বিকশিত করা। কিভাবে ?

চরিত্র সাধারণত পরিবেশ বা চারদিকের পরিস্থিতির ফসল। উদাহরণ হিসেবে দুটি ছোট্ট বালককে নিন, ইচ্ছা হলে যমজও নিতে পারেন। তাদের দুজনকে বিদ্যালয়ে একই পাঠ দিন, কিন্তু বিদ্যালয়ের বাইরে সম্পূর্ণ ভিন্ন ভিন্ন পরিবেশ, সঙ্গীসাথী ও বাসগৃহ প্রদান করুন। একজনকে দয়ালু উৎসাহী মায়ের কাছে পরিচ্ছন্ন ও অকপট খেলার সঙ্গীদের মধ্যে রাখুন। সেখানে তার জীবনের নিয়মকানুন অনুসরণের ব্যাপারে তার সম্মানের ওপর আস্থা রাখা হবে। অপরদিকে, দ্বিতীয় বালকটিকে একটি নোংরা বাড়িতে বাজে কথা বলে চোরাস্বভাবের অসন্তুষ্ট সঙ্গীদের নিয়ে বাস করতে দিন। সে কি তখন তার জমজের মত একই ধরনের চরিত্র নিয়ে বড় হবে ?

এভাবে প্রতিদিন হাজার হাজার বালক চরিত্রহীন হতে দেওয়ার জন্য পরিত্যক্ত হওয়ার মাধ্যমে ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। আর এসব প্রয়োজনহীন বিপর্যস্তরা নিজেদের জন্য দুর্ভোগে পড়ছে এবং জাতির জন্য চক্ষুশূল ও বিপজ্জনক রূপে পরিণত হচ্ছে।

তাদের বাঁচানো যাবে যদি তাদের জীবনে গ্রহণপ্রবণতার সময়ে চারদিকে সঠিক পরিস্থিতি ও পরিবেশ প্রদান করা যায়। তাছাড়া এমন হাজার হাজার বালক আছে যাদের আরও নিচের পর্যায়েও স্থান দেওয়া যাবে না (কারণ জীবনের প্রত্যেক শ্রেণীতেই এমন ধ্বংসপ্রাপ্ত ব্যক্তি আছে)। কিন্তু যদি সঠিক বয়সে তাদের চরিত্রের উন্নয়নের জন্য প্ররোচিত করা যায় তাহলে তারা আরও ভাল মানুষ হয়ে উঠবে, দেশের জন্য আরও মূল্যবান এবং নিজেদের কাছে আরও সন্তোষজনক বিবেচিত হবে।

এখানেই বয় স্কাউট প্রশিক্ষণের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি নিহিত—শিক্ষা দেওয়া, নির্দেশ দেওয়া নয়। মনে রাখুন, শিক্ষা দান, অর্থাৎ তার মধ্যে চরিত্র গঠনের উদ্দেশ্যে নিজের পছন্দ অনুযায়ী বিষয় নিজের জন্য শিখতে যত্নবান হওয়ার ব্যাপার বালককে আকর্ষণ করা।

স্কাউট দলে ৩২-এর বেশি সদস্য না হওয়ার একটি কারণ

স্কাউট দলের সদস্য সংখ্যা ৩২ জনের বেশি হওয়া উচিত নয়। আমি এই সংখ্যার পরামর্শ দিই এ কারণে যে, আমি নিজে বালকদের প্রশিক্ষণ দিতে গিয়ে দেখেছি প্রত্যেককে ধরে রাখা ও প্রত্যেকের মধ্যে ব্যক্তিগত চরিত্রের বিষয় ফুটিয়ে তোলার জন্য ১৬ জনই যথেষ্ট। আমি যা পারি তার দ্বিগুণ অন্যদের জন্য অনুমতি দিই। তাই মোট সংখ্যা হয় ৩২।

লোকেরা ৬০ এমন কি ১০০ জনের চমৎকার দলের কথাও বলেন। তাঁদের নেতারা আমাকে বলেন, ছোট দলের বালকদের মতই তাঁদের বালকেরা ভালভাবে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত। আমি মুগ্ধতা প্রকাশ করি ('মুগ্ধতার' অর্থ বিস্ময়) এবং আমি তাঁদের বিশ্বাস করি না।

তাঁরা জিজ্ঞেস করেন, 'ব্যক্তিগত প্রশিক্ষণে উদ্বিগ্ন কেন ?' কারণ, শিক্ষাদানের জন্য এটাই একমাত্র উপায়। আপনার যদি উচ্চ কণ্ঠস্বর এবং শৃঙ্খলা রক্ষার আকর্ষণীয় কোনো পদ্ধতি যাকে তাহলে আপনি একসঙ্গে বহু সংখ্যক এমনকি হাজার বালককে নির্দেশনা দিতে পারেন। কিন্তু তা প্রশিক্ষণ নয়—তা শিক্ষা নয়।

শিক্ষা এমন একটি বিষয় যা চরিত্র গঠন ও মানুষ তৈরি করার জন্য গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত হয়।

কোনো ব্যক্তিকে পূর্ণতা দানের জন্য যখন সঠিকভাবে তার মধ্যে ধীরে ধীরে উৎসাহ অনুপ্রবেশ করানো হয়, তখন তার মেজাজ ও শক্তির সবচেয়ে উপযোগী সক্রিয় উদ্যোগ আনয়নের উপক্রম করে।

স্কাউট আইন শিক্ষাদানে এর সামান্যতম প্রয়োগও নেই অথবা একদল বালককে আদেশ হিসেবে তা দেওয়াও যায় না। প্রত্যেক মনের জন্য এসবের বিশেষ প্রকাশ এবং তাদের প্রয়োগের আকাঙ্ক্ষা থাকা দরকার।

এখানেই স্কাউটমাস্টারের ব্যক্তিত্ব ও সামর্থ্যের কথা আসে।

তাই চলুন আমরা চরিত্র গঠনের জন্য নৈতিক ও মানবিক কতিপয় গুণাবলির বিবেচনা করি। তারপর দেখি স্কাউটমাস্টার নিজে কিভাবে স্কাউটিংয়ের মাধ্যমে বালকদের মধ্যে সেসব গুণের উন্নয়ন ঘটান।

বীরধর্ম ও ন্যায়বিচার

মধ্যযুগীয় নাইটদের নীতি ৫০০ খ্রিস্টাব্দের সময়ে ভদ্রলোকের আচরণের ভিত্তি ছিল। তখন রাজা আর্থার সমান অধিকার সম্পন্ন নাইটদের জন্য আইন তৈরি করেন।

নাইটদের অতিপ্রাকৃত কাহিনী সকল বালকের কাছে আকর্ষণীয় এবং তাদের নৈতিক অনুভূতির কাছে তার আবেদন রয়েছে। তাঁদের বীরত্বের নীতির মধ্যে ছিল সম্মান, আত্মশৃঙ্খলা, সৌজন্যবোধ, সাহস, কর্তব্য ও সেবার জন্য স্বার্থহীন ধারণা এবং ধর্মীয় নির্দেশনা।

সম্রাট সপ্তম হেনরির আমলে পুনঃপ্রকাশিত আইনগুলো ছিল নিম্নরূপ ঃ

১. রাতে বিশ্রাম গ্রহণের সময় ছাড়া তাঁরা তাঁদের অস্ত্র কখনও খুলে রাখতেন না।
২. তাঁরা অভিযানের খোঁজ করতেন খ্যাতি অর্জনের জন্য।
৩. গরিব ও দুর্বলদের রক্ষা করা।
৪. শুধু ঝগড়া বিবাদের সময় কেউ সাহায্য চাইলে তাকে সাহায্য করা।
৫. পরস্পরকে অসন্তুষ্ট না করা।
৬. দেশের প্রতিরক্ষা ও কল্যাণের জন্য যুদ্ধ করা।
৭. স্বার্থ নয়, সম্মানের জন্য কাজ করা।
৮. যেকোনো কারণে কখনই প্রতিজ্ঞা না ভাঙা।
৯. দেশের সম্মানে নিজেকে উৎসর্গ করা।
১০. 'অপমানিত হয়ে পলায়নের চেয়ে সৎভাবে মৃত্যুবরণকে তাড়াতাড়ি পছন্দ করা।'

নাইটদের আদর্শ এবং ন্যায়বিচারের ধারণা বালকদের মধ্যে ধীরে ধীরে অনুপ্রবেশ করানো সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। যদি তাদের আসলেই উত্তম নাগরিক তৈরি করতে হয়, তাহলে ন্যায়বিচারের সুদৃঢ় দৃষ্টিভঙ্গি তাদের চরিত্রের অংশ হওয়া উচিত।

অন্যের দৃষ্টিতে কোনো কিছু দেখার এই অভ্যাস বহিরাঙ্গণে খেলার মধ্যে যেখানে ন্যায়বিচার অত্যাবশ্যক–সেখানে তার উন্নয়ন করা যায়। সে খেলা 'পতাকা অভিযান' বা 'দৌড়ে যাওয়া' খেলাও হতে পারে। খেলার সময় কড়াকড়ি নিয়ম পালন করতে হবে। এর অর্থ খেলোয়াড়দের মধ্যে আত্মসংযম ও উত্তম মেজাজ বজায় রাখতে হবে এবং খেলার শেষে সঠিক ধরনটা হবে বিজয়ী পরাজিতকে সহানুভূতি জানাবে। বিপক্ষ দল বিজয়ীকে প্রথম আনন্দধ্বনি ও অভিনন্দন জানাবে।

এটা অভ্যাস না হওয়া পর্যন্ত চর্চা করা উচিত।

ন্যায়বিচার শিক্ষাদানের আর একটি মূল্যবান সহায়ক পদ্ধতি হল, বালকদের মধ্যে তাদের আগ্রহের বিষয় নিয়ে বিতর্কের আয়োজন করা। সেখানে তারা উভয় পক্ষের যুক্তিতর্কের সঙ্গে নিজেদের জড়িত করবে। এ থেকে প্রত্যেক গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের যে দুটো দিক আছে, তা তারা অনুধাবন করতে পারবে। তারা বিতর্কের বিষয় সম্পর্কে অপরদিকের আত্মপক্ষ সমর্থনকারীর বক্তব্য শোনার আগে কোনো বক্তার ভাষার চমৎকারিত্বে মুগ্ধ হয়ে পক্ষ অবলম্বন করবে না। এরপর তাদের কোন পক্ষ সমর্থন করা উচিত সে সম্পর্কে মন স্থির করার আগে তাদের উভয় পক্ষের যুক্তিতর্ক যাচাই করে দেখা উচিত। এর নিশ্চয়তা বিধানের বাস্তব উপায় হল শুধু হাত তুলে ভোট দেওয়া নয় ; কারণ দ্বিধাগ্রস্ত বা অমনোযোগী ছেলেরা সংখ্যা গরিষ্ঠতা দেখে ভোট দেয়। প্রত্যেকেই এক টুকরা কাগজে হ্যাঁ বা না লিখে জমা দিবে। এতে প্রশ্নের বিষয়বস্তুর উভয় দিক বিবেচনা করে সে নিজেই মন ঠিক করার নিশ্চয়তা দিবে।

একই ভাবে নকল বিচার বা ঝগড়া সালিশ যদি গুরুত্ব সহকারে এবং আইন আদালতের মত পরিচালনা করা যায়, তাহলে তা হবে বালকদের জন্য বিচার পদ্ধতি ও ন্যায়বিচার শেখানোর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপায়। তাছাড়া পরবর্তী সময়ে জুরি বা সাক্ষী হিসেবে তাদের নাগরিক দায়িত্ব সম্পর্কে কিছুটা অভিজ্ঞতা দান করবে। স্কাউট দলের 'কোর্ট অব অনার' একই লক্ষ্যে আরেকটি পদক্ষেপ। সেখানে কোর্টের সদস্য হিসেবে তাদের যথার্থ দায়িত্ব রয়েছে। সেখানে তাদের মতামতের আরও গুরুত্ব দেখা দিবে। তারা উভয় পক্ষের যুক্তি শুনে সাবধানতার সঙ্গে সঠিক পন্থা নির্ধারণে উৎসাহবোধ করবে।

এভাবে একজন স্কাউটমাস্টার ন্যায়বিচার, স্বার্থহীনতা ও অপরের প্রতি কর্তব্যবোধ শিক্ষায়ও উদ্ভাবনী দক্ষতা প্রয়োগ করেন। এতে তিনি তাঁর স্কাউটদের প্রশিক্ষণের জন্য ভেতরে ও বাইরে প্রচুর সুযোগ সৃষ্টি করতে পারেন। আমরা যেসব বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছি তার মধ্যে আমি বিশ্বাস করি স্বপরিচালিত নাগরিকত্বের দিকে এটাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। যদিও আমি শঙ্কিত যে আমি খুব সংক্ষিপ্তভাবে তার আলোচনা করেছি।"

শৃঙ্খলা

কোনো জাতিকে সমৃদ্ধ হতে হলে তাকে অবশ্যই সুশৃঙ্খল হতে হবে। আর ব্যক্তিগত শৃঙ্খলার মাধ্যমে জনগণের মধ্যে শৃঙ্খলা আসে। শৃঙ্খলা বলতে আমি বুঝি কর্তৃপক্ষ ও অন্যান্য কাজের নিয়মের প্রতি আনুগত্য।

এটা কোনো দমননীতির মাধ্যমে লাভ করা যায় না। বালকদের প্রথমে আত্মশৃঙ্খলা, আত্মস্বার্থবিসর্জন ও অপরের কল্যাণের জন্য নিজের যে আনন্দবোধ তা শিক্ষা ও উৎসাহ দিয়ে লাভ করা যায়। এই শিক্ষা উদাহরণের মাধ্যমে ব্যাপকভাবে কার্যকর হয়। তার ওপর দায়িত্ব অর্পণ করে এবং তার কাছ থেকে বিশ্বাসযোগ্যতার উচ্চমান প্রত্যাশা করে তা লাভ করা যায়।

উপদল পদ্ধতির মাধ্যমে বালকদের কাজের জন্য দায়ী করে উপদল নেতাকে ব্যাপকভাবে দায়িত্ব দেওয়া যায়।

স্যার হেনরি নিভেট ১৫৯৬ সালে রানী এলিজাবেথকে সাবধান করে বলেছিলেন যে, যে রাষ্ট্র তার যুবসমাজকে প্রশিক্ষণ দিতে ও সুশঙ্খল করতে অবহেলা করে সে কেবল বাজে সৈনিক বা নাবিকই তৈরি করে না, বরং নাগরিক জীবনের জন্য আরও বেশি ক্ষতিকর বাজে ধরনের নাগরিক তৈরি করে। তাঁর কথাগুলো এরকম ঃ 'সত্যিকার শৃঙ্খলার অভাবে রাজপুত্র ও দেশ উভয়ের সময় ও সম্পদ হতাশা ও মূর্খতার জন্য ধ্বংস হয়।'

শিশুকে বদঅভ্যাসের জন্য শাস্তি দিয়ে শৃঙ্খলা লাভ করা যায় না। বরং ভাল কোনো কাজের বিকল্প ব্যবস্থা করলে তা তার মনোযোগ আকর্ষণ করে এবং ধীরে ধীরে পুরানো অভ্যাস ভুলিয়ে ফেলে তা ত্যাগ করতে শেখায়।

স্কাউটমাস্টারের উচিত শৃঙ্খলার ওপর জোর দেওয়া এবং ছোটখাট ব্যাপারেও কড়া ও দ্রুত আনুগত্য। আপনি যখন বালকদের হৈচৈ করার জন্য ছেড়ে দেন তখন তারা যেন তাই করে—সেটাই যখন তখন করার জন্য উত্তম বিষয়।

সম্মানবোধ

স্কাউট আইন সমগ্র স্কাউট প্রশিক্ষণের ভিত্তি।

এর বিভিন্ন ধারা অবশ্যই পুরাপুরিভাবে ব্যাখ্যা করতে হবে এবং প্রতিদিনের জীবনে প্রয়োগ করার বাস্তব ও সাধারণ উদাহরণ দিয়ে বালকদের কাছে পরিষ্কার করতে হবে।

উদাহরণের সঙ্গে তুলনা হতে পারে এমন কোনো শিক্ষা নেই। যদি স্কাউটমাস্টার তাঁর নিজের সকল কাজকর্মে স্কাউট আইন চোখে পড়ার মত করে পালন করতে পারেন, তাহলে বালকেরা খুব তাড়াতাড়ি তাঁর নেতৃত্ব মেনে নেবে।

স্কাউটমাস্টার যদি তাঁর স্কাউটদের মতই স্কাউট প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করেন তাহলে এই উদাহরণ আরও বেশি শক্তিশালী হবে।

প্রথম আইন, যেমন, **'স্কাউটের সম্মান বিশ্বাসযোগ্য'** (স্কাউট বিশ্বাসী)-এর ওপরই স্কাউটের ভবিষ্যৎ সকল আচরণ ও শৃঙ্খলা নির্ভর করে। স্কাউট হবে সহজ সরল এমন আশা করা যায়। তাই এটা স্কাউটমাস্টারকে প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে বালকদের স্কাউট প্রতিজ্ঞা গ্রহণের আগেই খুব সাবধানতার সঙ্গে ব্যাখ্যা করতে হবে।

স্কাউটদের দীক্ষার সঙ্গে উদ্দেশ্য-প্রণোদিতভাবে কিছু আনুষ্ঠানিকতা যুক্ত করা হয়েছে। তার মধ্যে কিছু ধর্মীয় বিষয় কড়াকড়ি ও গাম্ভীর্য সহকারে পালিত হলে তা বালকদের প্রভাবিত করে। অনুষ্ঠানের বিশেষ গুরুত্ব বিবেচনায় তা থেকে যতদূর সম্ভব প্রভাবিত করা উচিত। স্কাউটদের আইনের জ্ঞান নবায়ন করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বালকদের ভুলে যাওয়ার প্রবণতা আছে। যে স্কাউট একবার স্কাউট আইন মেনে চলার জন্য দৃঢ়ভাবে প্রতিজ্ঞা করেছে, সে কোনো সময় আইন কি তা বলতে পারবে না-এমন কখনও হতে দেওয়া যাবে না।

কোনো স্কাউট একবার যখন বোঝে তার সম্মান কি এবং তার উদ্যোগে সম্মানের ওপর কি নির্ভর করছে, তখন স্কাউটমাস্টার তাকে দিয়ে কাজ করাতে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করবেন। আপনি আপনার কাজে তাকে অবশ্যই দেখাবেন যে আপনি তাকে দায়িত্ববান বলে বিশ্বাস করছেন। তাকে সাময়িক বা স্থায়ী কিছু দায়িত্ব দিন এবং আশা করুন যে সে তার দায়িত্ব বিশ্বস্ততার সঙ্গে পালন করবে। সে কিভাবে করছে তা গোপনে দেখবেন না। তাকে তার নিজের ভাবে করতে দিন। প্রয়োজন বোধে তাকে ভুল করতে দিন। যে কোনোভাবেই তাকে একাকী ছেড়ে দিন এবং সে সাধ্যমত করবে সে বিশ্বাস রাখুন। আমাদের সকল নৈতিক প্রশিক্ষণের ভিত্তি হল বিশ্বাস।

বালকদের নিয়ে বিশেষত উচ্ছৃঙ্খল ও বিপজ্জনক বালকদের নিয়ে সফলতা লাভের চাবিকাঠি হল দায়িত্ব প্রদান।

উপদল পদ্ধতির প্রধান উদ্দেশ্য হল চরিত্র উন্নয়নের জন্য যতদূর সম্ভব বেশি সংখ্যক বালককে প্রকৃত দায়িত্ব প্রদান করা। যদি স্কাউটমাস্টার তাঁর উপদল নেতাকে প্রকৃত ক্ষমতা দান করেন, আর তার কাছ থেকে বড় কিছু আশা করেন এবং তার কাজ চালানোর জন্য স্বাধীনতা দেন তাহলে তিনি বালকদের চরিত্র বিকাশের জন্য অনেক কিছু করছেন—যা কোনো বিদ্যালয়ের শিক্ষা কখনই করতে পারে না।

আত্মনির্ভরশীলতা

কোনো বালক প্রথম শ্রেণীর স্কাউট না হওয়া পর্যন্ত স্কাউট প্রশিক্ষণের পরিপূর্ণ মর্যাদা লাভ করতে পারে না। প্রথম শ্রেণীর স্কাউটের পরীক্ষার বিষয় এমন ধারণা নিয়ে নির্ধারিত হয়েছে যে, কোনো বালক সে পর্যন্ত যোগ্যতা অর্জন করলে তাকে যুক্তিসঙ্গতভাবেই কিছু গুণের অধিকারী মনে হবে—যাতে তাকে উত্তম নাগরিক হিসেবে বিবেচনা করা যায়।

আত্মনির্ভর ও যোগ্য হওয়ার জন্য বালককে সহায়তা করুন-যাতে সে নিজের ডিঙি নিজেই বাইতে পারে। অর্থাৎ সে যেন সামনে তাকাতে পারে এবং জীবনে নিজের পথ নিজেই ঠিক করতে পারে।

বালক যদি সচেতন হয়ে বুঝতে পারে যে সে আর কচিকদম নয়, বরং কাজকর্মে সমর্থ একজন দায়িত্ববান ও বিশ্বাসভাজন ব্যক্তি তখন সে হয়ে ওঠে আত্মনির্ভর। তার সামনে তখন আশা-আকাঙ্ক্ষা ফুটে উঠতে থাকে।

সে এখন নিজেকে আগের চেয়ে বেশি সমর্থ না ভেবে পারে না। তাই তার মধ্যে এমন বিবেচনা থাকা উচিত যা তাকে জীবনে দুর্গতি ও সংগ্রামের সময় আশা ও সাহস দিবে। তখন সাফল্য অর্জন না করা পর্যন্ত তাকে টিকে থাকার উৎসাহ যোগাবে।

প্রাথমিক প্রতিবিধান বা অগ্নিনির্বাপক, পশুর গাড়িচালক বা সেতু তৈরির কাজে হাতের কাজের দক্ষতা ও বুদ্ধির প্রয়োগ ঘটে এবং অন্যদের সঙ্গে সহযোগিতার মাধ্যমে কাজ করার সময় নিজের কাজের অংশের জন্য সে দায়ী থাকে।

সাঁতারের আছে মানসিক, নৈতিক ও দৈহিক শিক্ষামূলক মূল্য। এটা কোনো বিষয়ের ওপর কর্তৃত্ববোধ সৃষ্টি করে এবং জীবনরক্ষার শক্তি ও শ্বাস-প্রশ্বাস-অঙ্গের বিকাশ ঘটায়।

দক্ষিণ আফ্রিকার কনেস্টবল বাহিনীকে প্রশিক্ষণ দেওয়ার সময় আমি জোড়ায় জোড়ায় লোককে ঘোড়ায় চড়ে অনেক দূরে দুই তিন শ মাইল যাওয়ার জন্য বলতাম। সেখানে তারা নিজেদের রক্ষণাবেক্ষণ ও বুদ্ধি প্রয়োগের শিক্ষা লাভ করত।

কিন্তু আমি যখন কোনো ঘনিষ্ঠ শিক্ষার্থী পেতাম তখন তাকে একাকী পাঠানো হত, নির্ভর করার মত সঙ্গে কেউ নেই, তাকে নিজের পথ নিজেই খুঁজে নিতে হত, তার নিজের ও তার ঘোড়ার খাবারের ব্যবস্থা নিজেকেই করতে হত এবং অন্যের সাহায্য ছাড়া অভিযানের প্রতিবেদন তাকেই তৈরি করতে হত। এটাই ছিল আত্মনির্ভরতা ও বুদ্ধিমত্তা প্রশিক্ষণের সর্বোত্তম পদ্ধতি। স্কাউটদের প্রশিক্ষণের জন্য আমি আস্থার সঙ্গে স্কাউটমাস্টারদের কাছে এই পদ্ধতির সুপারিশ করতে পারি।

বিদ্যালয় থেকে অনেক দূরে অবস্থিত শিবির ঈপ্সিত চারিত্রিক গুণাবলি শিক্ষা দানের সর্বোত্তম স্থান। সেখানে স্বাস্থ্যকর পরিবেশ, বালকেরা উদ্দীপ্ত ও আগ্রহী, তাদের চারদিকে জীবনের আকর্ষণ। সেখানে স্কাউটমাস্টার কিছু সময়ের জন্য দিনরাত স্থায়ীভাবে বালকদের হাতের কাছে পান। স্কাউটমাস্টার শিবিরের মধ্যে বালকদের পর্যবেক্ষণ করার এবং প্রত্যেক বালকের ব্যক্তিগত চরিত্র সম্পর্কে জানার সবচেয়ে বেশি সুযোগ পান। তখন তাদের উন্নতির জন্য প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রয়োগ করেন। তখন বালকেরা শিবিরে অবস্থান করে চরিত্র গঠনের গুণাবলি অর্জন করে। সেখানে তারা শৃঙ্খলা, কর্মতৎপরতা, উদ্ভাবনী দক্ষতা, আত্মনির্ভরতা, হাতের কাজ, বনকলা, নৌকলা, দলীয় চেতনা, প্রকৃতিবিদ্যা ইত্যাদি সবকিছুই যোগ্যতাসম্পন্ন স্কাউটমাস্টারের মাধ্যমে আত্মস্থ করে। এই শিবির জীবনের এক সপ্তাহ সময় ঘরের মধ্যে ছয় মাসের তত্ত্বীয় শিক্ষা-তা যত মূল্যবানই হোক না কেন—তার সমান।

তাই বিশেষ উপদেশ হল, এদিক থেকে যেসব স্কাউটমাস্টারের যথেষ্ট অভিজ্ঞতা নেই তাঁরা তাঁদের শিবিরের বিভিন্ন কার্যকলাপের বিষয়গুলো পর্যবেক্ষণ করবেন।

জীবন উপভোগ

প্রকৃতিবিদ্যাকে কেন স্কাউটিংয়ে মূল কার্যক্রম বলে বিবেচনা করা হয়েছে?

এই প্রশ্নের মধ্যেই—স্কাউটের কাজ আর সাধারণ বালকদের ক্লাবের কাজের মধ্যে পার্থক্য লক্ষণীয়।

একটি কথায় সহজেই এর জবাব দেওয়া হয়েছে, 'আমরা আমাদের বালকদের শিক্ষা দিতে চাই, কিভাবে বাঁচা যায়-তা নয়, বরং কিভাবে বাঁচতে হবে'—অর্থাৎ বৃহত্তর অর্থে—কিভাবে জীবনকে উপভোগ করা যায়।

প্রকৃতিবিদ্যা সম্পর্কে আমি সম্ভবত বারবার জোর দিয়েছি যে তা বালকদের মন ও ধ্যানধারণা বিকাশের সর্বোত্তম সুযোগ দান করে। একই সঙ্গে তাদের স্কাউটমাস্টার দ্বারা যদি তাদের দৃষ্টি বিভ্রান্ত না হয়, তাহলে তা প্রকৃতির সৌন্দর্য উপভোগের শক্তি দান করে এবং পরিণামে শিল্পবোধ সৃষ্টি হয়ে তাদের জীবন উপভোগের উচ্চতর পর্যায়ে নিয়ে যায়।

এটা সৃষ্টিকর্তাকে তাঁর বিস্ময়কর কাজের মাধ্যমে উপলব্ধি করার বাড়তি কিছু। এর সঙ্গে যখন অপরকে সেবা করার মাধ্যমে স্রষ্টার ইচ্ছার সক্রিয় কার্যাবলি যুক্ত হয় তখন ধর্মের সুনির্দিষ্ট ভিত্তি গঠন করে।

কয়েক বছর আগে আমি এক বন্ধুর বৈঠকখানায় বসে ছিলাম। বন্ধুটি এই মাত্র মারা গেছে। তার টেবিলে পরিত্যক্ত পাইপ ও তামাকের থলের পাশে রিচার্ড জেফারিসের 'ফিল্ড এন্ড হেজরো' বইটি পড়ে ছিল। এর ভাঁজ করা এক পাতায় লেখা ছিল ঃ 'নৈতিক কল্যাণের ধারণা সবদিক থেকে পরিতৃপ্ত করে না। বর্তমানে আমাদের জানা এর সর্বোচ্চ রূপটি হল খাঁটি স্বার্থহীনতা, এখন বা পরে কোনো

পুরস্কারের আশা না নিয়ে ভাল কাজ করা এবং কোনো কল্পিত কাজ সমাধা করার জন্য নয়। আমরা জানি তা সবচেয়ে উত্তম, কিন্তু তা খুবই অসন্তোষজনক। আত্মবঞ্চনার কোনো শ্রম দ্বারা সমর্থ হওয়ার চেয়ে হৃদয়ের ভেতরের আকাঙ্ক্ষার পরিপূর্ণ সন্তুষ্টির একটি বহিঃপ্রকাশ প্রয়োজনীয়। তা অবশ্যই হতে হবে সৌন্দর্য ও আদর্শের উপলব্ধির সঙ্গে সমজস্যপূর্ণ। ব্যক্তিগত পুণ্য সেখানে যথেষ্ট নয়। যদিও আমি আদর্শ ভাল কিছুর নাম বলতে পারব না, কিন্তু আমার মনে হয়, প্রকৃতির আদর্শ সৌন্দর্যের সঙ্গে তা কোনোভাবে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কিত।'

অপর কথায়, কেউ হয়ত বলতে পারেন, সুখ হল ভেতরের বিবেক আর বাইরের ধারণার সম্মিলিত কাজ। যেখানে বিবেক আর ধারণা একত্রে সন্তোষজনক সেখানে তা লাভ করা যাবে। যদি ওপরে উদ্ধৃত সংজ্ঞাটি সত্যি হয়, তাহলে এর বিপরীতটাও কমপক্ষে সমানভাবে নিশ্চিত—যেমন, সৌন্দর্যের উপভোগ সুখ আনতে পারে না যদি আপনার বিবেক অবিচলিত না থাকে। তাই আমরা যদি চাই যে, আমাদের বালকেরা জীবনে সুখ অর্জন করুক, তাহলে তাদের অবশ্যই প্রতিবেশীদের উপকার করার কাজের চর্চায় নিয়োজিত করতে হবে। এটা প্রকৃতির মধ্যে সৌন্দর্য উপভোগের অতিরিক্ত।

এই শেষেরটির দিকে সংক্ষিপ্ততম পদক্ষেপ হল প্রকৃতিবিদ্যা :

'বই আছে বয়ে যাওয়া স্রোতে
উপদেশ আছে পাথরে
আর সবকিছুতেই আছে কল্যাণ।'

বালকদের দলের মধ্যে তাদের চোখ কখনই খোলা থাকে না। স্কাউটমাস্টারকে এই মূল্যবান উন্মোচনের আনন্দ প্রদান করা হয়েছে।

যদি কোনো বালক রাস্তায় চমকপ্রদ পোশাক পরে চলে তাহলে তা লক্ষ করার মত। এতে অনেক পথচারীর দৃষ্টি আকর্ষণ করবে। আরও বৃহত্তর সুখকর কিছু করার জন্য তাহবে মূল্যবান কিছু।

একবার যখন কোনো বালকের মনের মধ্যে বনকলার বীজ প্রবেশ করে তখন আপনা আপনি তার মধ্যে পর্যবেক্ষণ, স্মৃতিশক্তি ও অনুমানের উন্নয়ন ঘটে এবং তা তার চরিত্রের অংশ হয়ে যায়। অন্যেরা এসবের খোঁজ করবে, কিন্তু তাদের মধ্যে এসব আছে, সেসব তারা পরেও অবলম্বন করতে পারে।

প্রকৃতির বিস্ময় তরুণ মনের কাছে প্রকাশিত হলে এর সৌন্দর্য তার চোখে পড়বে এবং ধীরে ধীরে তা চেনা যাবে। যখন মনের মধ্যে সৌন্দর্য উপভোগকে একটি স্থান দেওয়া হবে তখন পর্যবেক্ষণের মত একই উপায়ে আপনা আপনি তা বিকশিত হবে এবং চারপাশের নীরস জিনিসের মধ্যে আনন্দ আনবে।

আমি যদি আবার ফিরে তাকাই তাহলে দেখব বার্মিংহামে বিশাল আধো-অন্ধকার স্টেশনে আঁধারে ঘেরা কুয়াশাচ্ছন্ন একটি দিন। একদল দুর্দান্ত কর্মী আর কর্দমাক্ত পথে ভ্রমণক্ষম সৈনিক দলের ভিড়ে আমাদের একত্রে ঠেলে দেওয়া হল। জনতার মধ্য দিয়ে আমাদের ঠেলে দেওয়া হলেও আমি যাত্রা শুরু করলাম, চারদিকে তাকালাম, চলতে থাকলাম, আবার চারদিকে তাকালাম এবং পরিশেষে চলে যাওয়ার আগে আমি একটি চমৎকার চোখ জুড়ানো দৃষ্টি দিলাম। আমি মনে করি না যে, আমার সঙ্গীরা তা বুঝতে পেরেছে। কিন্তু আমি সেই অন্ধকার গর্তের মধ্যে সূর্যের আলোকরশ্মি দেখতে পেলাম। তা আমাদের দিনের নতুন আনন্দ দান করল। সেটা যেন বাদামি পোশাক পরা একজন সেবিকা মাথায় ঝাঁকালো লাল গোলাপি চুল আর হাতে হলুদ-বাদামি ক্রিসানথিমাম ফুলের বিশাল এক তোড়া। খুব আশ্চর্যজনক নয় আপনি বলবেন। না, কিন্তু যাদের দেখার চোখ আছে, তাদের জন্য ভয়ঙ্কর হতাশার মধ্যেও এ ধরনের আলোর রেখা বিরাজমান।

এটা খুবই সাধারণ একটা ধারণা যে, বালকেরা সৌন্দর্য ও কবিতার প্রশংসা করতে অক্ষম। কিন্তু আমার স্মরণ আছে, একবার কিছু বালককে একটি ঝড়ো ল্যান্ডস্কেপের ছবি দেখানো হয়েছিল। রাসকিন সে সম্পর্কে লিখেছিলেন, বাতাসে ছিন্নভিন্ন সমগ্র সেই দৃশ্যের মধ্যে কেবল একটি শান্তির চিহ্ন আছে। বালকদের মধ্যে একজন সেখানে একটি নীল শান্তিপূর্ণ আকাশ চিহ্নিত করল—সেটা বাতাসের চলমান ছিন্নভিন্ন অংশের মধ্যে ফাঁক দিয়ে দেখা যাচ্ছিল।

কবিতাও এমনভাবে আবেদন করে। তা বর্ণনা করা কঠিন। যখন সুন্দর কিছু ধরা পড়তে থাকে, তখন তরুণ মন প্রাত্যহিক গদ্যের বাইরে অন্য কোনোভাবে তা প্রকাশের জাল বোনে।

অবশ্য কিছু সর্বোত্তম কবিতা গদ্যরচনার মধ্যেও দেখা যায়। কিন্তু কবিতা সাধারণত ছন্দ ও মিলের সঙ্গে সম্পর্কিত। আগ্রহী তরুণ কবিদের মধ্যে ছন্দের মিল খুব উৎসাহের বিষয়। তাই কবিতাকে উৎসাহিত করলে আপনার ওপর ভয়ঙ্কর বাজে কবিতা আঘাত করবে।

এসব বাজে কবিতা আপনি যদি পারেন অন্যকে দিয়ে দিন। এর সাফল্য অনেক দূরে।

দৃষ্টিভঙ্গির উন্নয়ন ঃ শ্রদ্ধাবোধ

দৃষ্টিভঙ্গির উন্নয়ন স্বভাবতই শুরু হয় স্রষ্টার প্রতি সম্মানের মাধ্যমে—যাকে সর্বোত্তমভাবে বলা যায় 'শ্রদ্ধাবোধ'।

স্রষ্টার দাস হিসেবে স্রষ্টার প্রতি শ্রদ্ধা, প্রতিবেশীর প্রতি শ্রদ্ধা এবং অন্য সবার প্রতি শ্রদ্ধা সকল ধর্মের ভিত্তি। স্রষ্টার প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশের পদ্ধতি বিভিন্ন জাতি ও সম্প্রদায়ের মধ্যে পার্থক্যের সৃষ্টি করে। বালকের ধর্ম বা সম্প্রদায় আইন অনুসারে নির্ভর করে পিতামাতার ইচ্ছার ওপর। তাঁরাই তার সিদ্ধান্ত নেন। বালকেরা যে ধরনের ধর্মই অনুসরণ করুক না কেন, আমাদের কাজ হল তাদের ইচ্ছাকে শ্রদ্ধা করা এবং শ্রদ্ধা প্রকাশের জন্য তাদের পদ্ধতিকে সমর্থন জানানো।

বিভিন্ন সম্প্রদায়ের পার্থক্য থাকার ফলে আমাদের আন্দোলনে ধর্মীয় প্রশিক্ষণের সংজ্ঞা নিয়ে অনেক অসুবিধা হতে পারে। তাই স্রষ্টার প্রতি কর্তব্য প্রকাশের বিস্তারিত পদ্ধতি প্রধানত স্থানীয় কর্তৃপক্ষের হাতে ছেড়ে দিতে হবে। কিন্তু মানবিক দিক থেকে কর্তব্য সম্পর্কে পথ দেখানো মোটেই কঠিন নয়। কারণ কারও প্রতিবেশীর প্রতি সরাসরি কর্তব্য সব ধরনের ধর্মমতের সঙ্গে জড়িত।

ধর্ম সম্পর্কে স্কাউট আন্দোলনের নিম্নলিখিত দৃষ্টিভঙ্গি আমাদের পরিষদে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের প্রধানগণকর্তৃক অনুমোদিত।

ক. আশা করা যায়, প্রত্যেক স্কাউট কোনো না কোনো ধর্মীয় সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত হবে এবং তার সেবায় অংশ নিবে।

খ. কোনো স্কাউট দল যদি বিশেষ ধর্ম সম্প্রদায়ের বালকদের দ্বারা গঠিত হয় তখন আশা করা হবে যে, স্কাউটমাস্টার সর্বোত্তম ধর্মীয় কর্তৃপক্ষের সঙ্গে পরামর্শ করে ধর্মীয় রীতিনীতি পালন ও নির্দেশনার ব্যবস্থা করবেন।

গ. যেখানে নানা ধর্মের স্কাউটদের নিয়ে দল গঠিত সেখানে তাদের নিজ নিজ সম্প্রদায়ের ধর্মীয় কাজে অংশ গ্রহণ করবে। তাঁবুবাসে দৈনিক প্রার্থনা ও সাপ্তাহিক ধর্মীয় কাজ সাদাসিধা ধরনের হওয়া উচিত এবং তাতে অংশগ্রহণ হবে স্বেচ্ছামূলক।'

স্কাউটমাস্টার এই পদ্ধতিকে নির্দেশনা হিসেবে গ্রহণ করলে কোনো ভুল করবেন না।

আমি সম্পূর্ণ বিশ্বাসী যে, শ্রদ্ধাবোধ জন্মানোর অনেক উপায় আছে। সমাধান নির্ভর করে বালকের ব্যক্তিগত চরিত্র ও পরিস্থিতির ওপর।—সে কি একজন গুণ্ডা বা মায়ের আদুরে সন্তান। যে প্রশিক্ষণ একজনের জন্য উপযুক্ত হতে পারে, তা অন্য জনের ওপর প্রভাব নাও ফেলতে পারে। এক্ষেত্রে শিক্ষাদাতা—তিনি স্কাউটমাস্টার বা ধর্মনেতা যিনিই হন না কেন, তিনিই সঠিক প্রশিক্ষণের পদ্ধতি নির্বাচন করবেন।

ধর্মকে কেবল অবলম্বন করানো যায়, শেখানো যায় না। এটা বাইরে থেকে পরা রবিবারের কোনো পোশাক নয়। এটা বালকের চরিত্রের সত্যিকার অংশ,

আত্মার উন্নয়ন। এটা কোনো পাতলা আবরণ নয় যে তার খোসা ফেলে দেওয়া যায়। এটা ব্যক্তিত্বের বিষয়—ভেতরের দৃঢ়বিশ্বাস, কোনো নির্দেশনার বিষয় নয়।

আমার সংস্পর্শে আসা হাজার হাজার যুবককে দেখে যে চমৎকার ও ব্যাপক অভিজ্ঞতা হয়েছে তা থেকে বলতে পারি যে, বর্তমানে আমাদের লোকদের বেশ বড় অংশ খুব কমই ধর্মীয় বিশ্বাস দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে।

এ থেকে এ সত্যের অনেকটা সমর্থন পাওয়া যাবে যে, বালকদের ধর্মীয় প্রশিক্ষণের সময় শিক্ষাদানের বদলে প্রায়ই নির্দেশনা প্রয়োগ করা হয়।

ফলে, ধর্মের ক্লাসে বা রবিবারের বিদ্যালয়ে সবচেয়ে ভাল ছেলেরা ধারণাটি বুঝতে পারে। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে তারা শেষেরটিতে দক্ষতা লাভ করে, শিক্ষার চেতনা লাভে ব্যর্থ হয় এবং সীমাবদ্ধ দৃষ্টিভঙ্গির জন্য ধর্মান্ধ হয়ে ওঠে। সেখানে বেশির ভাগই আসলে আগ্রহশীল হয় না। তারা শ্রেণী বা বিদ্যালয় ত্যাগ করার সঙ্গে সঙ্গে উদাসীন ও ধর্মহীন হয়ে পড়ে। তখন জীবনের ষোল থেকে চব্বিশ বছরের সংকটময় সময়ে তাদের রক্ষা করার কেউ থাকে না।

প্রত্যেক মানুষ যে একজন ভাল ধর্মশিক্ষক হবেন এমন নয়। অনেক সময় ধর্ম সম্পর্কে না জানা থাকায় অনেক আগ্রহশীল ব্যক্তিও সবচেয়ে বেশি ব্যর্থ হন।

সৌভাগ্যবশত, আমাদের স্কাউটমাস্টারগণের মধ্যে কিছু সংখ্যক ব্যতিক্রমধর্মী উত্তম যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তি আছেন। কিন্তু সেখানে অবশ্যই এমন কিছু লোকও আছেন, যাঁরা তাঁদের শক্তি সম্পর্কে সন্দেহপ্রবণ। একথা যখন কেউ বুঝতে পারেন তখন তিনি তাঁর দলের জন্য একজন ধর্মীয় ব্যক্তি বা অভিজ্ঞ শিক্ষক আনতে পারেন।

তবে বাস্তবে স্কাউটমাস্টার প্রত্যেক ক্ষেত্রেই ধর্মীয় শিক্ষককে সাহায্যের জন্য অনেক কিছু করতে পারেন।—যেমন তিনি বিদ্যালয়ে তাত্ত্বিকভাবে বালকেরা যা শেখে তাঁবুবাসে বা দলে তার বাস্তব প্রয়োগ করে স্কুলমাস্টারকে সাহায্য করেন।

সম্প্রদায় ভিত্তিক স্কাউট দলে নিয়মানুসারে একজন দলের ধর্মশিক্ষক থাকেন। স্কাউটমাস্টার ধর্মীয় বিষয়ে সকল রকম নির্দেশনার প্রশ্নে তাঁর সঙ্গে পরামর্শ করবেন। ধর্মীয় প্রশিক্ষণের জন্য একটি সেবা কর্মসূচি বা ক্লাস হতে পারে—তার নাম 'স্কাউটস ওন'। এটা স্রষ্টার উপাসনা এবং স্কাউট আইন ও প্রতিজ্ঞা পরিপূর্ণ উপলব্ধির জন্য স্কাউটদের সমাবেশ। কিন্তু তা নিয়মিত ধর্মীয় ক্রিয়াকর্মের সহায়কমাত্র—বিকল্প নয়।

তবে আমাদের অনেক দল আন্তঃসম্প্রদায় ভিত্তিক। সেখানে বালকেরা ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম-বিশ্বাসের অধিকারী। এক্ষেত্রে সম্প্রদায়গত ধর্মীয় নির্দেশনার জন্য বালকদের নিজ নিজ ধর্মবেত্তা ও ধর্মশিক্ষকের কাছে পাঠাতে হবে।

বস্তি বা সুবিধা বঞ্চিত এলাকার অন্যান্য দলে বাস্তবে কোনো প্রকার ধর্মবিশ্বাসহীন বালকও রয়েছে। তাদের পিতামাতা তাদের কাছে মোটেই সহায়ক নন। স্বাভাবিক ভাবেই তাদের জন্য প্রয়োজন প্রশিক্ষণের ভিন্ন ধরনের ব্যবস্থা ও পদ্ধতি। তারা তা পাবে ধর্মীয় শিক্ষার দৃঢ় ভিত্তিসম্পন্ন বালকদের কাছ থেকে।

এখানেও আবার স্কাউটিং আসে খুবই বাস্তবতার সঙ্গে শিক্ষকগণের সহায়তার জন্য এবং এখানে তা ইতোমধ্যেই অসাধারণ ভাল ফল দিয়েছে।

স্কাউটিং এক্ষেত্রে নিম্নলিখিত উপায়ে সাহায্য করতে পারে :

ক. স্কাউটমাস্টারের ব্যক্তিগত উদাহরণ।
খ. প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ।
গ. পরোপকার।
ঘ. আগের বালকদের ধরে রাখা।

ক. ব্যক্তিগত উদাহরণ ঃ একজন লোক কি বলেন তার চেয়ে তিনি কি করেন—সেটাই বালকদের চোখে যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিবেচিত হয় তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

তাই একজন স্কাউটমাস্টারের কাঁধে সর্বাধিক দায়িত্ব নির্ভর করছে সঠিক উদ্দেশ্যে সঠিক কাজটি করার জন্য। তাঁকে দেখাতে হবে যে, তিনি এ রকমটি করছেন। শুধু শুধু দেখানোর জন্যই তা করছেন না। এখানে শিক্ষকের চেয়ে বড় ভাইয়ের দৃষ্টিভঙ্গিতে বেশি রকম জোর দিয়ে কথা বলবেন।

খ. প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ ঃ প্রকৃতি পর্যবেক্ষণের মধ্যে আছে ধর্মোপদেশ। যেমন পাখির জীবন। প্রত্যেকটি পালকের গঠন দশ হাজার মাইল দূরের একই ধরনের পাখির অনুরূপ। তাদের দেশান্তর, বাসা তেরি, ডিমের রং, ছানার বড় হওয়া, মায়ের অবদান, খাবার যোগান, উড়ার শক্তি—সবই সম্পন্ন হয় মানুষের সাহায্য ছাড়াই—কিন্তু স্রষ্টার নিয়মের অধীনে। এসব বালকদের জন্য সর্বোত্তম ধর্মোপদেশ।

সাজানো ফুল, নানা জাতের গাছপালা, তাদের ফুলের কলি আর বাকল, নানা প্রাণী, তাদের আচরণ আর প্রজাতি, তারপর আকাশের তারা, তাদের নির্দিষ্ট অবস্থান আর মহাশূন্যে সুশৃঙ্খল পরিভ্রমণ—এসবই প্রত্যেক মানুষকে স্রষ্টার অসীমতা ও সুবিশাল পরিকল্পনা সম্পর্কে প্রথমেই ধারণা দেয়। সেখানে মানুষ অতি তুচ্ছ। এ সবই বালকদের জন্য আকর্ষণীয়। এগুলো তাদের পর্যবেক্ষণ শক্তি ও কৌতূহল বাড়ায়। কেউ যদি তাদের কাছে কেবল এসব পরিচিত করে তোলেন তাহলে তারা এই বিস্ময়কর জগতের স্রষ্টার অস্তিত্ব শনাক্ত করতে সক্ষম হবে।

আমার কাছে সকল বিস্ময়ের বড় বিস্ময় হল কেমন করে কিছু সংখ্যক শিক্ষক এই সহজ ও নিশ্চিত পদ্ধতি উপেক্ষা করে উচ্চাঙ্গের বিষয় চিন্তা করার জন্য চঞ্চল পূর্ণ-সচেতন বালকদের আকর্ষণ করার লক্ষ্যে প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে ধর্মগ্রন্থের নির্দেশ চাপিয়ে দেওয়ার পণ্ডশ্রম করছেন।

গ. পরোপকার ঃ স্কাউটমাস্টারের জন্য কিছুটা উৎসাহের বিষয় যে, প্রতিদিন পরোপকারের অনুশীলন অচিরেই বালকদের মধ্যে একটা রীতি হয়ে দেখা দেয়।

এটা শুধু তত্ত্বকথাতেই নয়, আসলে বালককে ধর্মপরায়ণ করে তোলার সর্বোত্তম পদক্ষেপ। ভাল কাজের প্রতি বালকদের একটা স্বাভাবিক প্রবণতা আছে—কেবল বাস্তব প্রয়োগের কোনো উপায় দেখলেই হল। পরোপকারের কাজ তার এই প্রবণতা মিটায়, তার উন্নয়ন সাধন করে এবং উন্নয়নের মাধ্যমে তার প্রতিবেশীদের প্রতি ধর্মীয় বদান্যতার চেতনা সৃষ্টি করে।

ভাল কাজের এই ইচ্ছার বহিঃপ্রকাশ বালকের কাছে আরও কার্যকর ও স্বাভাবিক। এটা নির্দেশনার ধারণা নিষ্ক্রিয়ভাবে গ্রহণের চেয়ে স্কাউট পদ্ধতির সঙ্গে বেশি সংগতিপূর্ণ।

ঘ. পুরানো বালকদের ধরে রাখা ঃ সাধারণ বালক শিক্ষার জ্ঞান অর্জন শুরু করার সঙ্গে সঙ্গে একজন উত্তম কর্মী-নাগরিক হিসেবে জীবন গঠনের যোগ্য ও সমৃদ্ধ ব্যক্তি রূপে দুনিয়ার কর্মক্ষেত্রে তাকে পাঠানো হয়। বিদ্যালয়ের পাঠ শেষে সাধারণত বালকদের সামনে চমৎকার কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খোলা থাকে। এতে সে যদি ইচ্ছা করে তাহলে তার পাঠ চালিয়ে যেতে পারে, অথবা পিতামাতা বাধ্য করলে দিনের কাজের শেষে সে তাতে যোগ দিতে পারে। ভাল ছেলেরা এতে যোগ দেয় এবং খুব ভালভাবে পুরাপুরি মার্জিত হয়।

কিন্তু মাঝারি ধরনের বা খারাপ ছেলেদের কি হবে ? তাদের জীবনে যখন ধারাবাহিক শিক্ষা এবং যা শিখছে তা শেষ করা দরকার তখন তাদের নানা দিকে সরে পড়তে দেওয়া হয়। পরবর্তী জীবনে তারা যা হবে তার জন্য এ সময়ে তাদের শারীরিক, মানসিক ও নৈতিক পরিবর্তনের দরকার হয়।

এখানে স্কাউট আন্দোলন বালকদের জন্য অনেক কিছু করতে পারে। আমরা সবাই এই যে গুরুত্বপূর্ণ কাজ করছি তার জন্য আমরা সিনিয়র স্কাউটদের সংগঠিত করতে পারি-যাতে তারা বালককে ধরে রাখতে পারে। তার সঙ্গে সম্পৃক্ত থাকবে এবং তাকে সর্বোত্তম আদর্শ দ্বারা অনুপ্রাণিত করবে—ভালমন্দের সংযোগ সড়কে সঠিক দিক নির্দেশনায়।

আত্মসম্মান

কোনো ধরনের শ্রদ্ধাবোধের উন্নয়নের জন্য বালককে উৎসাহিত করার কথা বলতে গেলে, আমরা তার নিজের প্রতি শ্রদ্ধা অর্থাৎ উন্নত রূপে আত্মসম্মানের গুরুত্বের কথা অবশ্যই ভুলব না।

এটা আবারও প্রাথমিক পদক্ষেপ হিসেবে প্রকৃতি পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে জন্মানো যায়। উদ্ভিদ বা পাখি বা খোলসযুক্ত মাছের শারীরতত্ত্ব পর্যবেক্ষণ করা যেতে পারে এবং স্রষ্টার বিস্ময়কর কাজ হিসেবে দেখানো যায়। তারপর একইভাবে বালকের নিজের শারীরতত্ত্ব পর্যবেক্ষণ করা যায়। অস্থি ও মাংস, পেশি, শিরা এবং তার ওপর দিয়ে গড়ে ওঠা পেশিতন্ত্র, রক্তপ্রবাহ ও শ্বাসপ্রশ্বাস , মস্তিষ্ক ও ক্রিয়াকলাপের

নিয়ন্ত্রণ—সবকিছুই ক্ষুদ্রতর পর্যায় পর্যন্ত লক্ষ লক্ষ মানুষের মধ্যে পুনরাবৃত্তি ঘটলেও কোনো দুজনের মুখের চেহারা ও আঙুলের ছাপের মধ্যে ঠিকঠিক মিল নেই। বিস্ময়কর শরীর সম্পর্কে বালকদের ধারণা দিতে হবে, এ শরীর তাকে দান করা হয়েছে স্রষ্টার নিজের সৃষ্টি ও মন্দির হিসেবে তার সংরক্ষণ ও উন্নয়নের জন্য। ভাল ও সাহসী কাজ করতে সে শারীরিকভাবে সমর্থ—যদি সে কর্তব্যবোধ ও বীরত্বের উচ্চ নৈতিক সুর দ্বারা পরিচালিত হয়।

এভাবেই আত্মসম্মানের উদ্ভব ঘটে।

এটা অবশ্যই বালককে বেশি কথা বলে বোঝানো যাবে না। ফল পাওয়ার জন্য ছেড়ে দিন। কিন্তু তার সঙ্গে সকল আচরণের মধ্যে এর অনুমান ও আশা করা উচিত। বিশেষত আত্মসম্মানবোধের উন্নয়ন সাধন করা যাবে বালককে দায়িত্ব দিয়ে, তার সর্বোত্তম সামর্থ্য দিয়ে দায়িত্ব পালনের জন্য সম্মানজনক ব্যক্তি হিসেবে তাকে বিশ্বাস করে এবং তাকে বখাটে হতে না দিয়ে সম্মান ও বিবেচনাসহ তার সঙ্গে আচরণ করে।

আনুগত্য

স্রষ্টা ও প্রতিবেশীর প্রতি শ্রদ্ধাবোধ ছাড়াও দেশের প্রতি আনুগত্য প্রয়োজন।

মানুষের মনোভাবকে সামঞ্জস্যপূর্ণ ও সঠিক প্রেক্ষিতে রাখার জন্য দেশের প্রতি আনুগত্য সবচেয়ে মূল্যবান বিষয়। এর বাইরের নিদর্শন—যেমন পতাকাকে সালাম দেওয়া, জাতীয় সংগীত বাজানোর সময় দাঁড়ানো ইত্যাদি এর বিকাশে সাহায্য করে। কিন্তু প্রয়োজনীয় বিষয় হল, এসব প্রদর্শনের মধ্যে যে সত্যিকারের চেতনা নিহিত তার উৎকর্ষ সাধন।

বালকের পক্ষে নিজের প্রতি সচেতনভাবে আনুগত্য উপলব্ধি করতে পারলে তা হবে আত্ম-সচেতনতার বড় পদক্ষেপ। অপরের প্রতি আনুগত্য প্রমাণিত হয় আত্মপ্রকাশ ও কাজের দ্বারা—পেশা দিয়ে নয়। অপরের জন্য সেবা ও আত্মত্যাগের অংশ হিসেবে থাকবে দেশের সেবার জন্য তৈরি থাকা। বৈদেশিক আগ্রাসন থেকে দেশকে রক্ষা করতে হবে। এটা প্রত্যেক নাগরিকের কর্তব্য। কিন্তু তার অর্থ এমন নয় যে, তাকে রক্তের পিপাসা বা আগ্রাসী চেতনার বিকাশ ঘটাতে হবে অথবা বালককে সামরিক কাজকর্ম ও যুদ্ধের ধারণার জন্য প্রশিক্ষণের প্রয়োজন। তার নিজের এসব বিচার করার মত বয়স হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত তা স্থগিত রাখা যায়।

বালকের শরীর ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গের ব্যায়ামের অভ্যাস গড়ে তুলুন।

২. স্বাস্থ্য ও শক্তি

জীবন গঠন ও জীবন উপভোগের জন্য উত্তম স্বাস্থ্য ও শক্তির গুরুত্ব অপরিসীম। বিষয়টি অবশ্যই চমৎকার। শিক্ষার বিষয় হিসেবে একে কেউ 'বইয়ের জ্ঞান' থেকে বেশি দামি এবং অনেকটা চরিত্রের' মতই দামি বলে মনে করতে পারেন।

আমরা স্কাউট আন্দোলনে বালকদের স্বাস্থ্য ও ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যবিধি বিষয়ে কিছু প্রশিক্ষণ দিয়ে এমন অনেক কিছু করতে পারি যা নাগরিক হিসেবে তাদের যোগ্যতার জন্য বিশেষ দরকার।

আমাদের কাজ হওয়া উচিত বালকদের খেলাধুলায় মনোভাবসম্পন্ন করা। সেই সঙ্গে তাদের দেখাতে হবে যে, নিরাপদে শ্রমশীল দৈহিক ব্যায়াম করার আগে অবশ্যই তাদের স্বাস্থ্য গঠন করতে হবে। এটা সম্ভব হবে উপযুক্ত সাধারণ খাবার গ্রহণ এবং পরিচ্ছন্নতা, নাকে শ্বাস গ্রহণ, বিশ্রাম, পোশাক, নিয়মিত অভ্যাস, সংযম ও এ ধরনের নিজস্ব স্বাস্থ্যবিধিসম্মত যত্নের মাধ্যমে। তাদের অসুস্থতার জন্য নিজেরাই দায়ী এমন ভাবতে দেওয়া আমাদের অবশ্যই পরিহার করতে হবে, কিন্তু স্বাস্থ্যবিধি প্রশিক্ষণের লক্ষ্য খেলাধুলার যোগ্যতা অর্জন—একথা তুলে ধরতে হবে।

একটি সাধারণ স্কাউট দলের সাপ্তাহিক আধ ঘণ্টার সভায় নিয়মমাফিক স্বাস্থ্যবিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। বরং আমরা বালকদের স্বাস্থ্যের জন্য ব্যক্তিগত দায়িত্ব সম্পর্কে শিক্ষা দিতে পারি।—কিভাবে তা অর্জন ও রক্ষা করা

যায়। তাছাড়া আমরা তাকে এমন কিছু ব্যায়াম শেখাতে পারি যা সে তার সুবিধামত সময়ে অনুশীলন করে তার শক্তির উন্নয়ন সাধন করতে পারে। তাতে তাকে মুক্তাঙ্গনের কার্যাবলি ও খেলাধুলায় উৎসাহিত করতে পারি। এটা তার জন্য কেবল আমোদই সৃষ্টি করবে না, বরং তাকে সারা জীবনের জন্য সুস্থ, শক্তিমান ও স্বাস্থ্যবান করে তুলবে।

দেহের স্বাস্থ্যের সঙ্গে স্নায়ুর স্বাস্থ্য ও মনের স্বাস্থ্য জড়িত।এখানেই শরীর আমাদের চরিত্রের প্রশিক্ষণের প্রয়োজন মিটায়।

গবেষণায় দেখা গেছে, আমাদের নাগরিকদের মধ্যে অযোগ্য মানুষের একটা বড় অংশ উপযুক্ত যত্ন ও সচেতনতার মাধ্যমে স্বাস্থ্যবান যোগ্য ব্যক্তি হয়ে উঠতে পারে। বিদ্যালয়ের ছেলেমেয়েদের স্বাস্থ্য সম্পর্কে কোনো কোনো প্রতিবেদনে দেখা যায় যে, প্রতি পাঁচ জনের মধ্যে একজন এমন কোনো ত্রুটিতে ভোগে যা তার পরবর্তী জীবনে যোগ্য হওয়ার বাধা হয়ে ওঠে। অথচ মনে রেখ, এই ত্রুটি হয়ত প্রতিরোধ করা যেত।

এসব খুবই মূল্যবান পরামর্শ এবং তা তাৎক্ষণিক চাহিদা ও প্রতিকারের দিকে নির্দেশ করে। আমরা যদি ঠিক সময়ে বালকদের ধরতে পারি তাহলে প্রতি বছর হাজার হাজার বালককে দুঃখজনক অর্ধযোগ্য বানানোর পথে ঠেলে না দেওয়ার বদলে তাদের শক্তিমান ও যোগ্য নাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে পারি।

এটা জাতীয় জীবনে যেমন তেমনি ব্যক্তিগত জীবনেও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

বাড়ন্ত প্রজন্মের শারীরিক প্রশিক্ষণের উন্নয়নের জন্য সাধারণভাবে অনেক কথাই বলা হয়। তবে এ ক্ষেত্রে আমাদের কাজ করার সীমাহীন সুযোগ রয়েছে।

কিন্তু আমি স্কাউটমাস্টারদের সাবধান করে দিতে চাই যে, তাঁরা যেন এই চাহিদার ফলে ভুল পথে পরিচালিত না হন।

আপনি ৩৪ পৃষ্ঠার তালিকা থেকে জেনেছেন যে স্কাউটিংয়ে চরিত্র ও দৈহিক স্বাস্থ্য কিভাবে ও কেন দুটি প্রধান বিষয় হিসেবে বিবেচিত হয়। আপনি আরও জেনেছেন সেসব অর্জনের জন্য আমরা কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করে থাকি।

কিন্তু মনে রাখবেন শারীরিক স্বাস্থ্য কখনই শারীরিক কুচকাওয়াজের ফল নয়।

সামরিক বাহিনীতে যে শারীরিক প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় তা খুব সতর্কতার সঙ্গে চিন্তা করা হয়েছে এবং এর উদ্দেশ্যের জন্য তা খুবই চমৎকার। এটা পুরুষের পেশি গঠনের জন্য খুবই উপযোগী পদ্ধতি এবং সৈনিকেরা এই উদ্দীপনাপূর্ণ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে অপূর্ব উন্নয়ন সাধন করছে।

কিন্তু এটা প্রায়ই কৃত্রিম হয়ে পড়ে এবং স্বাভাবিক অর্জনের মত তা হয় না।

বিধাতা শারীরিক ফাঁকির ব্যবস্থা করেন নি। জুলু যোদ্ধারা এদিক থেকে চমৎকার নমুনা হলেও তারা কখনই সুইডিস কুচকাওয়াজে অভ্যস্ত নয়। এমন কি সাধারণ বালকও —যে ফুটবল খেলে এবং মাঝে মধ্যে ব্যায়াম করে শরীর সুগঠিত করছে, ভবিষ্যতে শরীর সুগঠিত রাখার জন্য তার কুচকাওয়াজের কমই প্রয়োজন পড়ে।

চমৎকার মুক্তাঙ্গনের খেলাধুলা, পরিভ্রমণ ও শিবিরবাস, পুষ্টিকর খাবার সেই সঙ্গে পর্যাপ্ত বিশ্রাম—এসব কোনো কৃত্রিমভাবে নয়, স্বাভাবিকভাবেই বালকের জন্য স্বাস্থ্য ও শক্তি আনয়ন করে।

কেউই এর সঙ্গে দ্বিমত পোষণ করবেন না। তত্ত্বীয় দিক থেকে তা খুবই সাধারণ হলেও তার প্রয়োগে আমরা কিছু বাধার মুখোমুখি হই।

আপনার শহুরে বালক অথবা সারা দিন কারখানায় কর্মরত কর্মী কখনই খেলার জন্য বাইরে যেতে পারে না। মুক্তাঙ্গনের কর্মী আর গাঁয়ের বালক খোলা বাতাসে বেশি থাকে বলে তার অধিকারবশতই বেশি সুযোগ পেয়ে থাকে। কিন্তু গাঁয়ের বালক খুব কমই জানে কিকরে খেলতে হয়। এমনকি কিভাবে দৌড়াতে হয় তাও জানে না।

তবে এটা খুবই বিস্ময়কর যখন দেখা যায় খুব কম বালকই দৌড়াতে সক্ষম।

কেবল দৌড়ানোর অনুশীলনের মাধ্যমেই স্বাভাবিক, সহজ হালকা পদক্ষেপ এসে থাকে। এটা ছাড়া বেচারা বালক হয় গেঁয়ো লোকের থপথপ করে কষ্টকর চলা রপ্ত করে, না হয় শহুরে মানুষের তালগোল পাকানো চলার মত চলে। (এতে মানুষের হাঁটায় কি ধরনের চরিত্র আরোপ করে।)

পরিকল্পিত খেলাধুলা

স্কাউটিংয়ের অন্যতম উদ্দেশ্য হল দলীয় খেলাধুলা ও কার্যাবলির ব্যবস্থা করা—যা বালকদের স্বাস্থ্য ও শক্তির উৎকর্ষ ঘটাতে পারে এবং চরিত্র গঠনে সহায়তা করে। এসব খেলা আকর্ষণীয় ও প্রতিযোগিতামূলক হতে হবে ! এগুলোর মাধ্যমে আমরা সাহস, নিয়মানুবর্তিতা, শৃঙ্খলা, আত্মসংযম, আন্তরিকতা, সহিষ্ণুতা, নেতৃত্ব ও স্বার্থহীন দলীয় খেলার ধারণা দিতে পারি।

এসব খেলাধুলা ও অনুশীলনের নমুনা হল ঃ সবধরনের মই, দড়ি, গাছ, পাহাড় ইত্যাদিতে আরোহণ করা ; পাথরে লাফানো ও কাঠের তক্তার ওপর হাঁটার প্রতিযোগিতা ; কাঁটাওয়ালা লাঠিতে ঠেকানো কাঠের পিপার ওপর প্রতিবন্ধকতা দৌড়, চোখের দৃষ্টি বাড়ানোর জন্য বিন্দুদর্শন, বল ছোঁড়া ও ধরা, মুষ্টিযুদ্ধ, কুস্তি, সাঁতার, পরিভ্রমণ, দড়ি লাফানো, এক পায়ে লাফানো, রিলে দৌড়, মোরগ লড়াই, লোকনৃত্য, কর্মসঙ্গীত ও গান গাওয়া ইত্যাদি। এই সব খেলাধুলা ও অপর কার্যাবলি বিভিন্ন উপাদানের মধ্যে ব্যাপক ও বৈচিত্র্যময় প্রতিযোগিতার কর্মসূচির সূচনা করতে পারে। এসব কোনো কল্পনাপ্রবণ স্কাউটমাস্টার প্রয়োজনীয় দৈহিক বিষয়ের উন্নয়নে প্রয়োগ করতে পারেন।

আমার মতে এ ধরনের প্রাণশক্তিসম্পন্ন স্কাউট-খেলাধুলা শারীরিক শিক্ষার শ্রেষ্ঠতম উপায়। কারণ এদের বেশির ভাগই নৈতিক শিক্ষাও দান করে এবং বেশির ভাগ খেলাই ব্যয়বহুল নয়। তাছাড়া এসবের জন্য ভাল মাঠ বা সরঞ্জামেরও প্রয়োজন নেই।

যতদূর সম্ভব, সব খেলা ও প্রতিযোগিতারই আয়োজন করা দরকার—যাতে সকল স্কাউটই অংশগ্রহণ করতে পারে। কারণ আমরা চাই না যে, দু একজন মেধাবী অংশগ্রহণকারী থাকুক আর বাদবাকি সবাই অকাজের হোক। সবাইকে

অনুশীলন করতে হবে এবং সবাইকেই বেশ ভাল হতে হবে। খেলাধুলাকে দলীয় খেলা হিসেবে আয়োজন করতে হবে, সেখানে এক একটি উপদল এক একটি দলের মত হবে। যে প্রতিযোগিতায় বাছাইয়ের জন্য অনেক প্রতিযোগী থাকে সেখানে প্রচলিত নিয়মে বিজয়ীদের বাছাই না করে পরাজিতদের বাছাই করতে হবে এবং খেলা হবে সর্বোত্তম প্রতিযোগীর পরিবর্তে সবচেয়ে খারাপ প্রতিযোগীকে চিহ্নিত করা। ভাল যারা তারা খারাপ না করার জন্য চেষ্টা করবে, কারণ তাদের পুরস্কার পেতে হবে। এ ধরনের প্রতিযোগিতা পেছনে-পড়াদের সর্বাধিক অনুশীলনের সুযোগ দেয়।

আমরা স্কাউটিংয়ে শহর বা গ্রামের সব বালককেই খেলায় খেলোয়াড় হতে শেখাই। এভাবে সে জীবন উপভোগ করতে শিখে এবং একই সঙ্গে সে তার শারীরিক ও নৈতিক অবস্থা জোরদার করতে শিখে।

শারীরিক ব্যায়াম

যেখানে আপনি খেলাধুলায় ভাল ও সবসময় সুযোগ পান না, সেখানে শারীরিক ব্যায়াম হল উৎসাহজনক উন্নয়ন পদ্ধতি। খেলাধুলার বাড়তি কিছু কাজে তা ভালভাবে লাগানো যায়। তবে সেখানে থাকতে হবে :

১. সেগুলোকে সম্পূর্ণভাবে ড্রিল বানানো যাবে না। বরং তা এমন কিছু হবে যা সব বালক সহজেই বুঝতে পারে এবং নিজের জন্য ভাল মনে করে অনুশীলন করতে পারে।

২. প্রশিক্ষকের শারীরতত্ত্ব সম্পর্কে এবং তরুণ অগঠিত শরীরের ওপর অতিরিক্ত দৈহিক অনুশীলনের সম্ভাব্য ক্ষতি সম্পর্কে কিছু জ্ঞান থাকতে হবে। 'বালকদের স্কাউট শিক্ষা' বইয়ে যে ছয়টি শারীরিক ব্যায়াম উল্লেখ করা হয়েছে তা শারীরতত্ত্ববিদ্যায় অনভিজ্ঞ স্কাউটমাস্টার কোনো বিপদ ছাড়াই বালকদের শিক্ষা দিতে পারেন। (এই সব ব্যায়াম স্কাউটদের নিজেরই করা উচিত। একবার যদি সে সঠিক প্রক্রিয়া ও শ্বাস প্রশ্বাস বুঝে নিতে পারে তাহলে সে তার সুবিধা মত সময়ে নিজের বাড়িতেই তা করতে পারবে এবং তা কখনই দল-সভার নিয়মিত অংশ হওয়া উচিত নয়।)

বালকদের যাতে নিজের শরীর ও অঙ্গের ব্যায়ামে আগ্রহশীল করে তুলতে পারে এবং পরিপূর্ণ দক্ষতা অর্জন না করা পর্যন্ত সাহস ও ধৈর্যের সঙ্গে কঠিন কৃতিত্বের চর্চা করতে পারে সেজন্য আমাদের সবকিছু করা উচিত।

উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, এটা চমৎকার ব্যবস্থা হবে যদি প্রত্যেক দল 'দাঁড়িয়ে উঁচু লাফ', 'ত্রিলম্ফ (হপ স্টেপ এন্ড জাম্প)', 'ব্যাগ তোলা' বা এ ধরনের সাধারণ ব্যায়ামের চর্চায় একটা মান অর্জন করে। তাহলে প্রত্যেক স্কাউট তার নিজের সামর্থ্য বাড়ানোর চেষ্টা করবে এবং একটা উঁচু মানে পৌঁছবে।

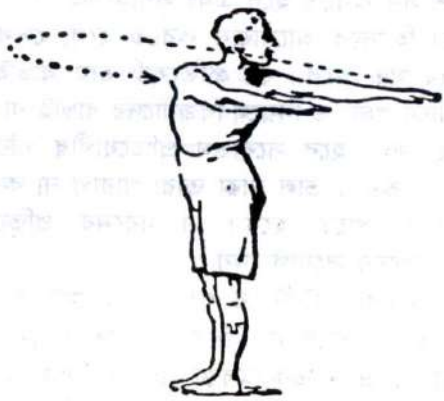

প্রত্যেক বালককে বোঝাতে হবে যে, সে একজন দায়িত্ববান ব্যক্তি। তাই সে তার শরীর ও স্বাস্থ্যের যত্নের জন্য দায়ী। তার শরীরের সর্বোত্তম উন্নতি ঘটানো স্রষ্টার প্রতি তার দায়িত্বের অংশ।

এছাড়া যেকোনো ধরনের দলীয় পোশাক বালকদের আকর্ষণ করে। এটা তার খেলাধুলায় দলীয় চেতনার সঞ্চার করে। স্বভাবতই খেলার আগে ও পরে পোশাক বদলাতে হয়। এতে সে শরীর মেজে গোসল করে পরিচ্ছন্ন হতে উৎসাহবোধ করে।

প্রত্যেক বালককে বুঝতে হবে যে, সে একজন দায়িত্বশীল মানুষ এবং সেজন্য সে তার শরীর ও স্বাস্থ্যের জন্য দায়ী। তার শরীরকে সর্বোত্তমভাবে গঠন করা স্রষ্টার প্রতি তার দায়িত্বের অংশ।

'কিভাবে যোগ্য রাখতে হবে'—বিষয়টা এমন যে একজন খেলাধুলাপ্রিয় বালক এ ব্যাপারে নিজের গভীর মনোযোগ দেয় এবং নিজের যত্ন, খাদ্যগুণ, স্বাস্থ্যবিধি, আত্মতৃপ্তি, ধৈর্য ইত্যাদি ইত্যাদি বিষয়ে মূল্যবান নির্দেশনার ভিত্তি গড়ে তুলতে পারে। এর সবকিছুই শারীরিক শিক্ষা।

ড্রিল

কেউ হয়ত বালকদের অধিকতর দৈহিক উন্নয়নের ব্যাপারে উত্তম পদ্ধতি হিসেবে ড্রিলের পক্ষে অনেককে বলতে শুনে থাকতে পারেন। আমাকে আমার আমলে ড্রিলের ব্যাপারে অনেক কিছু করতে হয়েছে। লোকেরা যদি মনে করে যে, সপ্তাহে এক ঘণ্টা করে ড্রিল করিয়ে বালকদের শারীরিক শক্তির উন্নতি ঘটাতে পারবে তাহলে তারা নৈরাশ্যজনক ফলাফলের মুখোমুখি হবে।

সৈনিকদের দিনের পর দিন, মাসের পর মাস যে ড্রিল করানো হয় তাতে সন্দেহাতীতভাবে তাদের যথেষ্ট শারীরিক উন্নতি ঘটে। কিন্তু তাদের প্রশিক্ষকগণ—যাঁরা উত্তম প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত বিশেষজ্ঞ, তাঁরা তাঁদের শিক্ষার্থীকে ক্রমাগতভাবে তাঁদের দায়িত্বে ও কঠোর শৃঙ্খলার মধ্যে রাখেন। এর পরেও তাঁরা মাঝে মধ্যে ভুল করে ফেলেন। এসব বয়স্ক ও সুগঠিত দেহধারী ব্যক্তিদের মধ্যেও হৃদরোগ ও অন্যান্য সমস্যা বিরল নয়।

তাছাড়া ড্রিল হল নির্দেশনার বিষয়, বালকদের ওপর তা জোর করে চাপিয়ে দেওয়া হয়। এটা কোনোভাবেই শিক্ষার কোনো বিষয় নয়—যা তারা নিজেরাই শিখতে পারে।

স্কাউটদের ড্রিলের ব্যাপারে আমি স্কাউটমাস্টারদের বারবার মনে করিয়ে দিয়েছি একে বাহুল্য বলে পরিহার করার জন্য। সামরিকীকরণের ব্যাপারে কোনো কোনো অভিভাবকের আপত্তি থাকা সত্ত্বেও কেউ হয়ত এর প্রতি বিরূপ। কারণ দ্বিতীয় শ্রেণীর স্কাউটমাস্টার স্কাউটিংয়ের উচ্চ আদর্শ (যেমন ব্যক্তিগতভাবে টেনে আনা) দেখতে পান না। তিনি তা নিজে দেখে থাকলেও শিক্ষাদানের স্বকীয় ক্ষমতা তাঁর নেই। তিনি ড্রিলেই ফিরে যেতে চান যাতে তাঁর বালকেরা কোনো কুচকাওয়াজে দেখানোর মত সহজে কিছু করতে পারে।

সেই সঙ্গে স্কাউটমাস্টারেরা কখনও কখনও অন্য পথে অনেক দূর চলে যান এবং বালকের আপাত শৃঙ্খলা ও চটপটে ভাব ছাড়াই সবজায়গায় ঢিলেঢালা হওয়ার সুযোগ দেন। এটা খুবই খারাপ। আপনি একটা সোনালি উপায় চান-সেটা হল, বালকদের চটপটে ভাব ও আচরণের মধ্যে কি চান তা দেখানোর জন্য প্রয়োজনীয় নির্দেশনা এবং একটি চমৎকার দলীয় চেতনার ভাণ্ডার—যা দিয়ে তাদের শক্ত করে তুলতে ও দলের সম্মান বৃদ্ধির জন্য যোগ্য মানুষ গড়ে তুলতে চান। এই মনোভাব গঠনের জন্য কখনও কখনও ড্রিল দরকার। কিন্তু এর চেয়ে বেশি মূল্যবান স্কাউট প্রশিক্ষণের পরিবর্তে একে প্রশ্রয় দেওয়া উচিত নয়।

আমরা স্কাউটিংয়ে যাকিছু ড্রিলের দরকার মনে করি তার মাধ্যমে আমাদের বালকদের তুলে ধরতে চাই এবং চাই তারা মানুষের মত চলুক, ভেড়ার মত নয়। এর জন্য দরকার দলসভার শুরুতে কয়েক মিনিটের নীরব ড্রিল অথবা সুযোগমত কোনো খেলা। যদিও আমরা ড্রিলকে একেবারে উপেক্ষা করতে চাই না, তবুও অগ্নিপ্রতিরোধ, গরুর গাড়ি চালানো, জীবনতরী নামানো, সেতু তৈরি ও অন্যান্য ধরনের ব্যায়ামের ড্রিল বেশি পছন্দনীয়। এগুলোর জন্য দরকার সমপরিমাণ চটপটেভাব, কাজকর্ম ও শৃঙ্খলা। কিন্তু ব্যাপার হল, সম্পূর্ণ দলের সাফল্যের লক্ষ্যে নিজ নিজ অংশের বিশেষ কাজটুকু করার জন্য বালকেরা মাথা খাটায়। তাছাড়া এসবের প্রতিযোগিতায় বালকদের এবং সেই সঙ্গে দর্শকদেরও সবচেয়ে বেশি আগ্রহ থাকে। এর বাইরে একটি দিক হল তারা নৈতিকতা ও ন্যায়বিচারের সৃষ্টি করতে পারে।

বালকদের মধ্যে বিষয়টি এমন হওয়া উচিত যে, নিজের দল পরাজিত হলে তারা কখনও বিদ্বেষ-পরায়ণ হবে না অথবা বিচারকের ত্রুটির ইঙ্গিত করবে না। আবার বিপক্ষ দলের কৌশলের সমালোচনাও করবে না। তাছাড়া নিজেরা যতই নিরাশ হোক না কেন অপর পক্ষের আন্তরিক প্রশংসা করবে। এটাই সত্যিকারের আত্মশৃঙ্খলা ও স্বার্থহীনতা। এটা সবদিকেই শুভেচ্ছার বিকাশ ঘটাবে—যা কুসংস্কার ভাঙার জন্য বেশি প্রয়োজন।

আমি একটি সুদক্ষ সেনাবাহিনীকে জানি যেখানে শিক্ষানবিশেরা খুবই কম ড্রিল করেছে। তাদের নিজেদের নিয়ন্ত্রণের পদ্ধতি যখন একবার দেখানো হল, তখন তাদের

বলা হয়, তারা যখন একে অভ্যাসে পরিণত করবে তখন তাদের বাইরে যেতে দেওয়া হবে এবং তারা তখন সাধারণ সৈনিকের মতই আনন্দ উপভোগ করবে ও কর্তব্য পালন করবে। এটা তাদের নিজেদের ব্যাপার—তারা মাসের পর মাস ড্রিল করে তা করবে না এমনিভাবে শিখবে। তারা নিজেরা পরস্পর ড্রিল করে সাধারণ সময়ের চেয়ে অর্ধেক সময়ের মধ্যে তাদের শিক্ষানবিশ কাল পার হয়ে গেল।

আরও একবার নির্দেশনার বিরোধিতা করল শিক্ষা। সৈন্যদের কাছে প্রত্যাশা করে আর তাদের দায়িত্ব দিয়ে সুফল পাওয়া গেল। আমি বিশ্বাস করি, ঠিক এই পদ্ধতিতে আপনি বালকদের স্বাস্থ্যের সর্বোত্তম উন্নতি ঘটাতে পারেন।

তবে স্বাভাবিক খেলাধুলা, নির্মল বায়ুর প্রাচুর্য, স্বাস্থ্যকর খাবার ও প্রয়োজনীয় বিশ্রাম এসবই যেকোনো পরিমাণ শারীরিক ও সামরিক ড্রিলের চেয়ে অনেক বেশি সুগঠিত স্বাস্থ্যবান বালক গড়ে তুলতে পারে।

বহিরাঙ্গণ

ষাঁড়ের মত শক্তির জন্য দরকার অক্সিজেন। আমি একবার এক স্কাউট দলের প্রধান কার্যালয়ে তাদের খুবই দক্ষ দৈহিক ড্রিল দেখেছিলাম। সেটা ছিল খুবই সতেজ ও উত্তম। কিন্তু সেখানে বাতাস ছিল না বলে আমার মাথায় পরচুলা হয়ে ছিল সামান্য দুর্গন্ধযুক্ত। সেখানে কোনো বায়ু চলাচল ছিল না। বালকেরা সেখানে যন্ত্রের মত কাজ করছিল। কিন্তু আসলে তারা বিষ শোষণ করে রক্ত সতেজ করার বদলে তাদের কাজ পণ্ড করে দিচ্ছিল।

নির্মল বায়ু দৈহিক ব্যায়ামে সুফল আনয়নে আধাআধি যুদ্ধের মত কাজ করে। যখন তা সম্ভব হয় তখন যেমন ত্বকের মাধ্যমে তেমনি তা নাকের ভেতর দিয়ে গ্রহণ করা সুবিধাজনক হতে পারে।

হ্যাঁ—এই মুক্তবাতাস হল সফলতার গোপন চাবিকাঠি। স্কাউটিংয়ের জন্য যতদূর সম্ভব বহিরাঙ্গণের কার্যাবলির উন্নয়ন সাধন করা দরকার। আমি একবার এক বড় শহরের স্কাউটমাস্টারকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, তিনি রবিবারের পরিভ্রমণের কাজটি শহরের পার্কে না গ্রামে কোথায় আয়োজন করেন।

তিনি সেসব মোটেই করেন না। কেন নয় ? কারণ তাঁর বালকেরা এসব ব্যাপারকে মোটেই গুরুত্ব দেয় না। বরং তারা শনিবার বিকেলে তাদের সভাকক্ষে আসা পছন্দ করে।

এই হতভাগা ছোট বেচারারা এটা পছন্দ করে, কারণ তারা ঘরের মধ্যে থাকতেই অভ্যস্ত। কিন্তু আমরা স্কাউটদের এ রকম হওয়ার ব্যাপারে বাধা দিই। আমাদের লক্ষ্য তাদের ঘর থেকে বের করা এবং বাইরের কাজ তাদের কাছে আকর্ষণীয় করে তুলতে চাই।

আলেকজান্ডার ড্যুমা লিখেছেন, 'আমি যদি ফ্রান্সের রাজা হতাম তাহলে বার বছরের নিচে কোনো শিশুকে শহরে আসতে দিতাম না। তখন পর্যন্ত এই কিশোরেরা

খোলা জায়গায় বাস করবে—সূর্যের আলোয়, মাঠে ময়দানে, বনেজঙ্গলে, কুকুর ও ঘোড়ার সাহচর্যে, প্রকৃতির মুখোমুখি। এতে তাদের শরীর শক্তিশালী হবে, বোঝার জন্য বুদ্ধি বাড়বে, আত্মায় সঞ্চারিত হবে কবিত্বের প্রেরণা এবং মনের মধ্যে জাগবে কৌতূহল। শিক্ষার জন্য সারা বিশ্বের ব্যাকরণ বইয়ের চেয়ে তা বেশি মূল্যবান।

'তারা রাতের শব্দ আর নীরবতা উপলব্ধি করতে পারবে। তারা লাভ করবে সর্বোত্তম ধর্মের অনুভূতি—যেখানে বিধাতা তাঁর প্রতিদিনের বিস্ময়ের গৌরবজনক দৃশ্যের প্রকাশ ঘটান।

'বার বছর বয়সে শক্ত, উন্নত মন ও উপলব্ধির পরিপূর্ণতা নিয়ে তারা পদ্ধতিগত নির্দেশনা গ্রহণে সমর্থ হবে। সেটাই তখন তাদের শিক্ষা প্রদানের সঠিক সময়। চার বা পাঁচ বছরের মধ্যে সহজেই এই চেতনার অনুপ্রবেশ ঘটানো যাবে।

'কিশোরদের জন্য দুর্ভাগ্য কিন্তু ফ্রান্সের জন্য খুশির ব্যাপার যে, আমি রাজা হতে পারি নি।

'আমি যাকিছু করতে পারি তা হল উপদেশ দেওয়া ও পথনির্দেশ করা। পথটি হল—শিশুর জীবনে প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে শারীরিক শিক্ষা দান করা।'

বিশেষভাবে স্কাউটদের মধ্যে সঠিক পথে তা দিতে পারলে তা হবে এক্ষেত্রে একটা বড় পদক্ষেপ।

মুক্তাঙ্গন স্কাউটিংয়ের আসল উদ্দেশ্য এবং এর সাফল্যের চাবি। তবে আমরা শহুরে জীবনে বেশি অভ্যস্ত বলে আমাদের উদ্দেশ্য ব্যাহত হয় এবং বিপরীতে কাজ করতে হয়।

আমরা কোনো সমিতি নই—রবিবারের পাঠশালাও নয়। কিন্তু তা হল বনের বিদ্যালয়। স্কাউট ও স্কাউটারের দেহ ও মনের স্বাস্থ্যের জন্য আমাদের অবশ্যই আরও বেশি করে মুক্তাঙ্গনে যেতে হবে।

স্কাউটিংয়ের শিবিরবাসে বালকেরা সামনের দিকে দেখে এবং স্কাউটমাস্টারের জন্য তা মস্ত বড় সুযোগ।

শিবির জীবন কোনো বালককেই আকর্ষণ করতে ব্যর্থ হয় না। এতে আছে মুক্তাঙ্গনের জীবন, বন্য প্রকৃতির স্বাদ, রান্নার বিশেষ ব্যবস্থা, বনজঙ্গলে বা মাঠে ময়দানে খেলাধুলা, চিহ্ন অনুসরণ, পথ খুঁজে বের করা, অভিযাত্রা, যৎকিঞ্চিৎ কষ্ট—এবং আমোদে ভরা তাঁবু জলসার গান।

আমরা চাই মুক্তাঙ্গনের বিস্তৃত জায়গা। জায়গাটা হবে নিজেদের। সেটা হতে পারে স্থায়ী শিবিরবাসের ময়দান। সেখানে থাকবে স্কাউটদের সহজ প্রবেশাধিকার। আন্দোলনের সম্প্রসারণ ঘটছে বলে স্কাউটিংয়ের সকল কেন্দ্রে এসব নিয়মিত থাকা উচিত।

এসব বড় উদ্দেশ্য সাধন ছাড়াও এ ধরনের শিবিরের দ্বিগুণ মূল্য আছে। সেটা কর্মকর্তাদের জন্য প্রশিক্ষণ কেন্দ্র হতে পারে। সেখানে তাঁরা শিবিরকলা ও প্রকৃতি পাঠের প্রশিক্ষণ পাবেন এবং সর্বোপরি তাঁরা মুক্তাঙ্গনের তথা বনকলার ভ্রাতৃত্ববোধের চেতনা আত্মস্থ করতে পারবেন।

বিগত বছরগুলোতে স্কাউটারগণের জন্য প্রশিক্ষণ এবং স্কাউটদের জন্য শিবিরবাসের উদ্দেশ্যে অনেক জায়গা সংগ্রহ করা হয়েছে। এই স্থায়ী মাঠগুলো শিবির জীবনের জন্য খুবই মূল্যবান বলে প্রমাণিত হয়েছে। কিন্তু আমরা আরও কিছু চাই এবং এসব মাঠ আমাদের শহরের দালানে ঘিরে ফেলার আগেই তা চাই।

আমি 'শিবির জীবন' কথাটা ব্যবহার করেছি। মনে রাখতে হবে এই 'শিবির জীবন' একই 'ক্যানভাসের নিচে বাস করা' থেকে আলাদা রকম।

খুব বেশি দিন আগে নয়, আমাকে বিদ্যালয়ের বালকদের একটি বিশেষ ধরনের শিবির দেখানো হয়েছিল। সেখানে সারিবদ্ধ কতগুলো তাঁবু চমৎকারভাবে খাটানো, বিশাল তাঁবুর নিচে খাবারের ব্যবস্থা এবং পাচকের ঘর। সেখানে ইঁটের তৈরি পথ এবং কাঠের তৈরি গোসলখানা-পায়খানা। সেখানে সবকিছুই সুপরিকল্পিত এবং ঠিকাদার দিয়ে তৈরি। যে কর্তাব্যক্তি এসব তৈরি করিয়েছেন তিনি কেবল কিছু টাকা দিয়ে দিয়েছেন এবং সবকিছুই তৈরি হয়ে গেছে। এটা ছিল খুবই সাধারণ এবং ব্যবসায়ের মত।

এ ব্যাপারে আমার একমাত্র অভিযোগ হল এটা কোনো শিবিরবাস ছিল না। ক্যানভাসের নিচে বসবাস করা শিবিরবাস থেকে সম্পূর্ণ আলাদা ব্যাপার। বলতে গেলে যেকোনো গর্দভই ক্যানভাসের নিচে বাস করতে পারে—সেখানে সে এমন একটি দলের একজন যার জন্য সবকিছুই তৈরি করা আছে। কিন্তু এসব কিছু তো তার বাড়িতেও আছে, সেখানেই সে থাকতে পারে।

স্কাউটিংয়ে আমরা জানি যে বালকদের কি আকর্ষণ করে এবং সেই সঙ্গে কি তাদের জন্য শিক্ষণীয়।—সেটাই আসল শিবিরবাস। সেখানে তারা তাদের শিবির বাসের জন্য সবকিছু নিজেরাই তৈরি করবে। এমন কি তাদের নিজেদের তাঁবু আগেই খাটাবে এবং নিজেদের খাবারের জন্য নিজেরা রান্না করা শিখবে।

কোনো ভিন্ন জায়গায় তাঁবু খাটানো এবং উপদলগুলোর জন্য এক একটি কোণ নির্বাচন করা, পানি ও জ্বালানি কাঠের ব্যবস্থা করা, গোসলের জায়গা, রান্নার জায়গা, পায়খানা, আবর্জনার গর্ত ইত্যাদি তৈরি করা, শিবিরের সুযোগ-সুবিধার ব্যবহার করা এবং শিবিরের রান্নার বাসনপত্র ও আসবাব—এসব গভীর আগ্রহের সৃষ্টি করবে এবং মূল্যবান প্রশিক্ষণ দিবে।

যেখানে তাঁবু-শহরে আপনার বিপুল সংখ্যক বালক আছে সেখানে তাদের সবাইকে কাজ দেওয়ার জন্য ড্রিল ও বিশেষ কিছু শিক্ষা দিতে বাধ্য হন। অন্যদিকে কয়েকটি উপদল নিয়ে তাদের শিবিরের কাজে প্রচুর সময় দিয়েও প্রকৃতিপাঠের শিক্ষার প্রচুর সুযোগ থাকে এবং গ্রাম গ্রামান্তরে দৌড়াদৌড়ি, পরিভ্রমণ ও বনের মুক্তাঙ্গনের জীবনের মাধ্যমে দেহ ও মনের স্বাস্থ্যের উন্নয়নের সুযোগ পায়।

আমার আদর্শ শিবির হল সেটি যেখানে প্রত্যেকেই হাসিখুশি ও ব্যস্ত থাকে ; যেখানে যেকোনো পরিস্থিতিতে উপদলকে একসঙ্গে রাখা হয় এবং যেখানে প্রত্যেকটি উপদল নেতা ও স্কাউট তাদের শিবির ও গেজেট সম্পর্কে প্রকৃত গৌরব অনুভব করে।

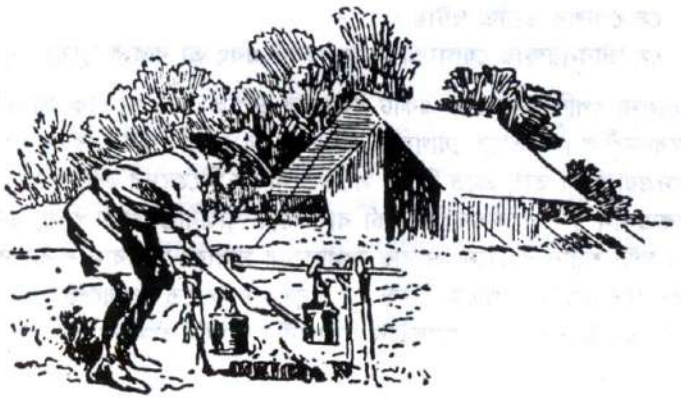

শিবির হল দলের সাফল্যের জন্য অপরিহার্য। কিন্তু শিবির হতে হবে অবশ্যই কর্মব্যস্ত এবং শিবির যেন লক্ষ্যহীন সময়ক্ষেপণ না হয়।

ছোটখাট শিবিরে স্কাউটমাস্টারের উদাহরণের মাধ্যমে অনেক কিছু করা যায়। সেখানে আপনি আপনার বালকদের সঙ্গেই বসবাস করছেন এবং তারা সচেতন না হয়েই আপনাকে অনুসরণ করছে। আপনি হয়ত তা খেয়ালও করেন নি।

আপনি যদি অলস হন তাহলে তারাও অলস হবে। আপনি যদি পরিচ্ছন্নতাকে অভ্যাসে পরিণত করেন তাহলে তারাও তা করবে। আপনি যদি শিবিরের উপকরণ আবিষ্কারে চাতুর্য দেখান তাহলে তারা হবে আপনার প্রতিদ্বন্দ্বী আবিষ্কারক এবং এ ধরনের আরও অনেক কিছু করবে।

বালকদের নিজেদের যা যা করা উচিত সেসব কাজের তেমন কিছু আপনি করবেন না। আপনি কেবল দেখুন যে তারা তা করছে। 'আপনি যদি চান যে কাজটি তারা করুক, তাহলে আপনি নিজে কিছু করবেন না'—এটাই হবে যথার্থ মূলমন্ত্র।

আমরা স্থানীয় নির্দেশনামত প্রকৃত স্বাস্থ্যপ্রদ ও পরিচ্ছন্ন শিবিরই কেবল চাই না, বরং এমন শিবির চাই যেখানে বালকেরা কাছাকাছি বনজঙ্গলের জীবন ও অভিযাত্রা উপভোগ করতে পারে।

সাঁতার, নৌচালনা, সংকেত

সাঁতার ঃ বিভিন্ন ধরনের শারীরিক প্রশিক্ষণের মধ্যে সাঁতারের সুবিধাগুলো নিম্নরূপ :

বালকেরা এতে আমোদ পায় এবং শিখতে আগ্রহী হয়।
সে পরিচ্ছন্নতা ভোগ করে।
সে সাঁতারের কৌশল শিখতে গিয়ে সাহস অর্জন করে।
সে দক্ষতা লাভ করতে গিয়ে আত্মবিশ্বাস অর্জন করে।

সে তার বুক ও শ্বাসযন্ত্রের উন্নতি ঘটায়।
সে পেশির উন্নতি ঘটায়।
সে জীবনরক্ষার যোগ্যতা অর্জন করে এবং তা করার সুযোগ খুঁজে।

নৌচালনা পেশি উন্নয়নের একটি চমৎকার উপায় এবং প্রত্যেক স্কাউটের কাছে প্রবল আবেদনশীল। সাঁতারে যোগ্যতা অর্জন করার পরই কেবল তাকে এ ব্যাপারে অনুমতি দেওয়া হয়। তাই এতে বিপুল সংখ্যক বালক নিজেদের জড়িত করে থাকে।

সংকেতদান ঃ সংকেতদানের চর্চা বালকদের বুদ্ধিবৃত্তি শিক্ষা দেয়, একই সঙ্গে ঘণ্টার পর ঘণ্টা শরীর বাঁকানো ও বাহু সঞ্চালনের মাধ্যমে মূল্যবান শারীরিক ব্যায়াম ও চোখেরও প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকে। কিন্তু এর অনুশীলন করতে হয় ঘরের বাইরে—যাতে তা উপযোগিতা, উদ্দেশ্য বা রোমাঞ্চহীন অভ্যন্তরীণ ব্যায়াম হয়ে না যায়।

ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য

পরিচ্ছন্নতা

পরিচ্ছন্নতা ভেতরে যেমন বাইরেও তেমনি—স্বাস্থ্যের জন্য প্রধান গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

কোথায়ও গোসল করা অসম্ভব হলে ভিজা তোয়ালে দিয়ে শরীরটাকে ঘষে নিতে হবে। আপনার বালকদের এমন অভ্যাস করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এছাড়া খাবারের আগে এবং প্রতিদিনের প্রাতঃক্রিয়াদির পর হাত ধোয়ার অভ্যাসও গুরুত্বপূর্ণ। স্কাউটেরা যে কার্যকর জনসেবা করে শুধু তা করলেই চলবে না। বরং পরিচ্ছন্নতা ভালভাবে রক্ষা করা যায় মশামাছি মেরে ফেলার মাধ্যমে। এরা যে রোগ-জীবাণু পায়ের মাধ্যমে বহন করে এবং তাতে যে জনজীবনে বিষ ছড়ায় সে সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি করা দরকার।

খাবার

খাবার বাড়ন্ত বয়সের বালকদের জন্য সবচেয়ে বেশি বিবেচনার বিষয়। এব্যাপারে পিতামাতা ও তাঁদের সন্তানদের মধ্যে খুব বেশি অজ্ঞতা বিদ্যমান। উপযুক্ত আহার বালকদের শরীরের শক্তি ও স্বাস্থ্যের জন্য খুবই সহায়ক। বিশেষভাবে শিবির জীবনে এর গুরুত্ব সম্পর্কে স্কাউটমাস্টারের অবশ্যই কিছু জানা থাকা উচিত।

পরিমাণের বেলায় তের থেকে পনের বছর বয়সী বালকের খাদ্যের দরকার একজন পূর্ণবয়স্ক মানুষের খাদ্যের শতকরা ৮০ ভাগ। অনুমতি দিলে সে পরমানন্দে ১৫০ ভাগ উদরস্থ করে ফেলবে।

এ ভাবে মিতাচার প্রশিক্ষণের নৈতিক ও দৈহিক বিষয় হয়ে পড়ে।

সংযম

বালকের শিক্ষার সকল বিষয়ের মধ্যে সবচেয়ে কঠিন ও সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের অন্যতম হল যৌন স্বাস্থ্য। দেহ মন ও আত্মা, স্বাস্থ্য, নৈতিকতা ও চরিত্র—এসবকিছুই এর সঙ্গে জড়িত। এটা এমন একটা বিষয় যে, প্রত্যেকের ব্যক্তিগত চরিত্র অনুসারে স্কাউটমাস্টারকে তা কৌশলে মোকাবিলা করতে হবে। এ দিকটা এখনও শিক্ষা-কর্তৃপক্ষ কর্তৃক যথেষ্ট আলোচনা করা হয় নি। মেয়েদের বেলায় তত না হলেও ছেলেদের শিক্ষার বেলায় তা উপেক্ষা করা যায় না। পিতামাতা ও জনগণের মধ্যে এ ব্যাপারে সংস্কারের প্রবল বাধা ও মিথ্যা শিষ্টাচার বিদ্যমান। এসব জয় করতে হবে। এগুলো চিহ্নিত করতে হবে এবং কৌশলে তা মোকাবিলা করতে হবে। প্রাথমিকভাবে এটা পিতামাতার দায়িত্ব যে তাঁদের সন্তানেরা এ ব্যাপারে উপযুক্ত শিক্ষা পাচ্ছে কিনা তা দেখা। কিন্তু তাঁদের মধ্যে অনেকে দায়িত্ব পরিহার করে চলেন এবং তা করার জন্য অজুহাত দাঁড় করান। এ ধরনের অবহেলা এক ধরনের অপরাধ।

ড. এলেন ওয়ার্নার লিখেছেন,

'এ ধরনের শিক্ষা পাপকর্মের অভ্যাসে নিয়ে যায় বলে অতীতে আশঙ্কা প্রকাশ করা হয়েছে। কিন্তু এ কথার সত্যতার কোনো সাক্ষ্য পাওয়া যায় নি। বরং অভিজ্ঞতা থেকে প্রমাণ পাওয়া গেছে যে, এ বিষয়ে অজ্ঞতা অনেকের নৈতিক ও দৈহিক ক্ষতির কারণ হয়েছে।'

একথা খুবই সত্য। আমি সৈনিক ও অন্যান্যদের মধ্যে ব্যাপক অভিজ্ঞতা থেকে তা প্রমাণ করতে পারি। গোপনীয় অনৈতিকতার যে পরিমাণ এখন বিদ্যমান তা খুবই ভয়াবহ।

আসল সত্য হল, বালক ও বয়স্ক লোকের মধ্যে নিষিদ্ধ এ বিষয়টি হচ্ছে উত্তেজনাকর এবং এর পরিণামে সে অন্য বালকের কাছ থেকে খুবই বিকৃত উপায়ে জ্ঞান লাভ করে থাকে।

ডা. স্কোফিল্ড ও জ্যাকসন তাঁদের 'বালকের কি জানা উচিত' বইয়ে লিখেছেন, 'বালকদের যৌন উন্নয়ন ঘটে ক্রমান্বয়ে আর খুব কম বয়সেই অপব্যবহারের অভ্যাস শুরু হয় এবং অনবরত অভ্যস্ত হতে থাকে। 'আগাম সতর্ক হতে হলে আগাম প্রস্তুত হতে হবে'—এই প্রবচনের মধ্যে নিরাপত্তা থাকলে বালকদের অবশ্যই জানাতে হবে যে তাদের মধ্যে কি আসছে, তাদের সামনে আছে বয়ঃসন্ধির জটিল সময়। কোনো বালককেই অজ্ঞতার মধ্যে সে পর্যায়ে পৌছার সুযোগ দেওয়া উচিত নয়।'

এখানে স্কাউটমাস্টারের ভাল কিছু করার জন্য প্রচুর ক্ষেত্র রয়েছে। প্রথমে তিনি অবশ্যই নিশ্চিত হবেন যে, এ বিষয়ে বালকের সঙ্গে তাঁর আলোচনার ব্যাপারে বালকের পিতার কোনো আপত্তি আছে কি না। তিনি ভাল করবেন যাঁরা বালককে

পরিচ্ছন্ন হওয়া পুরুষোচিত কাজ-এটা আপনার বালকদের উপলব্ধি করাতে হবে। তাদের স্বাস্থ্যপ্রদ কার্যাবলিতে ব্যস্ত রাখুন। অর্থাৎ নোংরা অভ্যাস ও চিন্তাভাবনাকে লাথি মেরে ছুঁড়ে ফেলার কাজে তাদের ব্যস্ত রাখুন।

জানেন এমন ধর্মনেতা, চিকিৎসক, বিদ্যালয় শিক্ষক প্রমুখের সঙ্গে যদি পরামর্শ করেন। বালকদের প্রকৃত সহায়তার জন্য তিনি এমন উপলব্ধি করবেন যে, তিনি নিজে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা, জ্ঞান ও চরিত্রের অধিকারী।

তারপর তিনি অপরাপর বিষয়ের ক্ষেত্রে উপদেশ দানের সময় এ বিষয়েও প্রবেশ করবেন। এমন করার বেলায় তিনি নিজেকে বড়ভাইয়ের মত বিবেচনা করবেন। যেসব স্কাউটমাস্টার এ বিষয়ে কখনও কাজ করেন নি, তাঁদের পক্ষে এ বিষয় উপস্থাপন করা খুবই কঠিন হবে। বাস্তবে তা খেলনার গোলা নিক্ষেপের মত সহজ। এর গুরুত্ব বাড়িয়ে বলার দরকার নেই।

প্রাথমিকভাবে বিষয়টি ব্যাখ্যা করার আগে আমি নিজে দেখেছি উদ্ভিদ, মাছ আর প্রাণিজগতে কিভাবে বংশবৃদ্ধি চলে সে বিষয়টি বালকদের কাছে আবেদন সৃষ্টি করে। আমি যখন প্রথম শুনি তখন তা যেমন আমার কাছে আবেদন সৃষ্টি করেছিল, তেমনি বালকদের কাছেও আবেদন সৃষ্টি করতে দেখেছি। এসব দৃষ্টান্ত থেকে তাকে বলা যাবে যে, প্রত্যেক বালকের মধ্যে শিশুর উৎস নিহিত রয়েছে। এ উৎস বংশানুক্রমিকভাবে পিতার কাছ থেকে পুত্রের মধ্যে সঞ্চারিত হয়ে আসছে। এটা তার কাছে বিধাতার আমানত। বিয়ে না হওয়া পর্যন্ত এটা নিজের কাছে সংরক্ষণ করা তার কর্তব্য এবং জীবনধারার জন্য তা তার স্ত্রীর কাছে হস্তান্তর করা তার কাজ। সে সম্মানজনকভাবে তার দায়িত্ব ভুলে যেতে পারে না এবং তা ইতোমধ্যে বিনষ্টও করতে পারে না। অনেক সময় এমন করার জন্য নানাভাবে তার কাছে প্রলোভন আসবে, কিন্তু তাকে শক্ত হতে হবে এবং তা সংরক্ষণ করতে হবে।

এ ব্যাপারে ভিন্ন ভিন্ন বালকের বিভিন্ন বয়সে পৃথক পৃথক পদ্ধতির প্রয়োগ করা দরকার হতে পারে। স্কাউটমাস্টারের প্রধান কাজ হবে প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে বালকদের পরিপূর্ণ আস্থা অর্জন করা। এর জন্য বালকের কাছে বড়ভাইয়ের মত আত্মীয় হতে হবে। তখন তাঁরা উভয়ই বেশ খোলামেলাভাবে কথা বলতে পারবেন।

সেই সঙ্গে আমার দরকার কমবয়সী ও অনভিজ্ঞ স্কাউটমাস্টারের জন্য কয়েকটি সাবধানবাণী যোগ করা। আসলে তাঁরা বালকদের কাছাকাছি বয়সের বলে কোনো সুবিধা পেতে পারেন না। প্রায়ই তা হয়ে পড়ে বাধা এবং অনেক সময় তা হয়ে ওঠে আসলেই বিপজ্জনক। আমি এ বিষয়ে অতীতে যা লিখেছি তাতে এমন ধারণা ছড়িয়েছে যে, এ বিষয়ে প্রত্যেক স্কাউটকে অবহিত করা স্কাউটমাস্টারের দায়িত্ব বলে আমি মনে করি। আমার কখনই সে রকম কোনো ইচ্ছাই ছিল না! এমন করার জন্য সমগ্র পরিবারিক ব্যবস্থা বিপর্যস্ত হয়ে পড়বে। আমি যা ইচ্ছা করি তা হল বিষয়টির দিকে স্কাউটমাস্টারের মনোযোগ আকর্ষণ করতে চাই এবং বলতে চাই তাঁরা যেন চেষ্টা করেন আর দেখেন যে স্কাউটেরা যাতে সঠিক সময়ে সঠিক লোকের কাছ থেকে জ্ঞানের আলো লাভ করে। অনেক সময় পিতামাতা, ধর্মনেতা বা চিকিৎসক সঠিক লোক হয় না—স্কাউটমাস্টার তো ননই।

ধূমপান না করা

একবার এক লোক 'স্কাউটিং ফর বয়েজ' বইটির একটি উন্নত সংস্করণ তৈরি করেছিলেন। সেখানে এই বলে তিনি আদেশ দিলেন যে, 'স্কাউটেরা কোনো অবস্থাতেই ধূমপান করবে না।' সাধারণত কোনো কিছু না করার জন্য বালকদের আদেশ দেওয়া খুবই ঝুঁকির বিষয়। এতে তখনই আদেশের বিপরীত কিছু করার অভিযান শুরুর সুযোগ নেয়।

কোনো জিনিসের বিরুদ্ধে তাদের উপদেশ দিন অথবা তাকে ঘৃণ্য বা তুচ্ছ বলুন, তখন তারা তা পরিত্যাগ করবে। আমি নিশ্চিত যে, নোংরা কথা, জুয়া খেলা, ধূমপান ও অন্যান্য যুবসুলভ দোষের ক্যাপারে এমন ঘটে।

এ বিষয়ে সবচেয়ে ভাল হচ্ছে আপনার বালকদের সামনে কোনো উত্তম আবহ ও জনমত প্রতিষ্ঠা করা যাতে তাদের মনে হয়—'শিশুরা যা করে তা অপরের সামনে চটপটে ভাব দেখানোর জন্যই করে।'

টানা রশিতে হাঁটা

অনেক পাঠকের কাছে এটা আত্ম-শৃঙ্খলা বা স্বাস্থ্য-শিক্ষার কৌতূহলজনক উপায় বলে মনে হতে পারে। কিন্তু অভিজ্ঞতা থেকে দেখা গেছে যে এমন করা যায়।

আপনি এটা দেখতে পারেন সামরিক ব্যায়ামাগারে সেখানে মেঝে থেকে ফুট কয়েক ওপরে আটকানো কাঠের তক্তার ওপর লোকেরা হাঁটছে। দেখা গেছে যে,

এই পরীক্ষায় তাদের নিবিড় মনোযোগের ফলে তারা নিজেদের ওপর ও নিজেদের স্নায়ুর ওপর নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা অর্জন করে। এ ধরনের পরীক্ষা আরও প্রয়োগ করা হয়েছে সৈনিকদের ওপর—যারা রাইফেলের লক্ষ ভেদ করায় খারাপ করে। তারা কাঠের তক্তার ওপর হাঁটার অনুশীলন করে নিজেদের আত্মনিয়ন্ত্রণ ও মনোযোগ দানের ক্ষমতা পুনরায় অর্জন করে।

এটা এমন একটা ব্যায়াম যা বালকদেরও আকর্ষণ করে। তারা অনেকগুলো স্কাউট লাঠি একত্রে বেঁধে ভারসাম্য সেতু তৈরি করতে পারে। এতে তাদের প্রথম উদ্যোগে অতিরিক্ত ভারসাম্যের শক্তি যোগাবে।

আমি আগেই নির্দেশ করেছি যে, এ ধরনের ব্যায়ামে চরিত্রও সম্পৃক্ত এবং এ কারণেই সবকিছু আগে 'নিরাপত্তা প্রথমে' স্থান দেওয়ার আধুনিক প্রবণতাতে আমি দুঃখবোধ করি। জীবনে কিছু পরিমাণ ঝুঁকি দরকার। জীবনের সম্প্রসারণের জন্য ঝুঁকি গ্রহণের কিছু অনুশীলনও দরকার। স্কাউটদের জীবনের অসুবিধা ও বিপদাপদ মোকাবিলা করার জন্য প্রস্তুতি নিতে হবে। তাই আমরা তাদের প্রশিক্ষণকে সহজ করতে চাই না।

প্রতিবন্ধী স্কাউট

স্কাউটিংয়ের মাধ্যমে অনেক পঙ্গু, বোবা-বধির ও দৃষ্টিহীন বালক আগের চেয়ে আজকাল ভাল স্বাস্থ্য, সুখ ও আশা-আকাঙ্ক্ষা লাভ করতে পারছে। এদের বেশির ভাগ বালকই সাধারণ স্কাউট পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে ব্যর্থ হয়েছে। তাই তাদের জন্য বিশেষ বিকল্প পরীক্ষার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

এদের মধ্যে অনেক বালককে নিয়েই কাজ করা সহজ নয় এবং সাধারণ বালকদের চেয়ে বেশি ধৈর্য ও ব্যক্তিগত মনোযোগের প্রয়োজন। তবে এর ফল হয় ভাল। চিকিৎসক, মেট্রন, নার্স ও শিক্ষকদের সমর্থন বালকদের কল্যাণ করে—যদিও তাঁদের বেশির ভাগই নিজেরা স্কাউট নন। স্কাউটিং বালকদের জন্য কল্যাণ করছে আর বালকদের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের গৌরব বাড়ছে।

এসব বালকের বিস্ময়কর দিক হল, তারা যতদূর সম্ভব স্কাউটিংয়ের মত উৎফুল্ল ও কাজে আগ্রহী। তারা বিশেষ দরকার না হলে বাড়তি পরীক্ষা ও আচরণ আশা করে না। স্কাউটিং তাদের সহায়তা করে বিশ্বজোড়া ভ্রাতৃত্বের সঙ্গে জড়িত করে, কিছু করতে দিয়ে ও সামনের দিকে তাকানোর সুযোগের মাধ্যমে, তারা কাজ করতে পারে বা কঠিন কিছু করতে পারে—নিজেদের ও অন্যদের কাছে এমন কিছু প্রমাণ করার সুযোগ দিয়ে।

উদ্যোগী বালককে দিয়ে কাজ করানোর জন্য বেছে নিতে হবে।

৩. হাতের কাজ ও দক্ষতা

বরাবরের মত আজকের দিনেও মানব-সম্পদের ভয়ানক অপচয় ঘটছে। এমন হয়ে থাকে প্রধানত অকার্যকর প্রশিক্ষণের ফলে। সাধারণ বালকদের কাজ পছন্দ করার কোনো শিক্ষা দেওয়া হয় না। এমন কি যখন তাদের হাতের কাজ বা ব্যবসায়িক গুণাবলি শিক্ষা দেওয়া হয় তখন কর্মজীবন গঠনের জন্য এসব কিভাবে প্রয়োগ করতে হয় তা কদাচিৎ দেখানো হয় এবং তাদের মধ্যে আশার আলোও জ্বালানো হয় না। বর্গাকার পেরেক প্রায়ই গোলাকার গর্তে পড়ে।

আসলে কোথায় ত্রুটি তা কেউ বলতে পারে না, কিন্তু ব্যাপারটা যে সত্যি তাতে সন্দেহ নেই।

যেসব বালক স্বাভাবিকভাবে এসব অবদান থেকে বঞ্চিত থাকে, পরিণামে তারা গতানুগতিক স্রোতে ভেসে যায় এবং বিফল হয়ে পড়ে। তারা নিজেদের জন্য দুর্গতির কারণ হয় এবং রাষ্ট্রের জন্য বোঝা—এমন কি কোনো কোনো ক্ষেত্রে বিপজ্জনক বিবেচিত হয়। যারা কিছুটা সাফল্য অর্জন করে তাদের বেশির ভাগই আরও বাস্তব প্রশিক্ষণ লাভ করতে পারলে নিঃসন্দেহে আরও ভাল করতে পারত।

বয় স্কাউটিংয়ে আমরা এই ক্ষতিকর দিকের কিছুটা প্রতিকার করতে পারি। সবচেয়ে গরিব বালককেও আশা দিতে ও হস্তশিল্পের উপকরণ যুগিয়ে জীবনে যাত্রা শুরু করার ও সম্ভাবনার কিছু না কিছু সুযোগের পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারি।

কিভাবে ? স্বাভাবিকভাবে কেউ হস্তশিল্প ব্যাজের কথা ভাবতে পারেন। যদিও আমরা তাকে হস্তশিল্প বলি, আসলে তা মানের দিক থেকে 'শখের' চেয়ে সামান্য

বেশি। এটা বালকদের ক্ষুদ্র ও সহজ সূত্রপাতের দিকে পরিচালনার জন্য আমাদের নীতির একটা অংশ মাত্র। এই শখ সিনিয়র স্কাউটদের জন্য বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণে বিশেষ কাজ করে। ইতোমধ্যে শখের একটা মূল্য দাঁড়িয়ে যায়। এর মাধ্যমে বালক তার আঙুল আর মস্তিষ্ক ব্যবহার করতে শেখে এবং কাজে আনন্দ খুঁজে পায়। কোনো বালকের জন্য এই শখ বহুবছর ধরে বর্তমান থাকতে পারে। অন্য কোনো বালককে দক্ষতায় উন্নীত করতে পারে—যা তার কর্মজীবন গঠনে সহায়তা করতে পারে। এর কোনোটিতেই পরবর্তীকালে বালকের বিফল হয়ে পড়ার সম্ভাবনা থাকে না। শখ হল শয়তানের ছোট ছোট খেলার প্রতিষেধক।

তবে কোনো শখ বা হস্তশিল্প কোনো নৈতিক গুণের সহায়তা ছাড়া বালকের কর্মজীবন গড়ে তুলতে পারে না। তাই কারিগরের অবশ্যই আত্ম-শৃঙ্খলার গুণ থাকতে হবে। তাকে তার নিয়োগকর্তা ও সহকর্মীদের চাহিদার সঙ্গে নিজেকে খাপ খাওয়াতে হবে। তার নিজের অবশ্যই হতে হবে ভদ্র, দক্ষ ও আগ্রহী।

তার অবশ্যই শক্তি থাকতে হবে। এটা নির্ভর করে তার উচ্চাকাঙ্ক্ষা, দক্ষতা, সামর্থ্য ও উত্তম স্বাস্থ্যের ওপর।

এখন দেখব আমরা কিভাবে বয় স্কাউট প্রশিক্ষণে এসবের প্রয়োগ করতে পারি।

পাইওনিয়ারিং—প্রথম পদক্ষেপ

স্কাউটকে হাতের কাজ শুরুর প্রথম পদক্ষেপ খুব সহজেই তার শিবিরে কার্যকর করা যায়। কুটির তৈরি, গাছকাটা, সেতু তৈরি, শিবিরের তৈজসপত্র—যেমন পাত্রের আংটা ও থালার তাক ইত্যাদির উন্নত পদ্ধতি, তাঁবু খাটানো, শিবির তাঁতে মাদুর বোনা এবং এ ধরনের আরও অনেক কিছুর অনুশীলনের মাধ্যমে তা হতে পারে। বালকেরা তাদের শিবিরবাসে আরাম উপভোগের জন্য এগুলোর বাস্তব প্রয়োজন ও উপযোগিতা অনুভব করে।

এভাবে শুরু করে তারা শীত-বিকেলে এ ধরনের শখের কাজে আগ্রহের সঙ্গে আত্মনিয়োগ করতে পারে। এর ফলে দক্ষতার জন্য তারা কাজ যোগাড় করবে এবং দক্ষ কাজের ফলে আসবে অর্থ। এভাবে তারা শীঘ্রই খুব উৎসাহী ও শক্তিমান কর্মী হিসেবে গড়ে উঠবে।

পারদর্শিতা ব্যাজ

প্রত্যেক বালকের মধ্যে শখ বা হাতের কাজে আগ্রহ সৃষ্টির জন্য পারদর্শিতা ব্যাজ প্রদান করা হয়। এর যেকোনো একটা হয়ত পরিণামে তাকে কর্মজীবন গড়ে তোলার এবং সংসারে নিরাশ ও অসহায় হয়ে না পড়ার সুযোগ দেয়।

ব্যাজগুলোর সাধারণ উদ্দেশ্য বালকদের কোনো শখ বা পেশা গ্রহণে উৎসাহিত করা এবং সে ব্যাপারে কিছুটা অগ্রগতি সাধন করা। বহিরাগতদের কাছে

এসব তার কাজের নমুনার পরিচায়ক। এসবের উদ্দেশ্য এমন নয় যে, তার হাতের কাজের পরীক্ষায় চূড়ান্ত দক্ষতা অর্জনের প্রমাণ দেওয়া। যদি আমরা একবার স্কাউটিংকে দক্ষতার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশনার আনুষ্ঠানিক পরিকল্পনা বলে তৈরি করি, তাহলে আমরা স্কাউট প্রশিক্ষণের পরিপূর্ণ মূল্য ও বৈশিষ্ট্য হারিয়ে ফেলব। আমরা কাজের জন্য প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত বিশেষজ্ঞ ছাড়াই বিদ্যালয়ের কাজে অনধিকার হস্তক্ষেপ করব।

আমরা আমাদের সকল বালককে আনন্দময় আত্ম-উন্নয়নের মাধ্যমে ভেতরের দিক থেকে এগিয়ে নিতে চাই—বাইরে থেকে চাপিয়ে দেওয়া আনুষ্ঠানিক নির্দেশনা দিয়ে নয়।

কিন্তু স্কাউটিংয়ে ব্যাজ পদ্ধতির আরও একটি উদ্দেশ্য হল স্কাউটমাস্টারকে এমন একটি মাপকাঠি প্রদান করা যা দিয়ে তিনি প্রতিটি বা যেকোনো বালকের মধ্যে তার শখের মাধ্যমে চরিত্র ও দক্ষতা সৃষ্টির প্রতি আগ্রহ জাগিয়ে তুলতে পারেন।

এই পদ্ধতি যদি জায়গা বুঝে ও সহানুভূতির সঙ্গে প্রয়োগ করা যায়, তাহলে সবচেয়ে নির্বোধ ও পেছনে-পড়া বালকের মধ্যেও আশা-আকাঙ্ক্ষার সঞ্চার করা সম্ভব। তা না হলে হয়ত সে খুব তাড়াতাড়িই পেছনে পড়ে যেত এবং জীবনের গতিপথে নিরাশ হয়ে পড়ত। এ কারণে পারদর্শিতার মান উদ্দেশ্যমূলকভাবেই অনির্দিষ্ট রাখা হয়েছে। আমাদের ব্যাজ অর্জনের মান জ্ঞান বা দক্ষতা অর্জনের কোনো নির্দিষ্ট স্তর নয়। কিন্তু তা এ ধরনের জ্ঞান বা দক্ষতা অর্জনে বালকের উদ্যোগের পরিমাণ বোঝায়। এতে অধিকতর নিরাশ বালকও সবচেয়ে মেধাবী বা ভাল অবস্থার ভাইয়ের মত একই সম্ভাবনার ভিত্তিতে নিয়ে আসে।

বালকদের মনস্তত্ত্ব পর্যবেক্ষণ করেছেন এমন বুদ্ধিমান স্কাউটমাস্টার এভাবে বালকদের উৎসাহিত করতে পারেন। এতে কমমেধাসম্পন্ন বালকেরা তাদের অধিক মেধাসম্পন্ন ভাইদের মতই ভালভাবে যাত্রা শুরু করতে পারবে। পিছিয়ে পড়া বালকেরা তাদের ব্যর্থতার জন্য হীনম্মন্যতা অনুভব করলেও দুই একবার সফল হতে পারলে তার উদ্যোগ বাড়ানো সহজ হবে। সে যদি যত্নশীল হয় তবে সে যত অপটুই হোক না কেন তার পরীক্ষক তাকে ব্যাজ প্রদান করতে পারেন। এতে আরও ব্যাজ অর্জন করা এবং স্বাভাবিক যোগ্য না হওয়া পর্যন্ত বালককে সেভাবে চেষ্টা করায় উৎসাহিত করতে পারে।

ব্যাজের পরীক্ষা প্রতিযোগিতামূলক নয়, সেটা কেবল ব্যক্তিগত পরীক্ষা।

স্কাউটমাস্টার ও পরীক্ষক অবশ্যই ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করবেন, প্রত্যেককে তার মেধার ভিত্তিতে যাচাই করবেন এবং কোথায় উদার হতে হবে আর কোথায় কড়াকড়ি করতে হবে সে ব্যাপারে বাছবিচার করবেন।

কেউ কেউ জোর দিতে উৎসাহী যে, তাঁদের স্কাউটদের কোনো ব্যাজ অর্জনের আগে শ্রেষ্ঠত্বের পর্যায়ে উন্নীত হওয়া উচিত। তাত্ত্বিকভাবে এটা খুবই ঠিক। তবে

আপনি এভাবে খুব কম সংখ্যক দক্ষ বালক পাবেন। কিন্তু আমাদের উদ্দেশ্য সব বালককেই আগ্রহী করে তোলা। স্কাউটমাস্টার যদি তাঁর বালকদের প্রথমে একটা সাধারণ বেড়া ডিঙিয়ে শুরু করতে বলেন, তাহলে তিনি দেখবেন যে, তারা আস্থা আর আগ্রহ সহকারে তা ডিঙিয়ে গেছে। কিন্তু তিনি যদি একটি উঁচু পাথরের দেয়াল অতিক্রম করতে বলেন তাহলে তারা হয়ত লাফ দিতে দ্বিধাবোধ করবে।

সেই সঙ্গে আমরা বিপরীতটিও অনুমোদন করি না। যেমন বিষয়ের ওপর জ্ঞান খুব হালকা থাকলে ব্যাজ দিয়ে দিই না। এ ব্যাপারটি মনে রেখে পরীক্ষক তাঁর ধারণা ও ক্ষমতা প্রয়োগ করবেন।

ব্যাজ অর্জনের চেয়ে ব্যাজের পেছনে ছুটে চলা সবসময় বিপদের কারণ। আমাদের লক্ষ্য দর্শনীয় বস্তু বা অসংযত বালক হওয়ার পরিবর্তে বালকদের হাসিখুশি, বিবেচক, আগ্রহী, কঠোর পরিশ্রমী নাগরিক তৈরি করা। স্কাউটমাস্টার অবশ্যই ব্যাজ-শিকারির ব্যাপারে সচেতন থাকবেন। কে ব্যাজশিকারি আর কেইবা আগ্রহী ও আন্তরিক কর্মী তা তাকে বিবেচনা করতে হবে।

এভাবেই ব্যাজ-পদ্ধতির সফলতা নির্ভর করে প্রধানত স্কাউটমাস্টারের নিজের ওপর এবং তাঁর ব্যক্তিগত পরিচালনার ওপর।

বুদ্ধিমত্তা

পর্যবেক্ষণ ও অনুমান সকল জ্ঞানের ভিত্তি। তাই তরুণ নাগরিকদের কাছে পর্যবেক্ষণ ও অনুমানের গুরুত্ব কম বলে বিবেচনা করা ঠিক নয়। শিশুরা পর্যবেক্ষণে তৎপর একথা প্রবাদের মত। কিন্তু তারা বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তা লোপ পেয়ে যায়। কারণ প্রথম অভিজ্ঞতা যেভাবে মনোযোগ আকর্ষণ করে, তার পুনরাবৃত্তিতে তা থাকে না।

আসলে পর্যবেক্ষণ অভ্যাসে বালকদের প্রশিক্ষণ দিতে হয়। এর জন্য চিহ্ন অনুসরণ একটি চমৎকার পদক্ষেপ। অনুমান হল পর্যবেক্ষণের বিষয়ের অর্থ বের করার জন্য পরবর্তী যুক্তিসঙ্গত কৌশল।

বালকেরা যখন একবার পর্যবেক্ষণ ও অনুমানে অভ্যস্ত হয়ে ওঠে তখন চরিত্র উন্নয়নের জন্য তা হয়ে ওঠে একটি বড় পদক্ষেপ।

চিহ্ন অনুসরণ ও চিহ্ন অনুসরণের খেলার গুরুত্ব সহজেই দেখা যেতে পারে। বহিরাঙ্গণে চিহ্ন অনুসরণ এবং দলের সভায় চিহ্ন অনুসরণের ওপর পর্যালোচনার বিষয়টি সকল স্কাউট দলে উৎসাহিত করতে হবে।

বালকদের সাধারণ বুদ্ধিবৃত্তি ও দ্রুত প্রত্যক্ষ করা শিক্ষা দেওয়া যায় মানচিত্রের পথ খুঁজে বের করে, ভূমিচিহ্ন লক্ষ করে, উচ্চতা ও দূরত্ব অনুমান করে, জনগণ, যানবাহন, গবাদিপশু পর্যবেক্ষণ ও তার প্রতিবেদন তৈরি করে, শার্লক হোমসের গল্পের অভিনয় করে এবং আরও অগণিত স্কাউট কার্যক্রমের মাধ্যমে। সংকেত দান

তাদের রসবোধ তীক্ষ্ণ করে, তাদের দৃষ্টিশক্তির উন্নয়ন ঘটায়, পর্যবেক্ষণে উৎসাহিত করে এবং তাদের মনোযোগ বৃদ্ধি করে। প্রাথমিক প্রতিবিধান শিক্ষারও একই ধরনের গুরুত্ব রয়েছে।

শীতের বিকেল আর বর্ষার দিনগুলো স্কাউটমাস্টার কার্যকরভাবে কাজে লাগাতে পারেন দৈনন্দিন পত্রপত্রিকার প্রধান সংবাদগুলো পাঠ করে এবং মানচিত্রের সাহায্যে ব্যাখ্যা করে। কোনো স্থানের ইতিহাস নিয়ে লেখা নাটক বা নাটকের দৃশ্য অভিনয় বালকদের পর্যবেক্ষণে মনোনিবেশ করানোর চমৎকার মাধ্যম এবং এতে তারা আত্মসচেতন না হয়েই নিজেকে প্রকাশ করতে পারে।

আত্মপ্রকাশ

আমাদের শিল্প-ব্যাজ উদ্ভাবন করা হয়েছে যাতে বালকেরা শিল্পী না হয়ে অথবা শিল্পীদের অনুকরণ না করে তারা নিজেদের পর্যবেক্ষণ বা অনুমান চিত্রে রূপায়িত করতে পারে। তরুণেরা যত আনাড়িই হোক না কেন তাদের আঁকানোকে উৎসাহিত করলে তারা রং ও আকারে সৌন্দর্য চিহ্নিত করতে পারবে এবং তারা চারপাশের দৃশ্যাবলির আলোছায়া ও রং-সৌন্দর্য উপভোগ করতে পারবে।

বালকের শিক্ষার আরও একটি স্তর গঠন করা যায় মনের আলোকচিত্রের অনুশীলনের মাধ্যমে। এ ব্যাপারে তাকে কোনো দৃশ্য বা ঘটনা বা ব্যক্তিকে বিস্তারিত লক্ষ করতে হবে এবং তা তার মনের মধ্যে গেঁথে নিতে হবে। তারপর ফিরে গিয়ে তা কাগজে লিখে ফেলতে হবে।

এতে পর্যবেক্ষণের অনেকটা শেখা হয়। আমি নিজে চর্চা করে দেখেছি যে, যে কোনো লোক এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য কিছুটা যোগ্যতা অর্জন করতে পারে।

গান গাওয়া আর অভিনয় করা নিজেকে প্রকাশের জন্য প্রশিক্ষণের চমৎকার উপায়। দলীয়ভাবে কাজের সুযোগ দিন, প্রত্যেকেই যার যার পাঠ শিখবে এবং ভালভাবে করবে। সেটা নিজের জন্য নয়, বরং তা হবে সমগ্র অনুষ্ঠানের সাফল্যের জন্য।

ছন্দ এক ধরনের শিল্প। তা আসে স্বাভাবিকভাবে। করিতায় বা সংগীত বা শরীরচর্চায় তা কাজে লাগালে প্রশিক্ষণহীন মনেও তা আসে। প্রকৃতির কাছাকাছি সেই আদিম মানুষের কাছেও স্বাভাবিক আবেদন সৃষ্টি করে সামঞ্জস্য ও শৃঙ্খলা বিধান করে। গানের মধ্যে তা একান্তই অপরিহার্য ও সর্বজনীন। চার বা পাঁচ হাজার যোদ্ধা যখন জুলু যুদ্ধসংগীত গায় তখন তা হয়ে ওঠে সংগীত, কবিতা আর শরীরচর্চার সম্মিলিত ছন্দের দৃষ্টান্ত।

গানের মাধ্যমে আনন্দ উপভোগ করা সকল মানুষের সাধারণ বৈশিষ্ট্য। যেসব গানে হৃদয়ের আবেগ উপযুক্ত শব্দাবলির মাধ্যমে প্রকাশিত হয় সেসব গান গায়ক ও শ্রোতা উভয়ের মধ্যে বিমল আনন্দের সঞ্চার করে।

গানের প্রতি প্রকৃতিগতভাবে ভালবাসার মাধ্যমে বালককে কবিতা ও অপরাপর উচ্চতর আবেগের সঙ্গে স্বাভাবিক ও সহজভাবে সম্পৃক্ত করা যায়। বালকদের মধ্যে সুখ শিক্ষাদানের জন্য এটা স্কাউটমাস্টারের কাছে সহজ উপায় নিয়ে আসে। সেই সঙ্গে তাদের চিন্তাভাবনার উৎকর্ষ ঘটায়।

নাটকের অভিনয়ও প্রত্যেক বালকের নিজেকে প্রকাশের জন্য শিক্ষার অংশ হিসেবে বিবেচিত হতে পারে।

গান গাওয়া আর অভিনয় করা আত্মপ্রকাশের শিক্ষার চমৎকার উপায়। এটা উত্তম দলগত কাজ। এতে প্রত্যেকে নিজ নিজ পাঠ শিখে এবং তা ভালভাবে প্রকাশ করে। এটা সে নিজের জন্য হাততালির উদ্দেশ্যে করে না, করে সমগ্র প্রদর্শনীর সাফল্যের জন্য।

বিদ্যালয়ে আমাকে অভিনয়ের জন্য খুবই উৎসাহ দেওয়া হত। আমি আমার ভাগ্যকে ধন্যবাদ দিই যে তখন থেকেই আমি সেসব করে এসেছি। এটা একটা জিনিস আমাকে শিখিয়েছে সেটা হল—মুখস্ত করা, সেই সঙ্গে বিপুল জনতার সামনে হতবুদ্ধি না হয়ে স্পষ্টভাবে কথা বলা। সাময়িকভাবে অন্য কেউ হয়ে ওঠার মহৎ আনন্দও তা আমাকে দান করেছে।

এতে শেক্সপীয়র ও অন্যান্য লেখকের রচনার সৌন্দর্য সম্পর্কে অবহিত হওয়ার সুযোগ দেয়। তাঁদের কথা প্রকাশ করার সময় তাঁদের আনন্দ ও বেদনা, ভালবাসা ও সহানুভূতি প্রভৃতি আবেগ অনুভব করা যায়।

সবার ওপরে অপর লোকদের প্রয়োজনের সময় আনন্দ দেওয়ার সুখ ও আনন্দ দান করে থাকে।

অনেক স্কাউট দল শীতের মাসগুলোতে বিনোদন কর্মসূচি পালন করে যাচ্ছে। এতে শুধু তাদের তহবিলেরই সন্তোষজনক বৃদ্ধি হচ্ছে না, বরং এতে তাদের বালকদের ভাল প্রশিক্ষণ দিচ্ছে এবং অন্যদের আনন্দ দান করছে।

শখ থেকে পেশা

শখ, হাতের কাজ, বুদ্ধিমত্তা ও স্বাস্থ্য-এসবই কাজের প্রতি ভালবাসা ও সামর্থ্য অর্জনের প্রাথমিক পদক্ষেপ—যা সকল কাজের জন্য প্রয়োজনীয়। দ্বিতীয় পর্যায় হল সঠিক কাজে তরুণ কর্মীদের নিয়োজিত করা।

সবচেয়ে সুখী মানুষের মত শ্রেষ্ঠ কর্মীরা তাদের কাজকে খেলার মত মনে করে। খেলা যত বেশি কঠিন হয়, তা তত বেশি উপভোগ্য হয়। এইচ. জি. ওয়েলস বলেছেন, 'আমি লক্ষ করেছি তথাকথিত মহান ব্যক্তিরা আসলেই মনের দিক থেকে বালক মাত্র। অর্থাৎ তাঁদের কাজ উপভোগ করার আগ্রহ বালকের মত। তাঁরা কাজ করেন যেহেতু তাঁরা কাজ করতে ভালবাসেন। তাই কাজ তাঁদের কাছে আসলেই খেলা। বালক কেবল মানবের পিতাই নয়, বরং সে একজন মানুষও এবং সে কখনই আড়াল হয়ে যায় না।'

রালফ পারলেট যথার্থই বলেন, 'খেলা হল কিছু করার জন্য ভালবাসা। আর কাজ হল কোনো কিছু করা।'

স্কাউটিংয়ে আমরা বালকদের এ ধরনের মনোভাব গড়ে তোলার জন্য সাহায্য করি। এর জন্য তাদের ব্যক্তিগতভাবে আকর্ষণীয় বিষয়ে উৎসাহিত করে তুলি। পরবর্তীকালে তা তাদের সহায়ক হবে।

আমরা প্রথমত ও প্রধানত এটা করি স্কাউটিংয়ের কৌতুক ও আনন্দের মাধ্যমে। বালকেরা পর্যায়ক্রমে অগ্রগতির মাধ্যমে স্বাভাবিকভাবে ও অবচেতনভাবে তাদের ভবিষ্যতের জন্য নিজেদের তৈরি করে।

স্কাউটমাস্টারের ভূমিকা

স্কাউটিংয়ের মাধ্যমে বালকদের কর্মজীবন গঠনের লক্ষ্যে বাস্তব প্রস্তুতির জন্য আগের কথাগুলোই যথেষ্ট। তবে এটা কেবল তাকে প্রস্তুত করে। তার কর্মজীবনকে সফল করার জন্য আরও সাহায্য করার ব্যাপারে স্কাউটমাস্টারের ক্ষমতা রয়েছে।

প্রথমত,স্কাউট হিসেবে বালকেরা যেসব ভাসাভাসা নির্দেশনা লাভ করে সেগুলোকে পরিপূর্ণ করার জন্য তাদের উপায় দেখানোর মাধ্যমে। যেমন, তিনি বালকদের শখকে হস্তশিল্পে রূপ দিতে পারেন। স্কাউটমাস্টার তাকে দেখাতে পারেন, কোথায় উচ্চতর কারিগরি শিক্ষা লাভ করতে হবে, কিভাবে বৃত্তি বা শিক্ষানবিশি পাবে, বিশেষ পেশার জন্য সে কিভাবে নিজেকে প্রশিক্ষণ দিবে, তার সঞ্চয় সে কিভাবে বিনিয়োগ করবে, কিভাবে চাকরির জন্য আবেদন করবে ইত্যাদি।

দ্বিতীয়ত, স্কাউটমাস্টার নিজে বিভিন্ন ধরনের কর্মসংস্থান প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে অবহিত হয়ে, সেগুলোকে কিভাবে কাজে লাগাতে হবে, বিভিন্ন পেশার চাকরির শর্তাবলি জেনে নিয়ে বালককে তার যোগ্যতার জ্ঞানের ভিত্তিতে জীবনের কোন পথে সে উপযুক্ত বিবেচিত হবে সে সম্পর্কে পরামর্শ দিয়ে বিশেষ সহায়তা করতে পারেন।

স্কাউটমাস্টার তাঁর চারদিকে এসব উৎস অবশ্যই লক্ষ রাখবেন এবং এ ধরনের বিষয়গুলো তিনি ভালভাবে অবহিত থাকবেন। সামান্য ঝামেলা গ্রহণ করে তিনি তাঁর বালকদের অনেকেরই জীবন সফল করে তুলতে পারেন।

কোনো বালক—সে যদি বার্তাবাহক ভৃত্যও হয়, সে যদি তার খুঁটিনাটি কাজগুলো ভালভাবে সম্পন্ন করে বলে তার মনিব হয়ত ভাবে যে তার চেয়ে ভাল কাউকে পাওয়া যাবে না—তাহলে তা হবে তার কাছে উৎসাহজনক। তখন তার পদোন্নতির পথ হবে নির্বিঘ্ন। কিন্তু তাকে অবশ্যই তাতে টিকে থাকতে হবে এবং অনাগ্রহ ও ভয়ে সে যেন সরে না দাঁড়ায়। সে তার পথে যদি সেসব আসতে দেয় তাহলে সে কখনও সফলকাম হবে না। ধৈর্য আর অধ্যবসায়ই জয় লাভ করে। 'নরম নরমভাবেই কেবল বানর ধরা যায়।'

চাকরি

স্কাউটমাস্টার প্রত্যেক বালকের চরিত্র ও যোগ্যতা দেখে ও পর্যবেক্ষণ করে তার জীবনের জন্য সবচেয়ে যোগ্য পথ শনাক্ত করতে পারেন। কিন্তু তাঁকে অনুধাবন করতে হবে যে, কারও চাকরির ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণের দায়িত্ব তার পিতামাতা ও নিজের।

বিষয়টি অভিভাবকদের সঙ্গে আলোচনা সাপেক্ষ। তাঁদের সাবধান করে দিতে হবে যে, তাৎক্ষণিক অর্থপ্রাপ্তির লোভে তাঁদের পুত্রের বর্গাকার পেরেক যেন নিয়োগ কর্তার বৃত্তাকার গর্তে স্থাপিত না হয়। তাঁদেরকে এবং বালককে ভালভাবে সামনের দিকে তাকাতে বলুন এবং জানান যে, সে যদি সঠিক পথে যাত্রা শুরু করে তাহলে তার সামনে খোলা আছে দূরবর্তী সম্ভাবনা।

এখানে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, যেসব চাকরি বালকের কাছে উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ সৃষ্টি করে এবং যেগুলো তাকে তথাকথিত কানাগলিতে নিয়ে যায় সেসবের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করা। শেষের চাকরিটি হয়ত সাময়িকভাবে অনেক অর্থ আনবে, তাতে পরিবারের সাপ্তাহিক আয় বাড়বে। কিন্তু পরবর্তী কর্মজীবনে কোনো উন্নতির সুযোগ না হওয়ায় সে পিতামাতার প্রতি শ্রদ্ধাহীন হয়ে পড়বে।

যেসব চাকরিতে ভবিষ্যৎ চাহিদার সুযোগ থাকে বালকদের যোগ্যতা বিবেচনায় সেসব নির্বাচনে সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে। এর জন্য স্কাউট থাকাকালীন তাকে প্রস্তুতি নিতে হবে। ভবিষ্যৎ জীবনে সাফল্যের জন্য দক্ষ চাকরি অদক্ষ চাকরি থেকে অনেক ভাল। তবে ঈপ্সিত কর্মজীবনে প্রবেশ করার জন্য চাকরির মান অর্জন ও নিয়মকানুন জানার সময় পার না হওয়া পর্যন্ত এই প্রশ্নটি বিবেচনার ব্যাপারে যত্নশীল হতে হবে।

স্কাউট ভাল করার জন্য সক্রিয়, কিন্তু শুধু ভাল হয়ে থাকায় নিষ্ক্রিয়।

৪. অপরের প্রতি সেবা

আমরা এতক্ষণ পর্যন্ত বালকদের পৌরুষ, স্বাস্থ্যবান, সুখী কর্মী নাগরিক তৈরির জন্য যেসব গুণের পর্যালোচনা করেছি তা অনেকটাই ব্যক্তিগত কল্যাণের স্বার্থে পরিকল্পিত। আমরা এখন স্কাউট প্রশিক্ষণের চতুর্থ শাখায় এসেছি। এর মাধ্যমে দৃষ্টিভঙ্গির উন্নয়ন ঘটিয়ে বালকেরা অপরের কল্যাণ করতে পারে।

স্বার্থপরতা

আমাকে যদি জিজ্ঞেস করা হয়, দুনিয়ায় বিরাজমান পাপ কোনটি, আমার বলা উচিত—স্বার্থপরতা। প্রথমে আপনি হয়ত একথার সঙ্গে একমত হবেন না, কিন্তু আপনি তা বিবেচনা করে দেখুন। আমি বিশ্বাস করি আপনি একই সিদ্ধান্তে উপনীত হবেন। আইনের দ্বারা চিহ্নিত বেশির ভাগ অপরাধই ঘটে স্বার্থপরতা চরিতার্থতা থেকে, জবরদখল করার ইচ্ছা থেকে, পরাজিত করার ইচ্ছা বা প্রতিহিংসা থেকে। সাধারণ মানুষ গরিব লোককে খাওয়ানোর জন্য খুশি হয়ে যা করে এবং সে তার কর্তব্য পালন করেছে বলে খুশি অনুভব করে। কিন্তু দানের উদ্দেশ্যে সঞ্চয়ের জন্য সে তার নিজের খাবার ও উত্তম পানীয় থেকে কিছু জমিয়ে রাখে না।

স্বার্থপরতা আছে হাজার রকমের। যেমন ধরুন, দলীয় রাজনীতি। এখানে মানুষ এমন একটি প্রশ্নের সম্মুখীন হয় যার অবশ্যই দুটি দিক আছে। কিন্তু সেখানে মনে করা হয় যেন একটিমাত্র দিক আছে—সেটা নিজের। তখন যারা বিপরীত দিক থেকে দেখে তাদের ঘৃণা করা শুরু করে। এর পরিণাম মানুষকে বড় বড় নামের দোহাই দিয়ে ভয়াবহ অপরাধ করার দিকে ঠেলে নেয়। একইভাবে কোনো পক্ষই অপর পক্ষের দৃষ্টিভঙ্গি বিবেচনা করে না বলে এবং নিজেদের স্বার্থের ব্যাপারে উদ্বিগ্ন হয়ে জাতিতে

জাতিতে যুদ্ধ বাধে। হরতাল ধর্মঘট এসবও প্রায়ই স্বার্থপরতার বহিঃপ্রকাশ হিসেবে দেখা দেয়। অনেক ক্ষেত্রে, নিয়োগকর্তা দেখে না যে, কঠোর পরিশ্রমী মানুষ ন্যায়বিচারের খাতিরে তার শ্রমের বিনিময়ে উৎপাদিত দুনিয়ার পণ্যের অংশ পাওয়া উচিত এবং কেবল অংশীদারদের লভ্যাংশের কিছু অংশের জন্য অন্তহীন দাসত্বের যোগ্য বলে বিবেচিত হবে না। অপরদিকে কর্মীদেরও স্বীকার করতে হবে যে, মূলধন ছাড়া বড় ধরনের কোনো কাজ করা যাবে না এবং কোনো মূলধন গড়ে উঠবে না যদি বিনিয়োগকারীর ঝুঁকি নিয়ে বিনিয়োগের কোনো লাভ না আসে।

প্রতিদিনকার সংবাদপত্রে সংকীর্ণমনা লোকদের চিঠিপত্র পাঠ করলে স্বার্থ-পরতার অনেক দৃষ্টান্ত দেখা যায়। তারা ছোটখাট প্রত্যেকটি অভিযোগের জন্য সংবাদপত্রে লিখতে নতমুখে ছুটে যায়।

এভাবেই চলছে। রাজপথে শিশুরা খেলছে। যে মুহূর্তে বিজয়ের ভাগাভাগি নিয়ে কেউ অসন্তুষ্ট হয় তখনই আচমকা চলে যেতে উদ্যত হয়ে মন্তব্য করে, 'আমি আর খেলব না।' আসলে নিজের সন্তুষ্টি না হলে অন্যের আমোদ নষ্ট করাটা তার কাছে কোনো আবেদন সৃষ্টি করে না।

স্বার্থপরতা নির্মূল করার জন্য পরোপকারের অভ্যাস

স্কাউটিংয়ের অনুশীলন স্বার্থপরতার কবল থেকে বালকদের রক্ষার জন্য বাস্তব শিক্ষা দান করে। একবার যদি দয়াশীল হয়ে ওঠে তাহলে সে এই অভ্যাসের ভয়াবহতা মোকাবিলা বা নির্মূল করার সহজ পথ পাবে।

স্কাউটিংয়ে যোগদানের সময় স্কাউট তার প্রতিজ্ঞায় প্রথম কথাটি বলে—'স্রষ্টার প্রতি কর্তব্য পালন করতে'। লক্ষ করুন এখানে —'স্রষ্টার প্রতি অনুগত হতে' বলা হয়নি। কারণ তা হত কেবল মনের ব্যাপার ; কিন্তু কোনো কিছু করার ব্যাপারটি হবে ইতিবাচক সক্রিয় মনোভাব।

বয় স্কাউট আন্দোলনের মূল পদ্ধতি হল বালকদের নেতিবাচক ধারণা দানের পরিবর্তে ইতিবাচক প্রশিক্ষণ দান। কারণ বালকেরা সবসময় উপদেশ হজম করার চেয়ে কাজ করতে প্রস্তুত। তাই আমরা বালকদের ভবিষ্যৎ সুনাম অর্জন ও অপরের প্রতি সহায়তা দানের ভিত্তি হিসেবে তার দৈনন্দিন জীবনে পরোপকার চর্চার কার্যাবলির অনুপ্রবেশ ঘটাই। এর মধ্যে যে ধর্মীয় ভিত্তি রয়েছে তা সবার মধ্যেই সাধারণভাবে বিদ্যমান। তাই আমরা কোনোটিতেই হস্তক্ষেপ করি না।

বালক তার স্রষ্টার প্রতি কর্তব্যের অংশটুকু ভালভাবে অনুধাবন করতে পারে। জীবনপথে চলার জন্য বিধাতা তাকে যেসব উপকরণ দান করেছেন সেসব পবিত্র দায়িত্বসমূহের যত্ন নিতে ও তার উন্নয়ন সাধন করতে পারে। স্বাস্থ্য ও শক্তিসম্পন্ন দেহ ও উৎপাদন ক্ষমতা বিধাতার সেবায় কাজে লাগাতে হবে। তার যুক্তি, স্মৃতিশক্তি ও রসবোধ সম্পন্ন মন তাকে প্রাণিজগতের ওপরে স্থান দেয়। বিধাতার অস্তিত্ব সম্বলিত ভালবাসার ক্রমাগত বিকাশ ও অনুশীলনে আত্মাকে উন্নত ও আরও শক্তিশালী করা যায়। এভাবে আমরা তাকে স্রষ্টার প্রতি কর্তব্য পালন করতে শিক্ষা দিই। এর অর্থ বিধাতার দয়ার ওপর নির্ভর করা নয়, বরং নিজ নিজ প্রতিবেশীর প্রতি ভালবাসার চর্চা করে তাঁর ইচ্ছাকে বাস্তবায়িত করা।

স্কাউটিং হল ভ্রাতৃত্ববোধ-যা ধর্ম, দেশ ও বর্ণের ব্যবধানকে উপেক্ষা করার বাস্তব পরিকল্পনা-তা স্রষ্টার চেতনায় ভদ্রলোক গড়ে তোলে।

কৌতূহলের বিষয় হল, এই পরোপকারের মাধ্যমে অপরের সেবা করে স্কাউট তার পরিপূর্ণ কর্মচাঞ্চল্য রূপায়িত করে। আপাতদৃষ্টিতে এই সামান্য ভিত্তি (সেবা প্রদানের জন্য সামান্য ব্যক্তিগত সুবিধা বা আনন্দ ত্যাগ করে) অপরের জন্য আত্মত্যাগে চরিত্র গঠন করে।

স্কাউটের বিশ্বাসের অঙ্গ এই ছোটখাট পরোপকারই হল প্রথম পদক্ষেপ। প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ ও প্রাণীদের সঙ্গে বন্ধুত্ব তার মধ্যে নিহিত দয়ালু অনুভূতি বাড়িয়ে তোলে এবং প্রত্যেক বালকের মধ্যে বিরাজমান নিষ্ঠুরতার প্রভাব দূর করে (যদিও ব্যক্তিগতভাবে আমি নিশ্চিত নই যে, এটা যেমন বলা হয় তেমন সর্বজনীন নয়)। এই সামান্য পরোপকারের প্রবণতা থেকে সে প্রাথমিক প্রতিবিধান শিখতে যায় এবং আহতদের সাহায্য করতে যায়।

এভাবে দুর্ঘটনায় জীবন বাঁচাতে শেখার প্রেক্ষিতে সে অপরের প্রতি কর্তব্যবোধের উন্নতি ঘটায় এবং বিপদের সময় নিজেকে কাজে লাগানের ব্যাপারে প্রস্তুত করে। এতে আবারও অপরের জন্য, তার বাড়ির জন্য এবং তার দেশের জন্য আত্মত্যাগের চেতনা জেগে ওঠে। পরে দেশপ্রেম ও উন্নত ধরনের আনুগত্যের দিকে পরিচালিত করে—সেটা শুধু পতাকা উত্তোলনের মত আনুষ্ঠানিকতা নয়।

সমাজের সেবা

সেবা সম্পর্কে শিক্ষা কেবল তত্ত্বীয় শিক্ষার বিষয় নয়। তবে তা হল সুস্পষ্ট দুটি দিকের উন্নয়ন—শুভেচ্ছার চেতনা আত্মস্থ করা এবং অনুশীলনের মাধ্যমে তা প্রকাশ করার সুযোগের ব্যবস্থা করা।

এই শিক্ষা প্রধানত উদাহরণের মাধ্যমে হয়ে থাকে। স্কাউটমাস্টার নিজের দেশপ্রেমের প্রবণতায় সঠিকভাবে বালকদের সেবাকাজে পরিচালিত করেন—তা একমাত্র কাজটি করার আনন্দে এবং কোনো বৈষয়িক পুরস্কারের ভাবনা ছাড়া।

স্কাউটমাস্টার বিশেষ সেবা প্রকল্পের পরামর্শ দিয়ে তাঁর বালকদের তা অনুশীলনের সুযোগ দেন।

জনসেবা করার মাধ্যমে সমাজের প্রতি কর্তব্যবোধ, দেশপ্রেম ও আত্মত্যাগের বাস্তব প্রশিক্ষণের সর্বোত্তম সুযোগ দান করেন।

স্কাউটেরা শান্তি ও যুদ্ধের সময়ে স্বেচ্ছায় দেশের জন্য যে কষ্টকর কর্তব্য পালন করে তা বালকদের ভাল কাজে আগ্রহ এবং ভাল কাজের জন্য তাদের প্রস্তুতির প্রমাণ দেয়। এই পথেই নাগরিকত্বের আদর্শ বিকাশের শক্তিশালী বাস্তব উপায় বিদ্যমান।

জনসেবার একটি সুনির্দিষ্ট উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করা যায় শহর ও গ্রামের জন্য স্কাউটদের দুর্ঘটনা ও অগ্নিনির্বাপণ (জরুরি সেবা)। এ ধরনের সেবা বিশেষভাবে সিনিয়র স্কাউটদের বেলায় প্রযোজ্য। অপেক্ষাকৃত বয়স্ক বালকদের যখন জনসেবার প্রশিক্ষণ দান ও বাস্তবায়ন করতে দেওয়া হয় তখন তা আকর্ষণীয় শক্তি হিসেবে কাজ করে।

স্কাউট দলকে অগ্নিনির্বাপণের জন্য প্রাথমিকভাবে সংগঠন করে সরঞ্জাম সংগ্রহ ও প্রশিক্ষণ দান করা হয়। কিন্তু পরে সকল কাজ করার যোগ্যতা অর্জন করে আশেপাশের সম্ভাব্য সকল দুর্ঘটনা মোকাবিলা করতে পারে—যেমন, সড়ক দুর্ঘটনা, গ্যাস, রাসায়নিক বা অন্যান্য বিস্ফোরণ, বন্যা বা জলোচ্ছ্বাস, বৈদ্যুতিক দুর্ঘটনা, রেল-দুর্ঘটনা, বৃক্ষপতন বা ভবন ধ্বস, বরফ দুর্ঘটনা, গোসল বা নৌ-দুর্ঘটনা, বিমান দুর্ঘটনা ইত্যাদি।

এসবের জন্য ড্রিলের অতিরিক্ত দরকার : অগ্নিনির্বাপণের জন্য উদ্ধার কাজ ও প্রাথমিক প্রতিবিধান ; মুক্ত ও উদ্ধার প্রক্রিয়া সম্পর্কে জ্ঞান ও অনুশীলন ; প্রত্যেক কাজের উপযোগী প্রাথমিক প্রতিবিধানের ব্যবস্থা ; যেমন—গ্যাস ও রাসায়নিক দ্রব্যের জ্ঞান, নৌ-চালনা, নৌকার ব্যবহার, জীবন বাঁচানোর ব্যবস্থা, জীবন বয়ার ব্যবহার, পানিতে জীবন রক্ষা, কৃত্রিম শ্বাসপ্রশ্বাস, ভয়ঙ্কর প্রাণীদের নিয়ন্ত্রণ, বিদ্যুৎবাহী তার, জ্বলন্ত তরল পদার্থ ইত্যাদি।

কোনো কোনো ক্ষেত্রে প্রত্যেক উপদলকে বিশেষ ধরনের দুর্ঘটনায় দক্ষ হতে পারলে উত্তম হয়। তবে সাধারণভাবে উপদলগুলো যদি সব বিষয়ে দক্ষতা অর্জন করে তাহলে সমগ্র দলের জন্য পরিপূর্ণ যোগ্যতা অর্জন সম্ভব হবে।

কোনো দুর্ঘটনার মহড়ার ব্যবস্থা করলে প্রত্যেক উপদলকে নির্দিষ্ট দায়িত্ব দেওয়া যায়, যেমন—উদ্ধারকারী উপদল, জনতা নিয়ন্ত্রণ, সংবাদবাহক ইত্যাদি।

কাজের বৈচিত্র্যের মাধ্যমে সব ধরনের কাজ দেখাতে পারলে তা বালকদের কাছে আবেদনশীল হয়।

প্রায়ই দুর্ঘটনার উন্নত মানের মহড়ার আয়োজন করা বালকের দক্ষতা ও আগ্রহ বাড়ানোর জন্য সহায়ক।

দক্ষতা বাড়লে সহায়তার জন্য জনগণের আগ্রহ বাড়ার সম্ভাবনা থাকে। এই পরিকল্পনা তখন দ্বিগুণ মূল্যের জন্য স্বীকৃত হবে : ১. বালকদের জন্য শিক্ষা এবং ২. সমাজের জন্য আশীর্বাদ।

ভবিষ্যতের ফল

নিজেকে দমন করা এবং অপরের জন্য ভালবাসা ও সেবার বিকাশ ঘটানোর অর্থ হল হৃদয়ে স্রষ্টার উপলব্ধি—ব্যক্তির হৃদয়ে আনে সম্পূর্ণ পরিবর্তন এবং এতে সত্যিকারের স্বর্গসুখের সৃষ্টি হয়। তখন তাকে ভিন্ন ধরনের মানুষ করে তোলে।

'আমি কি পেতে পারি ?'—তার জন্য এ প্রশ্ন নয়, তার জন্য প্রশ্ন—'আমি জীবনে কি দিতে পারি ?'

তার ধর্মের আসল ধরন কোনটা হবে তা কোনো কথা নয়। বালক নিজের জন্য এর মৌলিক বিষয় আয়ত্ত করে এবং অনুশীলনের মাধ্যমে তা জেনে সে মানুষের জন্য দয়া ও সহানুভূতির উদার দৃষ্টিভঙ্গির নাগরিক হয়ে ওঠে।

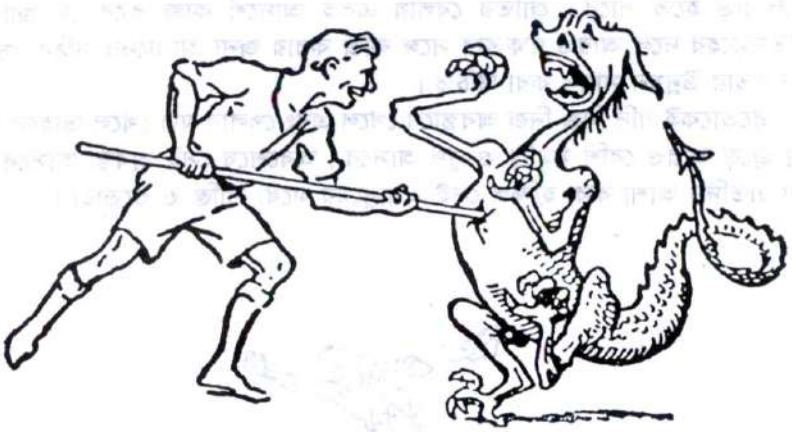

বালক তার চরিত্র ও হাসি দিয়ে পথের অমঙ্গলকে জয় করে।

উপসংহার

আমাদের স্কাউটিংয়ের সামগ্রিক উদ্দেশ্য বালকদের চরিত্রকে উপযুক্ত উদ্যমী অবস্থায় ধরা এবং সঠিক আকারে রূপ দেওয়া। তার ব্যক্তিত্বকে উদ্দীপ্ত ও উন্নয়ন করে বালককে এমনভাবে শিক্ষা দেওয়া যাতে সে একজন ভাল মানুষ ও দেশের জন্য মূল্যবান নাগরিক হয়ে উঠতে পারে।

এমন করেই আমরা জাতির মধ্যে নৈতিক ও দৈহিক শক্তি সঞ্চারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনের আশা করতে পারি।

কিন্তু জাতীয় আশা-আকাঙ্ক্ষা উন্নয়নের ব্যাপারে সবসময় সংকীর্ণমনা ও অন্য জাতির প্রতি ঈর্ষাপরায়ণতা দেখা দেওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। এটা যদি আমরা ত্যাগ করতে না পারি তাহলে এর ভয়ঙ্কর ক্ষতি থেকে রেহাই পাব না বলে আশঙ্কা বোধ করছি।

সৌভাগ্যবশত স্কাউট আন্দোলনের সারা বিশ্ব জুড়ে প্রায় প্রত্যেক সভ্য দেশে ভ্রাতৃসুলভ স্কাউট সংগঠন রয়েছে। ইতোমধ্যে আমরা বিশ্বভ্রাতৃত্ববোধের একটা বাস্তব রূপ গড়ে তুলেছি। এর শক্তি আরও সমৃদ্ধ হচ্ছে সহযোগিতামূলক সহ-আন্দোলন গার্ল গাইডের ব্যাপক উন্নয়নে।

প্রত্যেক দেশে স্কাউট প্রশিক্ষণের বিশেষ উদ্দেশ্য রয়েছে। যেমন, অপরের প্রতি সেবার দক্ষতা। সাধারণভাবে সে উদ্দেশ্য নিয়ে সেবায় আন্তর্জাতিক ভ্রাতৃত্ব হিসেবে আমরা এগিয়ে যেতে পারি এবং সুদূরপ্রণারী কাজ করতে পারি।

আমাদের বালকদের প্রশিক্ষণে আমরা চেতনা ও দক্ষতা উভয় দিক থেকে ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটাতে পারি যাতে সে নাগরিকত্বের জাতীয় দলে সক্রিয় খেলোয়াড় হতে পারে। জাতির বেলায় একই আদর্শে কাজ করে সে জাতিকে জাতিসমূহের দলে আরও দক্ষতার সঙ্গে কাজ করার জন্য আমাদের সঠিক চেতনা ও দক্ষতার উন্নয়ন সাধন করা উচিত।

প্রত্যেকেই যদি নিজ নিজ অবস্থানে খেলে এবং খেলার মত খেলে তাহলে সারা বিশ্ব জুড়ে আরও বেশি সমৃদ্ধি ও সুখ আসবে। অবশেষে সেই অবস্থা আসবে যার জন্য এতদিন আশা করা হচ্ছিল সেই—মানুষের মধ্যে শান্তি ও শুভেচ্ছা।

লর্ড ব্যাডেন পাওয়েল রচিত
আরও একটি বই

রোভারিং টু সাকসেস

বইটি সতের থেকে উর্ধ্ব বয়সের সকল শ্রেণীর যুবসমাজের সঠিক পথে চলা ও সর্বোত্তম জীবন গঠনের জন্য সাহায্যের উদ্দেশ্যে পরিকল্পিত।

লেখক–ঘোড়া, মদ, নারী, প্রতারক ও ধর্মহীনতা বিষয়ে ধারাবাহিক আলোচনা করেছেন। তিনি দেখিয়েছেন যে, খারাপ ভাবে ব্যবহারে ভাল জিনিসও খারাপ হয়ে যায় এবং স্বাস্থ্যকর আমোদ প্রমোদও ক্ষতিকর বদঅভ্যাসে পরিণত হয়।

তিনি সত্যিকার স্বাস্থ্যপ্রদ খেলাধুলা ও অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে পার্থক্য করেছেন। তিনি দেখিয়েছেন যে, চরিত্র অপ্রয়োজনীয় অভ্যাস বদলে দেয়, বীরধর্মের চেতনা যুবসমাজের সামনে সবচেয়ে বড় যে বিপদ তার সমাধান দেয় এবং ধর্ম বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের বিস্ময়ের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ জন্মায়।

সংক্ষেপে, লেখক সেই যুবসমাজের সমস্যা সম্পর্কে মুক্তমনে ও বন্ধুভাবাপন্ন হয়ে বক্তব্য দিয়েছেন–যাদের কল্যাণ তাঁর অন্তরে নিহিত ছিল।

অনুবাদ : মাহবুবুল আলম